উৎসর্গ

পল্লীবাসী সুহৃৎ !

তোমার কর্ম্মক্ষেত্র তুমি 'নিজে' ও তোমারই 'বাস গ্রাম ; ইহাতেই আত্মনিয়োগ করা, তোমার সর্ব্বপ্রধান কামনার বস্তু।

উদ্দীপনার আতিশয্যে বা হঠকারিতার বশে, কর্ম্ম পণ্ড করিয়া দিও না। তোমারই অটল ধীরতা, অদম্য উৎসাহ, বিচক্ষণ বিচার বুদ্ধি ও অনলস কর্ম্মশীলতার উপরই—সাফল্য নির্ভর।

আমাদের মিলিত আলোচনা, পারস্পরিক শুভেচ্ছা, নিঃস্বার্থ একৈক প্রাণতা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করুক। ইতি—

তোমাদেরই—

একজন পল্লীবাসী।

ভূমিকা

পল্লীজননীর বাণীই ভারতের সভ্যতার মর্ম্মকথা। ভারতীয় সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে পল্লীর শান্ত বনচ্ছায়ার নিবিড় স্নেহের আবেষ্টনেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমাদিগের অতীত জীবন ধারা, ইতিহাসের শত বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়া পল্লীর অন্তরেই উৎসারিত। কিন্তু পাশ্চত্যের সঙ্গে সংঘাতে কর্ম্ম জীবনের যে বিচিত্র আলোড়ন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহাতে আত্ম বিস্মৃত চাকুরীজীবি বাঙ্গালী পল্লীলক্ষ্মীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

পল্লীর লক্ষ্মীশ্রী অন্তর্হিত হইয়া আজ সমস্ত দেশ এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রণোদিত 'ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভেচ্ছা' 'পর-প্রত্যাশা' 'আত্মগরিমা' প্রভৃতি সম্ভূত বিবাদ বিসম্বাদে ও তৎসহ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীর উপদ্রবে সমগ্র দেশের যে ভীষণ আকৃতি হইয়াছে তাহার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে জাতি যে অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতিকার কল্পে গ্রন্থকার যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রায়শঃই আমাদের নিজ ক্ষমতায়াত্ত, সত্যই প্রতি পল্লীর আশাস্থল বৃহত্তর যুবক সমাজের—'করিবার কাজ।'

অনেকের ধারণা অর্থাভাবই আমাদের যাবতীয় দুর্দ্দশার কারণ। স্বীকার করি আমরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কিন্তু যাহা কিছু

'অর্থ-পন্থা' আছে যদি বিচার পূর্ব্বক সমবেত চেষ্টায় শৃঙ্খলা বিধান করিয়া তাহারও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম, তবে আজ বঙ্গ পল্লীর এরূপ হৃদয় বিদারক অবস্থা ঘটিত না।

গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে কি কৌশলে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পল্লী হইতেই অর্থ উৎপাদন করিয়া খুব ছোট গ্রামেও বাৎসরিক পাঁচ ছয় শত টাকা অনায়াসে মঙ্গল কল্পে ব্যয় করিতে পারা যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পল্লীমঙ্গলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

এরূপ সরল সতেজ চল্‌তি ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে যে গ্রামের অল্প শিক্ষিত লোকেরও বুঝিতে ক্লেশ হইবে না এবং ইহাতেই এই গ্রন্থের সার্থকতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

পুস্তকের পরিচয় পত্রে পত্রে;—কার্য্যকারিতা প্রতি পাদপূরণে, এরূপ স্থলে ভূমিকায় বর্ণন বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থের সারবত্তা—অবতরণিকা মাত্র পাঠেই উপলব্ধি হইবে।

আজ দেশে দিকে দিকে নব যুগ আগমনের সূচনা দেখিতে পাইতেছি, ভাব প্রবণ বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মের কঠোর ভেরীতে জাগরিত, এ সময়ে পল্লীর মঙ্গলের জন্যই 'পল্লীমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে।

পল্লীতে পল্লীতে নব জীবনের কর্ম্মানুষ্ঠান হউক, প্রতিপল্লীতে "পল্লী-মঙ্গল" গৃহ পঞ্জীর ন্যায় অবস্থান করিয়া পল্লীর মঙ্গল সাধন করুক—ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

অবতরণিকা

পল্লী-সংস্কার করিতে গেলে কার্য্যক্ষেত্রে যে যে কারণে পদে পদে বাধা বিপত্তি ঘটে সেই সকল কারণের এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার করা যায় তৎসম্বন্ধে যতদূর সাধ্য আলোচনা করিয়াছি।

বিষয়টী এতই জটিল ও ইহার ব্যাপকতা এতই সুদূর প্রসারী যে মতদ্বৈধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা হইলেও নিজে যাহা অনুভব করিয়াছি, বস্তুগত্যা যাহা স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছি—তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কল্পনায় পল্লী সংস্কার এক, কাজে করা সম্পূর্ণই আর।

দিন ছিল যখন ভারতীয় সভ্যতা পল্লীতে সুখ ও শান্তি দুই-ই অব্যাহত রাখিয়া ছিল, কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন আবার কি করিলে সে দিন ফিরিয়া আসে, তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের ভাবিবার কথা।

হা হুতাশে, রাগাভিমানে বা উচ্চ চিৎকারে অবস্থান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কাজে—কি কি করিলে, অন্ন বস্ত্র অনায়াস লভ্য হয়, এবং পরস্পরে বিরোধ কমিয়া গিয়া জীবনে একটু শান্তি পাওয়া যায়—তাহাই হাতে কলমে করিবার বিষয়।

সুখের মূল—অন্ন বস্ত্র আদি যাবতীয় ভোগ উপকরণের অনায়াস লভ্যতা আর শান্তির মূল—পরস্পরে অবিরোধ। ভাত কাপড়ের অভাব মোচন এবং পরস্পরের বিরোধ নিবারণই—পল্লীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

কিন্তু এই ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য হওয়া কোনও একটী মাত্র কারণের উপর নির্ভর করিয়া নাই, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা বাণিজ্য সবই চাই। তবেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। তবেই নিজের মঙ্গল, পল্লীর মঙ্গল তথা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব হয়। সকল বিষয়ের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ

কথায় বলা অপেক্ষা নক্সায় বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তৎ সম্বন্ধে একটী নক্সা দেওয়া গেল। (৪—পৃষ্ঠা)

নক্সার সব পদগুলি হাঁসিল করা একের পক্ষে দুরূহ, একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন। কিন্তু আমরা পাঁচ জনে এক সঙ্গে আজ আরম্ভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকিতে পারি না, ঠোকাঠুকি বাধে, দ্বন্দ্ব হয়; কি করিলে মতান্তর হইলেও মনান্তর না ঘটে, একতা বা একৈক প্রাণতা বজায় থাকে ৬—২৭ পৃষ্ঠায় তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

'অমুক অমুক কাজ কর, তাহা হইলে ভাল হইবে' এ উপদেশ অনেক রকমই পাওয়া যায়, কিন্তু কি রকমে কাজটা করিতে হইবে, আর তার আবশ্যকানুরূপ অর্থই বা কি উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, সেইটাই আদত কথা। সে যাই হ'ক, কাজ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রথমেই করার প্রয়োজন—কাজটী করার উদ্দেশ্য কি? কি কি করিতে হইবে, কি রকমে করিতে হইবে, কত টাকার আবশ্যক, কি উপায়েই বা সে টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, অবশ্যম্ভাবী বাধা বিপত্তিই বা কি প্রকারে অতিক্রম করিতে হইবে, তৎপক্ষে পরামর্শই বা কি?—এ সকল বিষয় কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই বিচার করিয়া স্থির করিয়া লইতে হয়, তবেই কাজটী সুসিদ্ধ হইবার আশা থাকে। মোট কথা, কাজ করিতে গেলে তৎ সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান বা জানাটুকুর অভাবে ইচ্ছা স্বত্বেও অনেক সময় কাজ করিতে পারা যায় না, এই টুকুর জন্যই যে কত ক্ষতি হইয়া যায় তাহা আর বলিবার নয়।

একটু নমুনা দিতেছি,—গত বৎসর বজেটে চাষীদিগকে ৬৬ হাজার টাকার ধান ও পাটের ভাল বীজ সরবরাহের জন্য মঞ্জুরী ছিল, কিন্তু তাহার একটি পয়সাও ব্যয় না হওয়ায় ঐ সমস্ত টাকাই বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। চাষীরা যে হঠাৎ বড় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তা' নয়—কিন্তু কেমন

করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া লইতে হয়, কাহাকে লিখিতে হয়, কি লিখিতে হয়, এই সব না জানাই টাকাটা হাত ছাড়া হইবার অন্যতম প্রধান কারণ।*

এত গেল একটা বড় কথা, সকলে হয়ত ইহার সন্ধানই রাখেন না—আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ছোট ছোট কাজগুলি, যে গুলির কথা প্রায় সকলেই বলি—সেগুলিও এই না জানার দরুনই অনেক সময় ইচ্ছা থাকিতেও হইয়া উঠে না। মনে কর, গ্রামে জল কষ্ট, একটা পুষ্করণীর পঙ্কোদ্ধার বা একটা ইন্দারা হইলে ভাল হয়। আমাদের নিজের টাকা না থাকিলেও অনেক সময় জেলা বোর্ডের দ্বারায় এই প্রায় হাজার বারশত টাকার কাজটা করাইয়া লইতে পারি, কিন্তু এই কি লিখিতে হ'বে কাহাকে লিখিবে হ'বে, কখন লিখিতে হ'বে, কি রকম 'তদ্বির' করিতে হ'বে এই সব না জানার দরুণও অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও কাজটা হাঁসিল করিয়া লইতে পারি না। এই সব যাহাতে না হয়, সেই জন্য নক্সার প্রতি পদটী সম্বন্ধে, কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

লোকাল বোর্ড ডিঃ বোর্ড ব্যতীত অনেক সময় অনেক মণ্ডলীর নিকট হইতেও নানারূপ সাহায্য পাওয়া যায়, সেই সব মণ্ডলীর নাম, ঠিকানা এবং আবেদন পত্রের নমুনাও পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

---

* এ সম্বন্ধে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য কর্ণেল পিউ সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Under Agricultural Experiments, we gave Rs. 66000 thousand to the Minister for provision of the distribution of improved paddy and Jute Seeds. Not a single pice seems to have been spent. We gave him, at his especial request Rs. 5000 for provision to the establishment of five new farms Not that nothing has been done or spent but the Minister seems to have abondoned the idea of having any more new farms, for he has asked for no provision in the Budget"—27th February 1922 (I.D.N).

এত গেল অপরের সঙ্গে কাজ, নিজেদের ক্ষমতার ভিতরও যাহা আছে তাহাও অনেক সময় এই না জানার জন্যই হইয়া উঠে না।

"কার্পাস চাষ চাই, কিন্তু, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায়? তার দাম কত? কোন জমীতে কেমন হয়? প্রতি বিঘায় কত বীজ লাগে, ফসলই বা কেমন হয়? বাড়ীর কার্পাসে আর মাঠের কার্পাসে তফাৎ কি? কোনটার চাষ করাই বর্ত্তমানে সুবিধা জনক। হাড়ের গুঁড়া, Green Manure প্রভৃতি সারই বা কোথায় পাওয়া যায়? দাম কত? Steamed unsteamed এর তফাৎ কি? জমীর মাটী পরীক্ষা (Chemical Examination) করাইয়া লইবার উপায়ই বা কি?—এ সব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কিম্বা কোথায় চেষ্টা করিলে এ সব সংবাদ জানা যায়, তাহা না জানা থাকিলে, কেবল শোনাই হয়, সান্ধ্য বৈঠকে বাজীমাৎ করিতেও পারা যায়,—কিন্তু কাজে লাগাইতে পারা যায় না।—পরিশিষ্ট ভাগে এ সব বিষয়েরই সংবাদ যতদুর সম্ভব দেওয়া হইয়াছে।

পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যাহাতে নিজেরাই সমস্ত করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতির নিকট চেষ্টা করিলেও যে সব সময়ে তাঁহাদের সাহায্য পাইবে, সে আশা কম; পক্ষান্তরে আমরাও গরীব প্রতি কাজে চাঁদা দেওয়াও কষ্টকর এরূপ স্থলে কাহারও নিকট চাঁদা না লইয়াও কি কৌশলে, কাহারও অপেক্ষা না রাখি[illegible] সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পল্লী হইতেই অর্থ উৎপাদন করিয়া, খুব ছোট গ্রা[illegible]ও বাৎসরিক পাঁচ ছয় শত টাকা অনায়াসে সৎকার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে, তাহাও "টাকা কোথায়" অধ্যায়ে ২৮—৪৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

বিরোধের মূল কোথায়? এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার করা যায়,—"ভোগ-পদ্ধতি"—অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রতি পল্লীরই একটা নিজের 'বিশেষত্ব' আছে, সেইটুকু বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে আবার প্রতি পল্লীই যে "সুজলা সুফলা শ্যামা, বাঞ্ছিত জন-মন-লোভা রে" হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার একমাত্র দোষ (! !) রজঃ গুণ সম্ভূত কার্য্যে তাহার প্রকৃতি অধিক কাল স্থায়ী হয় না—অন্যথায় যত দোষ বল, সে সব অবস্থান্তরের ফল—মৌলিক দোষ নয়—অবস্থা ভাল হইলেই ও সকল ক্ষুদ্র দোষের তিরোধান ঘটিবে।

যত দেশ, যত জাতি, আজ যাহাদিগকে তুমি উন্নত বলিয়া ভাবিতেছ, সকলেরই মধ্যে আমাদেরই ন্যায় পারস্পরিক দলাদলি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ সবই বর্ত্তমান। কোন জাতি বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক উদার, অধিক বুদ্ধিমান, অধিক কষ্টসহিষ্ণু নয়। তাহারা যদি নিজের ভাল করিতে পারিয়া থাকে, আমাদেরই বা না পারিবার হেতু কি ?

কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে কত জল্পনা কল্পনা করিতেছ, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে দেখিবে কর্ত্তব্য জিনিষটা এমনই শক্তিমান যে সেই-ই তোমাকে তোমার সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা করিবে—কেবল মাত্র আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় থাকিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে—ইহা নিশ্চিত। চাই,—আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়—ইহাই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলধন। "পত্র"

সমগ্র গ্রামের সাহায্য না পাও নিজ পাড়া হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও ক্রমশঃ দেখিবে সমগ্র পল্লীই তোমাদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইবে।

সাহস হীন হইও না, ভগবান সহায়, সাফল্য নিজেদেরই হাতে।

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পল্লীমঙ্গল—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের—'ভূমিকা' সুবিখ্যাত ধাত্রী বিদ্যাবিৎ শ্রীযুক্ত বামন দাস মুখোপাধ্যায়ের—'প্রসূতি মঙ্গল'; Union কলেজের VicePrincipal ডাঃ শ্রীযুক্ত S. N. Banerji M. B. মহাশয়ের—'কলেরা চিকিৎসা'; অস্ত্রবিদ্ Capt. B. Chatterji M. B. I.M.S. মহাশয়ের—'প্রথম সাহায্য'; অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যাপক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'উপসর্গ ব্যবস্থা'; Carmichael কলেজের উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ—অধ্যাপক S. R. Bose M.A. F.L.S. মহাশয়ের—'কৃষি-কথা'; বোর্ড সংক্রান্ত কার্য্যাবলী বিষয়ে অবসর প্রাপ্ত Deputy শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের—'পরামর্শ' প্রভৃতি লইয়া সম্পাদিত হইল।

Anti Malaria Society ও কংগ্রেস প্রচারিত পত্রাবলী এবং অন্যান্য বহুগ্রন্থ হইতেও সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীর সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীযুক্ত D. N. Maitra M.B. মহাশয়ের শুভেচ্ছা, Universityর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র M. A. ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান Science College এর অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার সেন M. A, P. R. S., D.Sc. D.Ic. (London) মহাশয়ের যত্ন আগ্রহ এবং একান্ত কল্যাণ কামনাই ইহার প্রধান উদ্বোধক।

ইঁহাদের সকলের নিকটেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির বিশেষ আন্তরিকতা পাইয়াও ইহাকে মনের মত করিতে পারি নাই। বারান্তরে সংশোধনের বাসনা রহিল। ইতি—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত বিষয় সূচি

পল্লী-মঙ্গল

আমরা পল্লীবাসী, পল্লীর ভাল মন্দতেই আমাদের ভাল মন্দ;—কি কর্‌লে বর্ত্তমানের এই নিরানন্দময়, হা' হা' রব বিদীর্ণ বুভুক্ষু কঙ্কালসার, নিঝুম নিথর পল্লীর পরিবর্ত্তে পূর্ব্বের সেই সরল, সতেজ, আনন্দরব মুখরিত, সদা-সরস-প্রাণ, শান্তিপূর্ণ পল্লীতে বাস কর্‌তে পাই—তাই-ই আমাদের জান্‌বার জিনিষ,—ভাব্‌বার কথা,—কর্‌বার কাজ।

নিজের পল্লীটীকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ব'ল?

কিন্তু "তাই হউক" বলিলেই ত আর তাহা হ'বে না—এ যে নিজেদেরই হাতে কলমে ক'রে নিতে হবে। বাইরের কেউ এসে আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারবে না—বাহিরের লোকে আমাদের সামান্য একটু সাহায্য কর্‌তে পারে এই পর্য্যন্ত—আমাদের

কাজ, যদি আমরা নিজেরাই করে নিতে পারি তবেই হবে—তা' নইলে হবার যো নাই।

তা' হ'লে এখন ভাব্‌বার কথা এই যে, এ সব কাজ করবে কে? এ সব কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম হয়ত কত টিটকারী, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ব্যক্তিগত ভাবেই সহ্য কর্‌তে হ'বে—এ সব স্বীকার করে কাজ করতে চায়, এমন লোক কৈ?

ভগবানের কৃপায় এখন আর সে আশঙ্কা নাই,—অনেকেরই প্রাণ আকুল হয়েছে—এমন পল্লী নাই যেখানে কি ভাবে কি কর্‌লে 'উন্নতি' হবে তার আলোচনা না হচ্ছে এবং কম হ'ক বেশী হ'ক সে পক্ষে চেষ্টা না হচ্ছে—সুতরাং কর্ম্মির অভাব ঘট্‌বার আশঙ্কা নাই। *

কিন্তু শুধু উদ্দেশ্য সৎ হ'লেই বা আকুলতা সহকারে কাজ কর্‌তে গেলেই ত আর 'কর্ম্ম সিদ্ধ' হবে না। নানান্ দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বুঝিয়া, ধীরে স্থিরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাজ কর্‌তে পারলে, তবেই এ গুরুতর প্রশ্নের সমাধান হওয়া সম্ভব—বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সমস্ত বিষয়েরই যে বিশেষ বিবেচনার দরকার।

উদ্দেশ্য সৎ হইলেও অনেক সময়ে কার্য্যকারকের বিচার বুদ্ধি হীনতায় এবং কার্য্য পদ্ধতির দোষে কর্ম্ম ধ্বংস হয়, উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। সেই জন্য আমরা প্রথমেই আমাদের উদ্দেশ্য কি? কি কি করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—কাজ কর্‌বার সময় কি কি দোষ না হ'লে আমাদের কাজটী সফল হবে—সে গুলির আলোচনা ক'রে নে'ব।

---

* শিক্ষিত লোকের প্রাণেই সাড়া বাজার সম্ভব—সেই জন্যই শিক্ষক, ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী, ছাত্র প্রভৃতির নিকটই আশা বেশী।

আমাদের উদ্দেশ্য — { দেশের মঙ্গল, তার মানে—প্রতি পল্লীর প্রতি গৃহস্থেরই মঙ্গল।

কতকগুলি গৃহের সমষ্টি লইয়াই পল্লী, পল্লীর সমষ্টিতেই দেশ; সুতরাং দেশের মঙ্গল বা অমঙ্গল বলিলে প্রতি পল্লীর প্রতি গৃহস্থেরই হিত বা অহিত বুঝিতে হয়। সেই জন্যই আমার ভালোতেই, দেশের ভালো—নিজ মঙ্গলেই, পল্লী-মঙ্গল; পল্লী-মঙ্গলেই দেশ-মঙ্গল।

'মঙ্গল' 'হিত' 'উন্নতি' যা'ই বল না কেন, তা'র মানে—আমার সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করার সুবিধা আছে, অর্থাৎ অন্নবস্ত্র আদি যাবতীয় ভোগ উপকরণ নিতান্তই অনায়াস লভ্য—শস্তা—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোগে আমার সহিত অন্যের বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব নাই—(অথবা ঘটিলেও তাহার তীব্রতা কম)। *

প্রচুর ভোগ উপকরণ থাকা স্বত্বেও সর্ব্বদা অন্যের সহিত বিরোধ থাকিলে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয় না, আবার কাহারও সহিত বিরোধ না থাকা স্বত্বেও ভোগের সর্ব্ব নিম্ন সামগ্রী—অন্নবস্ত্রের—অভাব থাকিলেও শান্তি থাকিতে পারে না।

---

* সেই দেশই সভ্য যেখানে ভাত কাপড়ের ভাবনা নাই এবং পরস্পরের বিরোধ নাই—এরই কমি বেশীতেই সভ্যতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ।

[যে শান্তি অর্থে বাসনা শান্তি—সে সব সন্ন্যাসীর কথা এখন থাক্।—পরে ধর্ম্ম অধ্যায়ে দেখা যাইবে]

বর্ত্তমানে আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ বা প্রতি-দ্বন্দ্বীত্ব অত্যন্ত তীব্র হওয়ায়—শান্তি নাই—নানা কারণে ভাত কাপড়ও শস্তা নাই—কি কর্‌লে আবার আমাদের অন্ন বস্ত্রাদি অনায়াস লভ্য হয় এবং পরস্পরের বিরোধ কমে গিয়ে মিলে মিশে আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে পারি—তাই-ই আমাদের দেখ্‌বার কথা।

কি ক'রলে ভাত কাপড় প্রভৃতি যাবতীয় ভোগ উপকরণ অনায়াস লভ্য হ'বে সেইটীই আগের কথা, অতএব আমরা প্রথমেই—

(১) অনায়াসে ভোগ-উপকরণ সংগ্রহের কথা বলি, পরে

(২) কি ভাবে ভোগ কর্‌লে বিরোধ হবে না, শান্তি পাওয়া যাবে তা' দেখব।

অনায়াসে ভোগ উপকরণ সংগ্রহ অধ্যায়।

ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য হওয়াই কাম্য বটে, কিন্তু এই—

ভাত কাপড় অনায়াস লভ্য (শস্তা) হওয়া ত কোনও একটি মাত্র কারণের উপর নির্ভর করিয়া নাই যে, সেই কারণটীর দূর করিতে পারিলেই চলিবে—এটী নানাবিধ কার্য্য কারণের সমবেত ফল মাত্র। সেই সব কার্য্য কারণের কমি বেশীতে ফলেরও কমি বেশী ঘটবে।

খদ্দর পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে চাষের সুবিধা চাই নচেৎ তুলা বা ধান কিছুই উৎপন্ন হ'তে পারে না। আবার গরু যদি ভাল না হয় চাষই হবে না। গোচারণ ভূমি না থাকিলে গরু ভাল থাকিতে পারে না। তুমি রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িলে চাষ কর্‌বে কে, ভাল জল না থাকলে তোমার শরীরও ভাল থাকবে না। রোগে ঔষধ না পেলে পরিণাম যে ভয়ঙ্কর

দিতে
উৎপন্ন
াণিজ্য
নাম্নাস
বতীয়
সকল
ইটাই

লিয়া

ায়ুক্ত

কের

ারী
ও,
রা

কোন কোন বিষয়ের ব্যবস্থা হইলে
গ্রামখানির 'উন্নতি' বা 'মঙ্গল' হইবে ?

পল্লী-মঙ্গল

Village—Organisation
Constructive Work.

শারীরিক।

যাতায়াত ও সংবাদাদি আদানপ্রদান বিভাগ।

১। রাস্তা—
পল্লীর......ভিতর
"......বাহির

২। পোষ্ট অফিস
সম্ভব হইলে
টেলিগ্রাফ

৩। রেল কিম্বা ষ্টীমার
যাতায়াত থাকিলে
ষ্টেশন, প্লাটফর্ম্ম
ও বিশ্রাম ঘর

স্বাস্থ্য বিভাগ।

১। পানীয় জল—
পুরাতন পুষ্করিণীর......পঙ্কোদ্ধার
নূতন......কাটান
কূপ বা ইন্দারার......পঙ্কোদ্ধার
নূতন......কাটান
টিউব ওয়েল

২। আচরণীয় জল—
খিড়কীর পুষ্করিণী ও
"এঁদো ডোবা"......পরিষ্কার রাখা

৩। জল নিকাশী নালা বা খাল—
পরিষ্কার রাখা বা নূতন কাটান

৪। হঠাৎ
বিপদের—প্রথম সাহায্য *
সংক্রামক ব্যাধি প্রতিকার *

৫। কুসংস্কার—
দূর করণের উপদেশ ও সাহায্য
[আলোক লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা।]

৬। পীড়িতের—
সুস্থ হওনের নিয়মাবলী শিক্ষা ও সাহায্য,
সম্ভব হইলে

৭। পচা ডোবা ভরাট করা
সার গাড়ী সম্ভবমত দূরে—বা পাকা করা

৮। টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্যের—সরবরাহ
[হাট বসাইয়া বা গ্রামেই উৎপন্ন করিয়া]

৯। জঙ্গল পরিষ্কার করা।

কৃষি বিভাগ।

১। সেচন জল—
সেচের পুষ্করিণীর......পঙ্কোদ্ধার

২। (সম্ভব হইলে) খাল কাটান—
মজা নদী, খাল, বিলের
—বহতা বিধান।

৩। বন্যায়—বাঁধ করা—
পুরাতনের মেরামত করা
অপ্রাকৃত কারণাদির
দূর বা সমাকরণ
(যেমন রেলের বাঁধের ফুকর
করাইয়া লওয়া প্রভৃতি)

৪। জল নিকাশী পথ—
রুদ্ধ হইতে না দেওয়া
আবশ্যকমত নূতন করা

৫। গো-চর, বিল, প্রভৃতি
যাহাতে ক্ষতিকর রূপ আবাদী জমিতে
পরিণত না হয় তদ্ব্যবস্থা

৬। সার, বীজ—
সরবরাহ করা *
নূতন লাভজনক কৃষির প্রবর্ত্তন করা

৭। গরু (মহিষ)—
গোচারণ ক্ষেত্র
বলবান ষণ্ড
চিকিৎসা *

শিক্ষা, শিল্প ও অর্থ ব্যবহার সম্বন্ধীয়।

১। শিক্ষালয়—
স্থাপন, উন্নতিকরণ
শিক্ষক সাহায্য, পুরস্কার
ছাত্র—
সাহায্য, পুরস্কার

২। শিল্প রক্ষা—
* তাঁতি, কামার, কোমার, ছুতার, চিত্রকর,
সাকরা প্রভৃতির—
গ্রাম জাত শিল্পের ব্যবহার
বিশেষ কৃতিত্বের পুরস্কার

৩। অর্থ ব্যবহার—
মামুলী আয়ের...ব্যবস্থা
নূতন আয়বায় স্থাপন
'ধর্ম্মগোলা' 'দশের দোকান'
প্রভৃতির...প্রতিষ্ঠা

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

১। আর্ত্তত্রাণ—
দুর্ব্বলরোগী, নিঃসহায় বৃদ্ধ, অনাথা বিধবা,
দুর্ভিক্ষাদি আকস্মিক বিপদগ্রস্ত অনন্যোপায়
ব্যক্তিগণের বিশিষ্ট সাহায্য

২। দেবালয়—
'সাধারণ দেবাশ্রম, স্থাপন
স্থায়ী আয়ের সম্পত্তি করা
[গ্রাম্য দেবালয়, পীরস্থান, মঠ, মসজিদ,
ভজনালয় প্রভৃতিও পূজা আগার
গ্রামবাসীদের অবস্থানুরূপ হওয়াই উচিত]

৩। সমাজ—পঞ্চায়েৎ
[অন্যায় স্বার্থ—
ও উশৃঙ্খলতার নিবারক]

৪। হরি সঙ্কীর্ত্তন—
ভাগবত, পীরমঙ্গল, কথকতা, যাত্রা
প্রভৃতি—
[ভগবানে বিশ্বাস বর্দ্ধক ও আমদ সূত্রে
লোক শিক্ষার হেতু]

৫। সৎকর্ম্ম পুরস্কার—
বিশিষ্ট সৎকর্ম্মকারীর সর্ব্বসমক্ষে
সম্মান ও পুরস্কার

৬। শ্মশান—গোরস্থান—
দূর দেশাগতের আশ্রয়-কুটীর,
শববহনাদি সাহায্য

৭। গবাদি রক্ষা—
[সাধারণ দেবালয়েই পিঁজরা পোলের
কায হইতে পারিবে]

* চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিশিষ্টে বিশেষ অধ্যায় দেওয়া গেল।

এতগুলির ব্যবস্থা হইলে তবে '**গ্রামের উন্নতি**' হয়।
নক্সার **সব পদ গুলিই** হাসিল করিতে হইবে,—কি কৌশলে **অল্পশ্রমে, অল্পব্যয়ে**
হাসিল করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে—'**পল্লী-মঙ্গলের**'—নক্সা হাসিল অধ্যায় দেখুন।

[শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হ'বে। আবার একটা জল খাবার ঘটির জন্য যদি দু' মণ ধান দিতে হয়, এক সের নুন কিনিতে যদি চার সের চাল দিতে হয়, যত ধানই উৎপন্ন হ'ক না কেন, ঘরে ভাত হবে না—সুতরাং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বাণিজ্য সকল বিষয়েরই সমান সুবিধা চাই, তবেই 'ভাত কাপড়' অনায়াস লভ্য হ'তে পারে—অতএব কি কি হ'লে, অন্নবস্ত্র আদি করিয়া যাবতীয় ভোগ উপকরণ প্রাপ্তির সুবিধা হ'তে পারে—এক কথায় গ্রামখানি সকল বিষয়েই 'শ্রী' সম্পন্ন হ'তে পারে, তাই আমরা দেখিয়া লইব—এইটাই আমাদের করবার কাজ।

মুখে বলা অপেক্ষা নক্সায় দেখিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া এতদ্‌সম্বন্ধে একখানি নক্সা দেওয়া গেল।

['পল্লী-মঙ্গল'—নক্সায় দেখ]:—

এখন নক্সাটি হাঁসিল করতে হ'লে দু'টি জিনিষ চাই—(১) উপযুক্ত লোক (২)—উপযুক্ত টাকা।

ভোগ করাও একা হয় না, ভোগের সরঞ্জাম যোগাড় করাও একের কর্ম্ম নয়।—একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন।

নক্সার প্রতি পদটী হাঁসিল করাও একের সাধ্য নয়, পাঁচ জনের দরকারী টাকার জন্য ভাবনা নাই,—নিজেদের ঘর থেকে প্রায় কিছুই না দিয়েও,—কি কৌশলে সে যোগাড় হবে, সে কথা পরে বলছি, আগে, আমরা

হ'বে। আবার একটা জল খাবার ঘটির জন্য যদি দু' মণ ধান দিতে হয়, এক সের নুন কিনিতে যদি চার সের চাল দিতে হয়, যত ধানই উৎপন্ন হ'ক না কেন, ঘরে ভাত হবে না।—সুতরাং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বাণিজ্য সকল বিষয়েরই সমান সুবিধা চাই, তবেই 'ভাত কাপড়' অনায়াস লভ্য হ'তে পারে—অতএব কি কি হ'লে, অন্নবস্ত্র আদি করিয়া যাবতীয় ভোগ উপকরণ প্রাপ্তির সুবিধা হ'তে পারে—এক কথায় গ্রামখানি সকল বিষয়েই 'শ্রী' সম্পন্ন হ'তে পারে, তাই আমরা দেখিয়া লইব—এইটাই আমাদের কর্‌বার কাজ।

মুখে বলা অপেক্ষা নক্সায় দেখিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া এতদ্‌সম্বন্ধে একখানি নক্সা দেওয়া গেল।

['পল্লী-মঙ্গল'—নক্সায় দেখ] :—

এখন নক্সাটি হাঁসিল কর্‌তে হ'লে দু'টি জিনিষ চাই—(১) উপযুক্ত লোক (২)—উপযুক্ত টাকা।

ভোগ করাও একা হয় না, ভোগের সরঞ্জাম যোগাড় করাও একের কর্ম্ম নয়।—একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন।

নক্সার প্রতি পদটী হাঁসিল করাও একের সাধ্য নয়, পাঁচ জনের দরকারী টাকার জন্য ভাবনা নাই,—নিজেদের ঘর থেকে প্রায় কিছুই না দিয়েও, —কি কৌশলে সে যোগাড় হবে, সে কথা পরে বল্‌ছি, আগে, আমরা

পাঁচজনে এক সঙ্গে কাজ কর্‌তে গিয়ে প্রায়ই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকতে পারি না, পরস্পরে ঠোকাঠুকি হয়, দ্বন্দ্ব বাধে, কি কর্‌লে আর তাহা না হয় সেই কথাটীরই আলোচনা কর্‌ব।—মানুষ তৈয়ারীই আগের কথা। *

যাত্রা, থিয়েটার আদি গান বাজনার দলই বল, আর যৌথভাবে ব্যবসা বাণিজ্যই বল বেশী দিন প্রায় কেহই টেকে না—ক্রমশঃ দেখা যাক কেন হয় না এবং কি হলেই বা হবে।

দশে ধর্ম্মে সবাই জানে যে আমাদের 'একতা' নাই—আর এই জন্যই আমাদের ছোট বড় যে কোন দশের কাজ প্রায়ই সিদ্ধ হয় না—উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হ'লেও পরিণামে প্রায়ই ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

তা' হ'লে আমাদের কি করলে একতা হবে বা বজায় থাকবে তা'ই দেখতে হয়। আচ্ছা দেখা যাক্, একতা মানে কি? এবং একতাই মানুষের স্বাভাবিক কি না?

মিলিয়া মিশিয়া একই লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তির এক সঙ্গে কাজ করার নামই একতা—Unity of purposeই একতা।

'জাতিগত' ভাষাগত' স্থানগত' পোষাক পরিচ্ছদ বা আচারগত পার্থক্য একতার বিরোধী নয় এবং একতাই মানুষের স্বাভাবিক; কোন কাজ করিয়া তাহা জন্মাইয়া লইতে হয় না—বরং যাহাতে ভাঙ্গে সেই সব কাজ না করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতে হয়। কথাটার বিচার করা যাক্—

* নইলে কোন গ্রামে আর কিছু টাকাওয়ালা, কিছু লেখা পড়া জানা লোক নাই বল?—তথাপি কাজ হয় না কেন?

কেহ বলেন, আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানান্ ধর্ম্মী সুতরাং আমাদের একতা জন্মিতে পারে না। কেহ বলেন, আমাদের নানান্ ভাষা, নানান্ জাতি, নানা রকমের আচার-ব্যবহার—সুতরাং আমাদের একতা হওয়াই সম্ভব নয়; আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা অধিকাংশই নিরক্ষর, অতএব দেশ শুদ্ধ সকলেই লেখা পড়া না শিখিলে কোন কালে একতা হওয়ার আশা নাই।

এক ধর্ম্ম হইলেই যদি একতা হয়, তাহা হইলে, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মানীতে যুদ্ধ বাধে কেন? মুসলমানে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ হয় কেন? সহোদরে সহোদরে লড়াই হয় কেন? অতএব সব একাকার হইয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী (তা সে যে ধর্ম্মই হক্ না কেন) হইলেই যে একতা হইবে এ কথা প্রমাণ হয় না।

জাতিগত, ভাষাগত, দেশগত, পোষাক-পরিচ্ছদ বা আচার-ব্যবহারগত অথবা জ্ঞানগত পার্থক্যও একতার বিরোধী নয়। এই ত সে দিন শিখ, গুর্খা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, ফরাসী, পণ্ডিত মুর্খ সকলেই একসঙ্গে ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে সঙ্কুচিত হইল না ত?—অতএব দেখা যাইতেছে এ সব পার্থক্য একতার বিরোধী নয়—Unity of purposeই একতার মূল। লক্ষ্য এক হইলেই বিভিন্নধর্ম্মী, বিভিন্ন স্থানবাসী, পণ্ডিত মুর্খ সকলেই এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে। একজাতি, একভাষা, একধর্ম্ম তোমার

আমার মধ্যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের, মমত্ববোধ বিকাশের কথঞ্চিৎ সহায়তা করে এই মাত্র।

মানুষ সামাজিক জীব; সে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে পারে না। বিনা সঙ্গে দশদিন অতিবাহিত করার পর একজন সুসভ্য ফরাসীও একজন হনলুলুকে, 'কি জাতি, কি নামধর, কোথায় বসতি কর' 'কতদূর লেখাপড়া জান', 'তোমার ধর্ম্ম মত কি?'—এ সব জিজ্ঞাসা না করিয়াই, কেবল সে মানব এই হিসাবেই তাহার সহিত মিলনের জন্য কত উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা অনুভবেরই বিষয়। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মানুষে মানুষে মিলনই স্বাভাবিক। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, মূলে একমাত্র 'অভিমানই' মানুষে মানুষে মিলনের পরিপন্থী। সুতরাং <u>একতাই স্বাভাবিক—অভিমানই মিলন-বাধা</u>। এই অভিমান ত্যাগ করিয়াই একতা রক্ষা করিতে হয়।

আমি ইংলণ্ডবাসী সুতরাং ইংরেজ, তুমি আমেরিকাবাসী, আমেরিকান; তোমার সহিত আমার আচার-ব্যবহার ভাষা-ধর্ম্ম প্রভৃতি এক হইয়াও মিলন বা পরস্পরের উপর পরস্পরের স্থির মমত্ব হইবার যো নাই—দেশাত্ম-অভিমানই আমাদের তফাৎ করিয়া রাখিয়াছে।

এই অভিমান সীমাই···মিলন সীমা। নিতান্ত ক্ষুদ্রাভিমানী ব্যক্তি কাহারও সহিত, এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্রের সহিতও মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র আত্মাভিমানই সকল কর্ম্মের গুরুতর অন্তরায়।

একলক্ষ্য হইলেও যে আমরা পাঁচজনে এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ

করিতে পারি না তাহার কারণই ঐ আত্মাভিমান। আর এই একান্ত আত্মাভিমান সঞ্জাত ৭টী ক্ষুদ্র দোষ আমাদের স্বভাবের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সহিতও মিলে মিশে কাজ কর্ম্ম করা ঘটিয়া উঠে না।

আত্মশুদ্ধি করিতে পারিলেই—অর্থাৎ—ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভেচ্ছা: অযৌক্তিক আত্মনিয়োগ : পর-প্রত্যাশা : আত্মগরিমা: অবৈধ সুবিধাগ্রহণের চেষ্টা : অনিয়মানুবর্ত্তিতা ও ফাঁকিবাজী—এই সাতটী দোষ বর্জ্জন কর্‌তে পার্‌লেই আমরা ছোট বড় সব কাজেরই উপযুক্ত হ'ব। এই দোষ কয়টিই আমাদের সকল কর্ম্মের বাধা।

তাহা' হইলে এই দোষ কয়টি ও তাহা' নষ্ট করবার উপায় সম্বন্ধে এক এক ক'রে আলোচনা করে লওয়া যাক্। দোষ কয়টি গুরুতর বটে, কিন্তু সামান্য কৌশলেই তা' থেকে রেহাই পাওয়া যাবে; কি সে কি হবে বল্‌ছি—

ব্যক্তিগত প্রাধান্য ইচ্ছা.........আমরা স্ব-প্রাধান্যটা খুবই অধিক ভালবাসি—কাজের সাফল্য অসাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করি না। অভীষ্ট কাজ চুলোয় দিতেও আপত্তি নাই—যদি তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রাধান্য না থাকে। আবার প্রকৃতপক্ষে না হইয়া অন্ততঃ যদি আমার মনেও হয় যে, বুঝি আমার কথা থাকিল না—আমার সম্মান হইল না; 'রামা বেটার' আছে কি যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে যায়, 'যদো বেটা মূর্খ চাষা, আমি বামুন' আমার কথার উপর কথা দিয়ে কাজ করতে যায়—অতএব যাও আমি আর এর মধ্যে নাই এবং তোমরাই বা কেমন করিয়া এ কাজ উদ্ধার কর তাও দেখ্‌ছি—অর্থাৎ কি না সম্মুখে হ'ক পরোক্ষে হ'ক সর্ব্বদা নিন্দা করিয়া, তোমাদের কর্ম্মে

কু-অভিসন্ধি আরোপ করিয়া, নিজে হউক, অপরকে প্ররোচিত করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াই হউক—সাধ্যে কুলাইলে, যেমন করিয়াই হউক—কর্ম্মটী পণ্ড করিয়া দিয়া তবে খালাস।

এটী মারাত্মক দোষ বটে, কিন্তু তাহাতেও হতাশ হবার কারণ নাই :—

ওগো, সকল দেশের সকল লোকেরই আত্মাভিমান আছে—সকলেই নিজেকে ভালবাসে—নিজের মান অপমান, লাভ ক্ষতির হিসাব করে, তুমি আমি যেমন ভাবে হিসাব করি তার চেয়ে কম করে না ;—তথাপি, তাহারা একটিমাত্র কৌশল অবলম্বন করে বলিয়াই তাহাদের সমস্ত কাজই পণ্ড না হইয়া সিদ্ধ হয়।

যে কোন কারণে তাহাদের পরস্পর ব্যক্তিগত বিরোধ জন্মিলেও কেহই কিন্তু আর সেই কাজটীর বিরুদ্ধে যায় না—বড় জোর সে কাজের ভালমন্দ কিছুরই ভিতর সে আর থাকে না।

সবাই মানুষ—সবারই অহঙ্কার আছে, যত দেশ, তত জাতি, আজ যাহাদিগকে তুমি উন্নত বলিয়া ভাবিতেছ তা'রাও কিছু দেবতা নয়—তাদেরও ভিতর তোমাদেরই মত দলাদলি ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ বর্ত্তমান, তা'দের ভিতরও মনোভঙ্গ হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটে—কিন্তু তাহারা 'মনোভঙ্গে বরং তফাৎ থাক'—এই নীতি অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় দশের কাজ সুসিদ্ধ করিয়া লয়। আবার—

উহারা সকলেই যে বিবেচনা করিয়া ঐরূপ করে তাহাও নয়, অনেক দিনের বারংবার অভ্যাসে এমনি গ্রথিত ধারণা হইয়াছে যে, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই—এই নীতি পালন

করিয়া থাকে—আর যে দেশে উহা যত বেশী—সে দেশেই তত অধিক কর্ম্ম সাফল্য সে দেশবাসীই তত অধিক দেশভক্ত।

আমরাও যদি কর্ম্মকে ভালবাসিয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি অর্থাৎ ব্যক্তিগত মান অপমান, নিন্দা প্রশংসা, ক্ষতি লাভ অপেক্ষা যদি কাজের সাফল্য অসাফল্যের দিকেই একটু নজর রাখি, আমরাও যদি কার্য্যক্ষেত্রে মনোভঙ্গ বশতঃ দশের কাজের বিরুদ্ধে না যাই, আমরাই বা অভীষ্ট লাভ করিতে না পারিব কেন?—এই অভিমান ক্ষুণ্ণে প্রতিশোধ লইবার বাসনাই—কর্ম্মের প্রথম অন্তরায়। আবার—

আমরা প্রায় সকলেই—অতি বোদ্ধা, আর সব কাজই—হাতে কলমে না করিয়াও—বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই কারণে কাহারও কথা কেহই মানিতে চাই না।—কিন্তু মানিবার মত কথা বলিতে পারিলে লোকে আপনি মানে—প্রথম প্রথম দুই একবার না মানিলেও শেষে মানিতে বাধ্য হয়; বয়সে বৃদ্ধ না হইয়াও বৃদ্ধের ভ্রম নিরাশ করা যায়। তুমি যদি বাস্তবিকই জ্ঞানের পরিচয় দিতে পার—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদারও তোমার কথা অবহেলা করিবেন না। আবশ্যক হইলেই 'ওকে ডাক হে, কি বলে শুন' 'ও ওসব বিষয় বুঝে ভাল' একথা বলিতেই হয়। জ্ঞান—বয়স জাতি অবস্থা প্রভৃতি মানে না—বাস্তবিক বুঝিলে তোমার যুক্তি শিরোধার্য্য হইবেই হইবে। নচেৎ 'তুমি ওটা বুঝছ না—আমি যা বল্‌ছি তাই'—বলিয়া গোঁ ধরা কেবল শূন্যগর্ভ আত্মাভিমানেরই ফল এবং দশজনে বসিয়া কোন কাজে একটা সিদ্ধান্তে আসিবার পক্ষে একান্ত বাধা। এই কারণেই আমাদের প্রায় বৈঠকেই একটা শেষ সিদ্ধান্তের স্থির হয় না—খানিকটা হট্টগোল হয় মাত্র।—এই ভাক্ত বুদ্ধত্ব ও সিদ্ধান্তশূন্যতাই কর্ম্মের অন্যতম অন্তরায়।

পর প্রত্যাশা...দিন ছিল যখন দাতার দানে রাস্তা ঘাট জলাশয় দেবালয় এবম্বিধ দশের কাজ নির্ব্বাহ হইত, সাধারণ ২।৩ শ্রেণী লোকের আবশ্যকই হইত না; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক কাজই নিজেদের করিয়া লইতে হইবে। অন্যত্র হইতে কেহ যে অযাচিত ভাবে আসিয়া আমার কাজ করিয়া দিয়া যাইবে—সে সম্ভবনা অতি অল্পই। পর প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চাহিলেই বা পাই কৈ?

পক্ষান্তরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যে নিজ পল্লীর সকলেরই সাহায্য পাইব এরূপ আশা করাও অসঙ্গত। সৎকার্য্য করিতেছি বলিয়াই যে দশজন আমাদের সহিত যোগ দিবে বা যোগ দিতে বাধ্য এমন কোন কথা নাই, বরং কার্য্যস্থলে প্রায়ই দেখা যাইবে—আমাদেরই মধ্যে যাঁহারা কার্য্যারম্ভের সময়ে ছিলেন—স্বার্থের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক—তাঁহারাও সকলে নাই—কিন্তু তাহাতেও দুঃখের কিছুই নাই; আবার অমুক ধনবান ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগ দিতেছেন না, বা অমুক গ্রামের মধ্যে ক্ষমতাশালী অর্থাৎ দশজনে তাঁর কথা শোনে মানে, দশজন নানা কারণে তাঁর বাধ্য—তিনি আমাদের দলে আসিতেছেন না – তাহাতেও উৎসাহ হীন হইবার কিছুই নাই। কারণ আমরা যখন বাস্তবিকই একটা কাজ আরম্ভ করিয়া তার উদ্ধার করিতে পারক এবং বাস্তবিকই (নিজের স্বার্থের জন্য না করিয়া দশের জন্য) সদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেছি—ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারিব তখন ক্রমশঃই আমাদের দলপুষ্টি হইবে। লোকের মনে আমাদিগকে বিশ্বাস জন্মাইয়া লইতে হইবে।

অনেক বার অনেক সময়ই লোকে প্রথমে সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছিল, এবং সর্ব্ব সাধারণেও চাঁদা দিয়া হ'ক্ শারীরিক পরিশ্রম দিয়া হ'ক্ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল কিন্তু শেষে নানা কারণে

তাহারা পস্তাইয়াছে। তাই লোকে সহজে এখন আর বাস্তবিক সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে চায় না। অনেক বার অনেক রকমে ঠকিয়া তাহাদের সে বিশ্বাস গিয়াছে। এখন প্রতি পদে একবার নয় বারম্বার বারম্বার তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তুমি নিজের জন্য নয় বরং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতি করিয়াও দশের স্বার্থের জন্য কাজ করিতেছ, এবং যে কাজ আরম্ভ কর সে কাজ শেষ করিতে তোমরা সমর্থ তবে ক্রমশঃ লোকে তোমাদের বিশ্বাস করিবে, তোমাদের কথায় ও কাজে আস্থাবান হইবে।

অসামর্থ্যতা...নিজেদের শক্তির অনুপাতে কাজ গ্রহণ করা আবশ্যক, নচেৎ নিজেদের মধ্যে উৎসাহ থাকিবে না এবং অপরেও তোমাদের কথার ও কাজের কোনটারই উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। মনে কর, আমাদের মাত্র পুঁজি দশটাকা—অথচ দু'শো টাকা খরচ হবে এমন একটা কাজ করতে আরম্ভ করে দিলাম—সেখানে সাফল্যের চেয়ে অসাফল্যের সম্ভাবনাই বেশী। ফলে দাঁড়াল এই যে—আমরা যে একটা কাজ করতে পারি সে বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে হবার অবকাশই হ'ল না—আমরাও উপহাসাস্পদ হ'লাম—আমাদের কার্য্যশক্তিতে অপরের সন্দেহ রহিল। ঠিক্ এই কারণেই লোকে জিজ্ঞাসা করে 'মশায় শেষ পর্য্যন্ত হবে—ত? সদুদ্দেশ্যে সৎকার্য্য হইলেও তোমার কার্য্যশক্তির অভাববশতঃ লোকে তোমার সহিত যোগদান করিবার সাহস পাইবে না।

আত্ম বা আত্মদলের গরীমা...আমরা সদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেছি—তোমাদের তাহা বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না—অথবা স্বার্থত্যাগে স্বীকৃত নও, তোমরাও আমাদের সহিত যোগ দিতেছ না—অতএব তোমরা

ঘৃণ্য, স্বার্থপর, মূর্খ ভাবিয়া তাচ্ছিল্য বা উপেক্ষা করা ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের 'বাহাদুরি' দেখানর ইচ্ছাতেই ইহার প্রকাশ—অত্যন্ত অধিক আত্মপ্রশংসা লোলুপতা হইতেই ইহার উদ্ভব। ইহার ফলে এই আত্মগরীমাটুকু না থাকিলে যাহারা প্রকৃত পক্ষে তোমার সহিত কাজে যোগ না দিয়াও তোমার প্রতি তোমার কর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও আস্থাবান হইতে পারিত তোমার এই আত্মম্ভরিতায় তাহা নষ্ট হইল। ক্রমশঃ দলপুষ্টির স্থলে—এই তাচ্ছিল্যহেতু তাহারা অপমানিত মনে করায় বিরোধ উপস্থিত হইল—তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলে; তাহাদের প্রতি যে তোমার মমত্ববোধ আছে তাহারা তাহা বুঝিবার অবকাশই পাইল না।

ও বেটা চাষা ছোটলোক মূর্খ, স্বার্থপর ইত্যাদি বলিয়া আমরা আমাদের অসহযোগীদিগকে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়া ফেলি—কখনও যে তাহাদের সহযোগ পাইব সে আশাতেও বঞ্চিত হই। আজ সে যে স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠিত, কাল তাহাকে বুঝাইতে পারিলে কিম্বা আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে—সেই-ই যে আবার সেই স্বার্থত্যাগের জন্যই প্রস্তুত হইতে পারে—তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দি।

মনে কর, তোমরা একটা রাস্তার সংস্কার করাইতেছ, রামের কিছু মাটী রাস্তার ধারেই আছে; রামের অবস্থাও ভাল, সে এমনি দিলেও দিতে পারে, আর সে মাটীটুকুতে তাহার বিশেষ দরকারও নাই, আবার তোমরা উপযুক্ত মূল্য দিয়াও লইতে প্রস্তুত, কিন্তু সে তাহা কোন ক্রমেই দিতে সম্মত নয়;…এমন অবস্থায় তাহাকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইতে না পারিলেও তোমরা রাগ বা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া (অন্য কিছু করিতে না পারিলেও) যথা তথা রাম যে কত বড় স্বার্থপর, কতদূর বজ্জাত তাহাই

বলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে···হয় ত বা তাহার সম্মুখেই "রাস্তা ত আমাদের নিজের জন্য নয়, সব বেটাকেই ত ঐ রাস্তায় হাঁট্‌তে হয়" প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিলে।—এখন অপমান জিনিষটা এমনই, যে কেহই তাহাই নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতে পারে না—সুতরাং সে তোমাদের মর্ম্মান্তিক বিরোধি হইয়াই রহিল—যোগ ত দিলই না - বরং পারিলে তোমাদের আরব্ধ কার্য্য ধ্বংস করিয়া দিতে সচেষ্ট হইল—নিতান্তপক্ষে সে প্রস্তুত হইয়াই রহিল, সুযোগ সুবিধা পাইলেই সুদসহ এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। দেখিলে মিলনের স্থলে কি বিরোধই ঘটাইলে --কার্য্যে বাধা কমাইতে গিয়া কি বাধাই না উৎপন্ন করিলে।

সে ত দিল'ই না কিন্তু—তৎসত্ত্বেও যদি এই কুৎসাটুকু না করিতে, তাহার আত্মাভিমান ক্ষুন্ন না করিতে সে এমন (তৎপর ভাবে) তোমাদের বিরুদ্ধে যাইবার অবকাশই পাইত না, পক্ষান্তরে যতবার সে এই রাস্তার উপর দিয়া যাইত ততবারই তার মনের ভিতর "কাজটা ভাল হয় নাই" "কাজ ভাল হয় নাই" এই কথাই বলিত। অভিমানের খাতিরে প্রথম প্রথম চাপিয়া গেলেও তোমার ২য় ৩য় কাজের সময়ে না হইলেও ৪র্থ কাজের সময় পর্য্যন্ত সে আর তোমাদের সহিত যোগ না দিয়া স্থির থাকিতে পারিত না। একদিন যে একটু মাটী দিতে চায় নাই, সেই হয়ত তাহার একটা পুষ্করিণী reserve করিবার জন্য ছাড়িয়া দিত। সামান্য একটু ধীরতার অভাবে কি সর্ব্বনাশটাই না হইল। বহু-কাল ধরিয়া যে অনিষ্ট হইতেছে—একদিনেই কি তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার? তাহা হয় না, ধৈর্য্য ধরিতে না পারিলে, ভাল করিতে গেলেও ভাল হইবে না, লাভের মধ্যে আরও গণ্ডগোল পাকাইয়া তোলা

হইবে। আবার দেখ, মাটীটুকু না দেওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছে একথা বুঝিয়াও কিন্তু এই অপমানের পর, সে কি আর তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে মনের মিলে পুষ্করিণী কাটিতে যাইতে পারে? বরং সে নিজে একটা দল পাকাইয়া একটা কাজ করিতে যাইবে তবু তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আর কিছু করিতে আসিবে না। সামান্য একটু ধীরতার অভাবে দলপুষ্টির স্থলে—আরও দলের উদ্ভব হইল।

আবার, আমরাই এত বড় একটা কাজ করিতেছি বা করিয়া দিলাম, 'মন থাকলেত হবে' 'হাঁ, ওসব ছেড়ে দাও' 'তুমিও যেমন'—এবম্বিধ নানারকম ঠারে ঠোরেও আত্মপ্রশংসা করিও না—প্রশংসা সকলেরই কাম্য; তোমার আমার ত কথাই নাই, অতি মহৎ হৃদয়েও এ দৌর্ব্বল্য আছে—সমশ্রেণীস্থ সমপদস্থ সম-অবস্থাপন্ন এক ব্যক্তি প্রশংসনীয় হইলে তৎসম অন্য ব্যক্তির 'আমার কেন হইল না উহার কেন হইল' এরূপ ভাব আপনিই মনে উদয় হয়। তাহাতে সে যদি আবার নিজ মুখেই বড়াই করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই।—তা'র ফলে হয়ত তোমার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ (যাঁহারা যোগও দেন নাই, বাধাও দেন নাই উদাসীন আছেন) আর তোমার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিতে চাহিবেন না।

প্রশংসার কিছু থাকে, সাধারণেই করুক, তুমি যেন নিজে কিছু বলিতে যাইওনা বা আকার ইঙ্গিতে "ও আর কি করেছি" (অর্থাৎ কিনা আরও বেশী করিতে পারিতাম বা পারি) "সকলে যোগ দিলে আরও কত বড় কাজ করা যায়" (অর্থাৎ কি না যাহারা যোগ দেয় নাই তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি কতই অধিক দেশপ্রাণ বা উদার হৃদয়) বা "এত কর্ত্তব্য বই ত নয়" (অর্থাৎ কিনা অন্যের কর্ত্তব্য বুঝিবার

আগেই তুমি বুঝিয়া ফেলিয়াছ এবং তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, অন্যে করে না)—এইরূপ ভাবের কথাবার্ত্তায় পরোক্ষেও অন্যের অপেক্ষা তোমার বা তোমার দলের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিও না। যদি কর, যাহারা উদাসীন আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যেই—কথায় কাজে যেমনেই হ'ক, তোমাদের শত্রুতা সাধন করিতে আরম্ভ করিবেন, অন্যেরা উদাসীন ভাবেই রহিয়া যাইবেন এবং মনে মনে তোমাদের শুভেচ্ছার পরিবর্ত্তে তোমাদের অকল্যাণ কামনাই করিতে থাকিবেন। তোমাদের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সকলকেই তোমাদের মতাবলম্বী করা, —কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে তাহা আর হইবেনা সুতরাং দল পুষ্টির স্থলে ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইবে। এরূপ স্থলে উচিত তুমি ভাল মন্দ কোন কথাই বলিবে না নির্ব্বাক থাকিবে। ফলে তুমি যে প্রশংসার কাজ করিয়াও তাহার জন্য গর্ব্বিত হও না কাহারও প্রতি ইঙ্গিতেও টিট্‌কারী দাওনা ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমশঃ যাঁহারা প্রথমে যোগ দেন নাই, এরূপ (সমকক্ষ) ব্যক্তিরাও তোমাদের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে আসিবেন, এবং মনে মনেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করিবেন এবং আসিতে দেরী হইয়াছে বলিয়া সো-উদ্যমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

এখনও তোমার কাজের শেষ হয় নাই ; শোন—তাঁহার উদ্যম দেখিয়া তুমি যেন "উরে এসে জু'ড়ে বসেছেন আর কি ?" "এতকাল পরে এসে এখন কেন লাফালাফি বাবা" "রাঁধা ভাতে ভুষণচাঁদ আর কি !"—ইত্যাদি সব বলে, কদাচিত কাহারও সমক্ষে এমন কি নিজেদের ভিতরও পরস্পরে হাসি তামাসা করো না—এরূপ ভাবই যেন মনে উদয় না হয় তাহার জন্য অভ্যাস করিবে। বুঝিও যে তাঁহারা যে বিলম্বে আসিয়াছেন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই দ্বিগুণ উদ্যম দেখাইয়া তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব ত্রুটীটুকু ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন

মাত্র। আর তোমারই ত একা গ্রাম নয়, তাঁহাদেরও গ্রাম—তাঁহারা যখনই আরম্ভ করুন না কেন, তাঁদেরও সমান অধিকার—তোমারই বা অত 'মুরুব্বি আনা'র অধিকার কি? তুমি আগে আরম্ভ করিয়াছ বলিয়াই গর্ব্বে মট মট হইও না, যদি তাহা না হও ফলে দেখিবে মিলনের সুবাতাস ক্রমেই জোর বহিবে—আর যদি অহঙ্কারী হও, গর্ব্বিত আচরণ কর; লোকের অভিমানে আঘাত দাও, দেখিবে মিলনের স্থলে একতার স্থলে, দল পুষ্টির স্থলে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া, এমন কি নিজেদের ভিতরও ছাড়াছাড়ি হইয়া একতার শ্রাদ্ধ হইয়া যাইবে—এই আত্মগরীমাই কাজের গভীরতম অন্তরায়।

ভাইরে, আঘাতেও দল ভাঙ্গে না—যত ভাঙ্গে এই আত্মগরীমায়। 'মন ভাঙ্গিলেই দল ভাঙ্গে'—এইটাই সার কথা।

আঘাতের কথাটাও একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাক্। --

কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যায়…কখনও কখনও একটু আধটু আঘাত করাও আবশ্যক। সকলেই ত আর গৌরাঙ্গ দেব নয় – আবার সকলেই ত বিচার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করবে না, আবার বিচার বুদ্ধিও সকলের সমান নয়। "তা সবই বুঝলাম বটে কিন্তু ওটা আমি এখন কিছু বলতে পার্‌ছি না—সব কাজেই একটু 'ইয়ে' করার দরকার বুঝলেন কি না"—সংসারে এইরূপ 'বটে কিন্তু, এবং 'ইয়ে করার' দলই যে বেশী; তবে সৌভাগ্য ক্রমে কাহাকেও বা বিচার বুদ্ধিতে, কাহাকেও বা বিনয়ে, কাহাকেও বা অন্য রকমে তোমাদের কাজে পাবে, কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁহাদিগকে কিছুতেই পাবার উপায় নাই, অথচ সে কাজটী তাঁহাকে এড়াইয়া (অর্থাৎ করুন বা না করুন কোন কথাই না বলিয়া) করিবারও উপায় নাই, এই খানেই মুস্কিল আর কি?—একটা উদাহরণ দিচ্ছি।—

মনে কর, গ্রামে একটী পুষ্করণী আছে, পল্লীর অর্দ্ধেক লোকে স্নান পানের জন্য ঐ জল ব্যবহার করে। কিন্তু পুষ্করণীটীর অবস্থা ভাল নয়, দাম, কাঁটা শেওলা প্রভৃতি হইয়া জল অব্যবহার্য্য হইয়াছে,···পুষ্করণীটী পঙ্কোদ্ধার করা প্রয়োজন, কিন্তু ইহা কাহারও একলার নয় অনেক অংশীদারের, তাঁহাদের সকলের অবস্থাও ভাল নয় মোটের উপর তাঁহারা ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া পঙ্কোদ্ধার করাইতে চান না। আমরা সেবকগণ উদ্যোগী হইয়া গ্রাম্যফণ্ড হইতে পুষ্করণীটী সংস্কার করাইতে মনস্থ করিয়া অধিকারীগণের নিকট প্রস্তাব করিলাম···"যে আমরা সাধারণ হইতে টাকা দিয়া পুষ্করণীটী পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিতে চাই, আপনাদিগকে ঘরে হইতে টাকা-কড়ি দিতে হইবে না, আমরা পুষ্করণীতে মাছ লাগাইয়া তারই আয় হইতে টাকা মায় সুদ ক্রমশঃ আদায় করিয়া লইব; আপনারা মালিক সুতরাং জালিকের ভাগ বাদে—আপনারা কিছু লইয়া, কিছু সাধারণের ভাগ রাখুন, তাহা বিক্রয় করিয়াই সাধারণের টাকা উঠিতে থাকিবে, পরে টাকা শোধ হইয়া গেলে আপনারা পুরোপুরিই লইবেন।"

এ প্রস্তাবে কোনও দিকে কাহারও স্বার্থ হানি কিম্বা ঝুঁকির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধরুণ প্রায় সব অংশীদারই মত দিলেন, কিন্তু ২।১ জন কিছুতেই না, অনুরোধ উপরোধ লাভ ক্ষতির হিসাব কিন্তু না কিছুতেই না, কেন যে "না" বলিতেছেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলেন না। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি? কাজেই একটু জোর প্রকাশ করিতে হয়···একটু জবর দস্ত হইতে হয়, নালিশ করায় বাধ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মামলাও

করিতে হয়। বিষয়ের গুরুত্বে ইহা করাও কিছু দোষের বলি
ভাবিতে পারি না, শত ঘর গৃহস্থের স্বাস্থ্যের তুলনায় তাঁহা
প্রতি একটু কঠোর আচরণ কোন ক্রমেই অন্যায় বলিয়াও মে
হয় না।

তবে ইহাতেও একটা কথা আছে, এ আঘাত যেন সীমা
অতিক্রম না করে—যেন অনুপাতের অধিক না হয়, যেখানে
নিতান্ত না হইলে নয় এরূপ স্থলেই এ ব্যবহার অবলম্বন করতে
হয়, এবং ইহা যে তাহার দোষ সংশোধনার্থেই এটী যেন
সর্ব্বদাই আঘাতকারীর মনে থাকে। আবশ্যক স্থলে শিক্ষক
যে প্রেরণায় ছাত্রকে শাস্তি দিয়া থাকেন, ইহাও যেন সেই
প্রেরনারই কার্য্য হয়। নচেৎ…আমাদের এত করিয়া বলাতেও
শুনিলে না, অতএব তোমাকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও…বলিয়া জি
অভিমান বশে যেন দোষ অপেক্ষা শাস্তির বহর বেশী না হইয়া
যায়। সময় গতে সেই-ই যেন বুঝিতে পারে যে আঘাত কর
অনুচিত হয় নাই—এবং কাজটা বাস্তবিকই তাহার অন্যা
হইয়াছিল। শাস্তিরও আবশ্যক আছে এবং শাস্তি প্রয়োগে
নিয়মও এই। ত্রিবিধ দণ্ডের ভয়েই দুনিয়ার মধ্যে অনেকে
যে অনেক অন্যায় কার্য্যেই বিরত থাকে—ইহাও একটা মস
সত্য। তবে দণ্ড প্রয়োগের পূর্ব্বে সহ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত
অপেক্ষা করা উচিত।—সে সম্বন্ধে আর কথা কি ? *

অবৈধ সুবিধা গ্রহণ…ব্যক্তিগত হইলে ত কথাই নাই, দশে

(১) শারীরিক দণ্ড, ভোগহানির দণ্ড (ঐহিকই হক আর পারলৌকিকই হক),
সম্মান হানি দণ্ড।

কাজেও ইহাতে মঙ্গল হয় না। এক পল্লীর সহিত নিকটস্থ অপর পল্লীরও সাধারণ স্বার্থ আছে। আমি আমার পল্লীটির উন্নতি করিতেছি, কিন্তু তোমার পল্লী ও আমার পল্লী উভয়েরই সাধারণ স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে এমন ভাবে যদি সাধারণ স্বার্থের কাজ না করি, তোমার পল্লীতে আমার পল্লীতে শত্রুতা না হইলেও মিত্রতা জন্মিবে না। তুমিও যে আমার স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টা কর, ইহা না জানিতে পারিলে তোমায় আমায় মমত্ব বোধ থাকে না। ফলে উভয়েরই ভাল মন্দে উভয়েই উদাসীন থাকিয়া যায়, এই উদাসীনতাও মঙ্গলকর নয়;—বরং অনেক সময়েই শক্তিহীন সঞ্জাত গোপন বিদ্বেষ মাত্র। একটা নমুনা দিই।

মনে কর, আমার গ্রাম হইতেও বটে, তোমার গ্রাম হইতেও বটে গাড়ী চলাচল করিতে পারে এমন কোন রাস্তা নাই। কিন্তু উভয় গ্রামের ২।৩ মাইলের মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রোড্ রহিয়াছে। এখন, আমার গ্রামের ধনবানের দ্বারাতেই হউক, আর কর্ম্মদক্ষ উপযুক্ত লোকের চেষ্টাতেই হউক—একটী নূতন রাস্তা ঐ ডি বি রোড পর্য্যন্ত করাইতেছি।—আমার গ্রাম হইতে বরাবর সোজা লইয়া গেলে হয়ত আধ মাইল রাস্তা কম হয়, কিন্তু তোমার গ্রামের মধ্য দিয়া গেলে আমার আধ মাইল দূর হয় সত্য, কিন্তু তোমারও বিশেষ সুবিধা হয়,—তোমার গ্রামে সেরূপ ধনী বা উপযুক্ত লোক না থাকায় তাহা হইতেছে না, এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমি কেবলমাত্র আমারই সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করি, নিজ পল্লীর একটু বেশী সুবিধার জন্য যদি তোমার পল্লীর স্বার্থের দিকে নজর না দি, তাহা হইলে স্বভাবতই তোমার মনে

হইবে যে ও গ্রামওয়ালারা আমাদের ভাল মন্দের "কেউ নয়"—ফলে পল্লীতে পল্লীতে মিলনের স্থলে ঔদাসীন্য বা বিরোধ উপস্থিত হয়—প্রকাশ্যে বিরোধ না হইলেও মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাও করিতে নাই, যতবেশী সম্ভব অপরের মঙ্গলেচ্ছা না রাখিয়া কার্য্য করিতে গেলেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী...ছোট করিয়া পারিবারিক বা বড় করিয়া 'দেশ' হিসাবে দেখ, মূল কারণ একই। অনেক সময় সৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরাও সাময়িক উত্তেজনার বশে বা অদূর দৃষ্টি সম্পন্ন সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে পড়িয়া ঐরূপ ভুল করিয়া বসেন,—ফলে কিন্তু বিভিন্ন পল্লী মিলনের অন্তরায় উপস্থিত হয়। তাহাও করিতে নাই। ধীরভাবে বিচারিত কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম।

অনিয়মানুবর্ত্তিতা—ব্যক্তিগত অবৈধ সুবিধা গ্রহণের অভিলাষ হইতেই উদ্ভব হয়।

পাঁচজনে এক সঙ্গে কাজ করিতে হইলেই, একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির আবশ্যক—নচেৎ পরস্পরে সামঞ্জস্যে কাজ করিতে পারা যায় না। নিয়মটা স্থির করিবার সময় হয়ত আমার মত ছিল না, কিন্তু যখন সেটা স্থির হইয়া গেল এরূপ স্থলে সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মটীকে ধর্ম্মের মতই পালন করিতে হয়। আবশ্যক হইলে সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া সে নিয়মটীকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পার বা উঠাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ সেই নিয়মটীই বলবৎ বলিয়া বুঝিবে। 'আমি ও মানি না; 'ওতে হবে না', 'নিয়ম পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হবার সময় আমি ছিলাম না', বা 'ওতে আমার মত ছিল না' সুতরাং আমি ও নিয়ম অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নই, এরূপ কথা বলা চলে না—

আমি দলেও থাকিব অথচ দলস্থ-নিয়মও মানিব না—এ কথা চলিতে পারে না।

আবার দলের বাহির হইলেই যে তোমাকে শত্রুতা সাধন করিতে হইবে, তাহাও নয়—তুমি তৎপরভাবে (actively) ভালমন্দ কিছুরই ভিতর থাকিবে না এই মাত্র। দলেও থাকিব (ব্যক্তিগতভাবে দলস্থ সুবিধা পাইবার জন্য) নিয়মও মানিব না (নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধার ভয়ে) অথচ কেহ আমার কর্ম্মে যেন দোষারোপ না করিতে পারে, আমার সম্মান বা ক্ষমতার না হানি হয় এইরূপ প্রবঞ্চনার অভিপ্রায় হইতেই মূলতঃ অ-নিয়মানুবর্ত্তিতার উদ্ভব হয়!—ফাঁকিবাজীও প্রবঞ্চনার জননী।

ফাঁকি বাজী—অধৈর্য্য এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা (অন্যের প্রতি মমত্বশূন্যতা) হইতেই ইহার উদ্ভব। কখনও বা আত্মপ্রবঞ্চনা, কখনও বা পরপ্রবঞ্চনায় ইহার প্রয়োগ।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্, চটপট কাজ হাঁসিল করিবার প্রবৃত্তি; কর্ম্ম-শৈথিল্য; ভারার্পিত কর্ম্ম অকরণ; উপর চালাকী ..প্রভৃতি নানাভাবেই ইহার বিকাশ।

পরপ্রবঞ্চনাতেই ইহার তীব্রতা—নিজের আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসন, আরাম সুবিধার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইলে চলিবে না, এ সকল সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যদি গ্রামের মঙ্গল হয় হ'ক্, তাহাতে আপত্তি নাই, তবে যদি কিছু কষ্ট করিতে হয়, কিছু (অন্যায় স্বার্থেরই) ত্যাগ আবশ্যক হয়, কিছু পরিশ্রম করিতে হয়,—সে সব তোমরা কর। আমরা দূর হইতে বাহবা দিয়া, কিন্তু শুভ হইলে তাহাতে ষোল আনা ভাগ বসাইয়া, পরন্তু অশুভ হইলে তোমাদেরই স্কন্ধে ষোল আনা দোষারোপ করিয়া "হাঁ আমি ত আগেই

বলেছিলাম” বলিয়া সরে দাঁড়িয়ে জোরগলায় মজলিস মাত করার চেষ্টার—এক কথায়, “পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাইবার” প্রবৃত্তির নামই—ফাঁকিবাজী।

বাস্তবিক যাহার আসক্তি হইয়াছে তাহার এরূপ প্রবৃত্তি হয় না। সে যতটা পারে ততটা মন-প্রাণ দিয়াই করে। তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মই যে তোমার আসক্তি-অনাসক্তির পরিচায়ক। অবশ্য সকলেরই যে ষোল-আনা আসক্তি হইবে এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু 'বাণী ভারতী' বাদ দিয়া কার্য্য বিচার করিলে অধিকাংশেরই ত দেখি—“তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।”

এইটিই অতি মারাত্মক দুর্ব্বলতা। ইহার একমাত্র প্রতিবিধান—অকপট আচরণ—মনে মুখে এক হওয়া। যদি সে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, করিও না; কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্যের ভার লইয়া, কথা দিয়া, কিম্বা হাব ভাবে সম্মতির ভাব দেখাইয়া কার্য্য করিবার সময় সরিয়া দাঁড়াইও না। কিম্বা দু' একবার চেষ্টা করিয়া 'ও আর হইল না' বলিয়া হতাশ হইও না। যদি কোন কার্য্যে সফল না হও, বুঝিও যে তোমার বুদ্ধির বা আচরণের কোন গোল হইয়াছে, তুমি ঠিক বিষয়টি ধরিতে পার নাই বলিয়াই বিফল হইয়াছ। তাহাতে রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করা তোমারই অনাসক্তির পরিচয় মাত্র।

আর অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন, এখন আমরা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের নিজের ভিতরই কত গলদ, আমরাই আমাদের কত বাধা। এখন যদি সাফল্য লাভ করিতে হয় তাহা হইলে যাঁহারা কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন তাঁহাদের আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ উপরোক্ত ৭টি দোষ যাহাতে না ঘটিতে পারে এমন ভাবে কাজ করিতেই হইবে নচেৎ মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া যাইবে।

এক্ষণে মনে হইতে পারে, তবে কি পূর্ব্বেই এতদ্রূপ গুণসম্পন্ন না হইলে কর্ম্মারম্ভই চলিবে না?—কিন্তু তাহা নয়, সাঁতার শিখিয়া জলে নামিতে হইবে না, জলে নামা ও সাঁতার শেখা দুইই এক সঙ্গে হইবে। ভাল করিয়া মন হইলে ও 'ইহা হওয়া চাই-ই চাই' এইরূপ অধ্যবসায় থাকিলে এ সকল গুণ আপনিই জন্মায়,—সে জন্য চিন্তা করিতে হয় না—সুতরাং তুমি আমি সকলেই কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারি—একব্যক্তি হইতেই একখানি পল্লীর—উন্নতি কর্‌ব মনে কর্‌লে হ'তে পারে—একাধিক থাকিলে ত কথাই নাই।

এতক্ষণ আমরা নিজেদের ভিতর কোন কোন দোষের সংশোধন করিলে আর নিজেদেরই ভিতর ঝগড়া প্রভৃতি হইয়া দলভঙ্গ হইবে না তাহারই আলোচনা করিয়াছি। একব্যক্তিই হই আর একাধিক ব্যক্তি এক সঙ্গেই হই, কাজ করিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত ঐ ৭টি গুরুতর দোষের পরিহার করিতে হইবে নচেৎ সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। পল্লীর মধ্যে মাত্র একটী ব্যক্তিও যদি পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহের পরিহার করিয়া অথবা প্রবল অনুরাগ ভরে কাজ করিতে আরম্ভ করেন এবং ঠিক পথে কাজ করিতে পারেন—কিছুদিনের মধ্যে অন্য ব্যক্তিরাও তাঁহার সহিত স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই তাহার সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইবেন।

ভাল কাজই হউক, আর মন্দ কাজই হউক, কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই আর পাঁচজনের তদ্রূপ কাজ করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতে উদ্রিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। সংক্রমতাও একটা স্বাভাবিক ব্যাধি—'প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব', 'প্রশংসালাভেচ্ছা' এবং 'স্বার্থনিষ্ঠতা' এ তিনটীও মানুষের স্বাভাবিক—এই তিন গুণের সমন্বয় ফলেই মানুষের সংক্রমতার স্বাভাবিক উদ্রেক।

মনে কর, রমেশ বড় লোক। সে একটা পুষ্করণী কাটাইয়া বা পঙ্কোদ্ধার করিয়া জল ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিল। দশজন লোকে রমেশের প্রশংসা করিতেছে। আশুও বড়লোক সেও তাহার সহিত সমপদস্থ, আশু প্রথমে রমেশ যে পুষ্ক কাটাইয়া জল ব্যবহারের সুবিধা করিয়া দিয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই চাহি না, নানারূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতির আরোপ করিবে, দশজন যাহাতে ভালভা গ্রহণ না করে (অর্থাৎ প্রশংসা না করে) তাহারই চেষ্টা করিবে। কিন্তু মনে মনে বলিবে রমেশ কাজটা করিয়া প্রশংসা পাইতেছে, আমরাও যা' হ একটা কিছু করা চাই, ও যে আমাকে উচাইয়া যাইবে তাহা হইতে দিব প্রথম প্রথম কাজটায় যাহাতে প্রশংসা না হয় তাহার চেষ্টা করিয়াও য দেখিবে, লোকে কিন্তু রমেশের প্রশংসাই করিতেছে, তখন দেখিবে সেও কিছুদি মধ্যে একটা রাস্তা করাইবার জন্য কিম্বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কিম্বা উপযা হইয়া সেই পুষ্করণীরই ঘাট বাঁধাইয়া দিবার জন্য সোৎসাহে অগ্রসর হইবে—এ চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে ইহা উপরোক্ত তিনগুণেরই সমন্বয় ফল।

সম অবস্থাপন্নের সহিত সম অবস্থাপন্নের প্রতিদ্বন্দ্বীত্বের তীব্রতা অধিক যদি তোমার আমার না হইয়া রমেশের কার্য্যে আশুর মনের ভাব ঐরূপ; লোক আশুর প্ররোচনা সত্ত্বেও রমেশের ন্যায়সঙ্গত কার্য্যের প্রশংসা করা স্বাভাবিক ন্যায় তারই পরিচায়ক এবং প্রশংসা বা সম্মান লাভ উভয়েরই আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া আ ঐরূপ কর্ম্ম করণ ইচ্ছার উদ্রেক।—এই কারণেই সংক্রমতার উদ্রেক হয়, ব্যষ্টি আশ্রয় করিয়া সমষ্টি পায়। সেইজন্য গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তিও কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, আর যদি ঠিক পথে কাজ করিতে পারেন, ক্র দেখিবে অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রায় সমস্ত অধিবাসীরই প্রবৃত্তি ফিরাইয়া দিতে হইয়াছেন—কার্য্য ব্যষ্টিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু সমষ্টি হইতেও দেরী নাই।

সমিতি, মণ্ডলী বা বা সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য পরামর্শ করিয়া কাজ করা, প্রথমে সঙ্ঘ স্থাপিত না হয়, যদি কেহ যে কোন কারণেই হ'ক, পরামর্শ করিতে চান, কিন্তু ঠিক পথে সৎকার্য করেন তাহা হইলে দেখিবে, ক্রমশঃ তাঁহারই অন্য ব্যক্তিরাও সমপথে—এক লক্ষ্যে—কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, মৌখিক প না হইলেও কার্য্যের একসূত্রত্ব আরব্ধ হইয়াছে এবং অতি অল্পকাল পরেই দে

যে তাঁহাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কাজ করাও আরম্ভ হইয়াছে—প্রারম্ভে ব্যষ্টি থাকিলেও উপসংহারে সমষ্টি বা সমিতি, মণ্ডলী বা সংঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে—তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত 'মনওয়ালা 'একজন যে কোন লোকের দ্বারাতেই একটা পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে—প্রথমেই একাধিক ব্যক্তির সংযোগ ঘটিলে তাহার উন্নতি ত অনায়াসসাধ্য।

সংখ্যার উপর সাফল্য সময়ের কম বেশী নির্ভর করে এই মাত্র। একজনের চেষ্টায় যাহা হয় ত একবৎসরে সিদ্ধ হইত, দশ জনের সমবেত চেষ্টায় তাহা হয়ত এক মাসেই সিদ্ধ হইতে পারে এই মাত্র। বাস্তবিক যদি প্রবল অনুরাগভরে এবং ঠিক পথে কাজ করিতে পার তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই অন্য ব্যক্তিরও সহযোগ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুভেচ্ছুগণ, তোমাদের উদ্দেশ্যই—প্রসার। নচেৎ দলাদলীপূর্ণ গ্রামে নিজেরাই একটা নূতন দলের সৃষ্টি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আত্মরক্ষা করা মাত্রই তোমাদের একত্র হওয়ার উদ্দেশ্য নয়—তোমাদের অবলম্বিত পথে সমস্ত পল্লীকে টানিয়া লওয়াই তোমাদের অভিপ্সিত—তোমাদের কাম্য।

তোমাদের ব্যবহার যেন এমন হয় যে তোমরা লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পার—জন সাধারণের শ্রদ্ধাই তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম মূলধন।

আমরা দশের কাজে কি কি দোষ পরিহার করিতে পারিলে একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে কাজ করিতে পারিব, দেখিলাম, এইবার টাকার যোগাড় দেখিব।—

টাকা কোথায় ?

টাকা সংগ্রহের উপায় অকপট আচরণ।—

অকপট আচরণ ব্যতীত দুই ব্যক্তির মধ্যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আস্থা থাকে না। গ্রামের কাজ কেন, ঘর-সংসারেও দেখিবে নিজের বাপ মা, স্ত্রী পুত্রের সহিতও কপট আচরণ করিলে, তাহাদিগের সহিতও একযোগে সংসার করিতে পারিবে না।

যেটা করিবে না, অনুরোধ, উপরোধ, ভয়, লোকলজ্জা, বা যে কোন কারণেই হউক, তা'তে কথা দিও না। কিন্তু কথা দিয়া আর কথার খেলাপ করিও না। ব্যক্তিগত বৈষয়িক ব্যাপারে বর্ত্তমানে সর্ব্বদা অকপট আচরণ সম্ভব না হইলেও দশের কাজে কপট আচরণের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। পরস্পরের সহিত পরস্পরে একযোগে কাজ করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আস্থা থাকা চাই—অকপট আচরণই তাহার মূল—ফাঁকিবাজীর ইহাই একমাত্র প্রতিবিধান।

সত্য সত্যই টাকার কথাই প্রধান কথা—বিনা অর্থে ত' আর কোন কাজই সম্পন্ন হইবে না—নক্সার প্রতি পদটি হাঁসিল করিতে গেলেও বিশিষ্ট অর্থের আবশ্যক। কিন্তু আমরা অতি দরিদ্র, দিনান্তে দিন গুজরাণ হওয়াই ভার। তাই প্রথমেই মনে হয় মন হইলেই বা আবশ্যকানুরূপ টাকা কোথায় পাইব? কিন্তু ভরসার কথা এই যে, ব্যক্তিগতভাবে বেশী কিছু না দিয়াও দশের তহবিলের টাকা সংগ্রহের যথেষ্ট উপায় আছে,—তবে টাকা সংগ্রহের উপায় থাকিতেও আমাদের টাকা না থাকার কারণ—মনোযোগের অভাব। আমাদের ধন-দারিদ্র্য অপেক্ষা মন-দারিদ্র্যই অধিক; মনের এই দরিদ্রতা নষ্ট করিতে পারিলেই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা দরিদ্র বটি, কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। বরং আশার কথা এই যে এখনও আমাদের (খুব বেশী না থাকিলেও যা হক্ কিছু) আয়ের পথ উন্মুক্ত আছে, আয় বাড়াইবার উপায়ও আছে, এবং বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহা লইয়াই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আয়ের পথ সাধারণতঃ তিন রকম—"মামুলী"; "স্বেচ্ছা" "বিকি কিনি" (ব্যবসা)।

মামুলী—চিরাচরিত প্রথামত কেউ দেব নাও বলেন না, দিতে কষ্ট বোধও করেন না বরং দেওয়া উচিৎ বলিয়াই প্রথিত ধারণা আছে।

স্বেচ্ছা—আমি ইচ্ছা করিয়া যাহা দিতেছি। [আমার সুবিধা না হ'লে না দিতেও পারি—এবং দিতেই যে হয় এমন কোন কথা নাই]।

বিকি কিনি—ইহাই ব্যবসা বাব। ইহারই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইবে।

প্রতি বাবের একটা মোটামুটি তালিকা দিতেছি, দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা বুঝিয়া যখন যেরূপ খাটে তদনুসারে একটু ব্যবস্থিত করিয়া লইতে পারিলেই যে অর্থসংগ্রহে বিলম্ব হইবে না, তাহা নিশ্চিত।

মামুলীর—আয় বাব সকল—

১। কয়ালী—উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিবার সময় যে ব্যক্তি মাপিয়া দেয় তাহাকে টাকা প্রতি কিছু ফিস্ দিতে হয়, ইহা ক্রেতার দেয়। কখন বা কয়ালী জমিদার ভোগ করেন—কখনও বা প্রজার অধিকারে বারোয়ারী হিসাবে থাকে।

২। হাটের তোলা—কখনও বা জমিদার লন, কখনও বা গ্রামের কোন দেব-সেবার বা মসজিদের জন্য বরাদ্দ থাকে।

যেখানে এ প্রথা নাই সেখানে ইহা নূতন বসান যাইতে পারে অথবা জমিদারের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অব… বিবেচনা করিয়া নূতন করিয়া গ্রাম্য আদায় বলিয়াও বসা… যাইতে পারে, ইহা বিক্রেতার …

[জমিদারকেও যদি দশ … জনে মিলিয়া ধরা যা… তাহা হইলে কয়ালী বা হাটে… …লার অন্তত কত… অংশ যে বারোয়ারী ফণ্ডে না পা… …য়, তা নয়।]

৩। সভা-দক্ষিণা। (কন্যার বিবাহের সময়)—প্রণামী, প্রভৃতি।

৪। গণ-দক্ষিণাদি।—(পাত্রের বিবাহ সময়ে), পণের ও সুকৃতি-ভোজনে বা অন্য কোন ভোজন দক্ষিণাদি।

৫। উদ্বৃত্ত তহবিল—কোন সাধারণ কাজে খরচা হইয়া কিছু উদ্বৃত্ত হইলে তাহা, মনে কর চাঁদা করিয়া একটা থিয়েটার দল করা গেল, কিন্তু শেষে নানা কারণে ভাঙ্গিয়া গে… এমত অবস্থায় তৎসামগ্রী বিক্রয়-জাত অর্থ—এমনি আর কি।

৬। *প্রায়শ্চিত্ত—হিন্দুরা মৃত্যু সময়ে বা অন্য কোন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অব… করিলে গো-মূল্য বাবদ যে টাকা উৎসর্গ করেন।*

৭। *সরকারী সাহায্য—একটু উপযুক্ততা দেখাইয়া এবং চেষ্টা চরি… করিয়া যোগাড় করিতে পারিলে …নেক কর্ম্মে ইহা পাওয়া যায়।*

স্বেচ্ছার—আয় বাব সকল—

৮। চাঁদা—নূতন প্রতিষ্ঠানে, সংস্কার বা সংরক্ষণে।

৯। নৈমিত্তিক দান—স্ব ইচ্ছায় যদি কেহ কিছু দেন। কেউ হয়ত মরিবা…

সময় কিছু টাকা দশের কর্ম্মে দিয়া গেলেন, পুত্রের 'পাশ' হইয়াছে অতএব কিছু টাকা দশের কর্ম্মার্থে দিয়া দিলেন, গ্রামবাসী কোন ডাক্তার বা উকিল বাটীতে থাকিবার সময় যে কাজ করিলেন তাহার কিছু দশের কার্য্যার্থে দিলেন, এইরূপ। 'মুষ্টি-ভিক্ষা'ও—নৈমিত্তিক দানের অন্তর্গত। [সুবিখ্যাত ধাত্রী-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাসগ্রাম শিমুলিয়ায়— শিমুলিয়ায় রোগী দেখিয়া যত টাকা আয় হয় সমস্তই সাধারণের ফণ্ডে দান করিয়া ক্রমশঃই গ্রাম্য ফণ্ডের অবস্থার উন্নতি করিতেছেন।]

১০। বারোয়ারী—ব্যবসায়ের লাভের টাকা প্রতি নিয়মানুযায়ী এক পাই আধ পাই।

[ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতিও ব্যবসা পর্য্যায়ভুক্ত ইহার উপরও এবার প্রতিষ্ঠা করা অন্যায় হয় না।]

বর্দ্ধমান অন্তর্গত পুরুলিয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীঅকুলপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রোগী প্রতি /০ হিসাবে রাখিয়া বৎসরে প্রায় ৬০।৭০ টাকা সাধারণ ফণ্ডে সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেছেন।

১১। গো-চর আয়— খুব ছোট গ্রামেও দু' তিন শত গরু আছে। যদি সকলে মিলে ঠিক করে নি, আচ্ছা, বৎসরে ফি গরুতে চার পয়সা হিসাবে দেব—তা'হলেও বৎসরে ১৮।২০টাকা আয় হয়। [কিন্তু নানা কারণে ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা কম, তবে করিলে হয় এই মাত্র বলা।]

১২। পঞ্চায়েৎ সালিশীর আয়—বিচারকালীন বাদী প্রতিবাদী উভ
সম্মান দেবে ত, তাহাই। [জরিমানা প্রভৃতির
বলি নাই—জরিমানা করাই আদৌ উচিত কি
পরে দেখা যাইবে।]

১৩। উদ্ভট্ আয়—গ্রামে হরিদাসের ভগিনীপতি আসিয়াছে, আ
বলিলাম, খাওয়াও হে তোমার ত মাহিনা বাড়িয়াছে
সে বলিল বেশ খাও ১০৲ টাকা দিচ্ছি। দ
টাকা দেবে ত, বেশ, আমরা ৫৲ টাকা গ্রাম্য-ফ
জমা দিলাম। বাকী ৫৲ টাকার রসগোল্লার খেলাম-
সেও খুসি—আমরাও খুসি। উভয় পক্ষই যাতে খু
হয় এমনি সব ব্যবস্থা আর কি !

১৪। বন্ধু-সাহায্য—অবস্থা জানাইলে এবং উপযুক্ত বুঝিলে এমন অনে
মণ্ডলী আছেন যাঁহারা টাকা দিয়া কিম্বা বস্ত্র দিয়া সাহা
করেন। যেমন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ-
বেলুড়, (হাওড়া), **Bengal Social Servic**
League *63, Amherst Street, Calcutta.*

বিকি কিনির—বাব সকল—

১৫। দশের দোকান
১৬। ধর্ম্ম-গোলা
১৭। পতিত পুকুর
১৮। ধর্ম্মের দাদন

ইহারই নাম ব্যবসা "...ব"—ইহা
করিয়া লইতে হইবে আর ইহাই আ
বাড়াইবার পক্ষে, ধন উৎপাদনের পক্ষে
সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও স্থায়ীপথ অং
সকল রকমেই নির্ব্বিরোধী এবং অধি
ফলপ্রদ।

মোটামুটি, আয়ের এই আঠার রকম পথের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সব গ্রামেই যে ১৮ বাবের সব বাব খাটিবে, তাহার কোনও হেতু নাই তবে দেশ-কাল-পাত্রের দিকে, লোকের মেজাজের দিকে একটু নজর রেখে, যখন যেটা খাটে একটু সুবিধা মত খাটিয়ে নিতে পারলে, শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সবই যে কার্য্যকরী হবে, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। কি করে কাজে সম্ভব হবে, ক্রমশঃ দেখ্‌ছি—

বর্ত্তমান অবস্থায় 'আয় বাব' সকল বিশৃঙ্খল অবস্থায় রহিয়াছে, ইহার শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে। 'আয়-পথ' গুলিকে ব্যবস্থিত করাই প্রথম কাজ। কিন্তু চেষ্টা করিবামাত্রই যে—

এই সব মামুলী বাবও, প্রথম প্রথম সব সময় বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত আদায় হইবে, তাহাও হইবে না, আবার 'মুষ্টিভিক্ষার ভাঁড়' দিয়াও যে, সব সময় লোকে ভিক্ষা দিয়াছে তাহাও দেয় নাই। অনেক সময়ই প্রথম প্রথম দিন কতক দিয়া পরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে উৎসাহহীন হইও না, মামুলী আয় ব্যবস্থিত করিতে চেষ্টা কর এবং যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা এবং তোমরা (প্রথম কর্ম্মিরাই) কেউ দিন বা না দিন নিয়মিতভাবে দিতে থাক এবং সেই টাকা সর্ব্বসাধারণের কার্য্যেই ব্যয়িত হইতেছে কিছুদিন ধরিয়া তাহা প্রমাণিত কর—তবেই দেখিবে লোকে তখন আর আপত্তি করিবে না। কি ব্যবস্থায় গ্রাম্য ফণ্ড ব্যবস্থিত করিতে হয়, পর অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু কেন? মুষ্টিভিক্ষা দিতেও লোকে নারাজ হয় কেন? একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে—তাহারা আমাদের উপর আস্থাবান নয়, অর্থাৎ ঐ টাকাটার ব্যবহার বিষয়ে তাহারা আমাদিগকে

সন্দেহ করে—মনে করে, হয়ত টাকাটা আমরাই খাইয়া ফেলিলাম কিম্বা যে কাজ করিতে যাইতেছি বা করিতেছি তাহাতে তাহাদের কোন বিশিষ্ট উপকার বা মুখ্য স্বার্থ নাই তবে মিছামিছি তাহারা দিবে কেন ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বার্থ দ্বিবিধ,—আপাতপ্রত্যক্ষ এবং গৌণ—অধিকাংশ লোকে এই আপাতপ্রত্যক্ষ স্বার্থই দেখে সুতরাং যদি তাহাদিগকে দলে আনিতে হয়, শুধু তাহাদিগকে কেন, আমাদিগের অনেকেরও ঐ মত সুতরাং আমাদিগকেও যদি তোমাদের দলভুক্ত করিতে চাও, তাহা হইলে আমাদিগকেও ঐ একই পথ দেখাইতে হইবে "কম লইয়া মুখ্য ভাবে বেশী দিতে হইবে"। আমরা লাভ খুঁজি অর্থাৎ কম দিয়ে বেশী চাই, যদি কম নিয়ে মুখ্যভাবে বেশী দিতে পার, তা হ'লে আমরাও উৎসাহ সহকারেই তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব, ইহাতে আর বলিবার কহিবার কিছু থাকিবে না। নচেৎ শত অনুরোধ, উপরোধ, বিনয়, পরকাল ভয়, প্রভৃতিতে ফল হইবে না, ও সব কথা কেহ শুনিবে না, বর্ত্তমান যুগে 'লাভই' মানুষের মূল-মন্ত্র হইয়াছে, সুতরাং ঐ পথেই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। যদি পার সমগ্র পল্লীই তোমাদের মতাবলম্বী হইবে—না পার, সাধনা ব্যর্থ হইবে। *

"কম লইয়া (বা না লইয়া) বেশী দিতে হইলে তোমাদিগকে অর্থ উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে ; (বিশিষ্ট আয়-পথ ১৮) মামুলী আয়ের পথ যাহা আছে তাহা হইতে চলিবে না। কেন না, তাহার খরচের বাবও প্রায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আছে—নির্দ্দিষ্টবাবে কিছু খরচ

* নিশ্চয় বিশ্বাস না থাকিলে ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করা চলে না—বুদ্ধির চক্ষু না থাকিলে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মে না—সেই জন্ত প্রথমেই শিক্ষিতদেরই কর্ম্মরাজ সম্ভব এবং উচিত।

কমাইয়া খরচ করিলেও, এত টাকা বাকী থাকিবে না যে তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হয়। আর তোমাদের (সাধারণের বিনা সম্মতিতে) কাহাকেও মুখ্যভাবে কিছু দিবার অধিকারই বা কোথায় ?

অবিরত এত চাঁদাও দিতে পারিবে না যে, কি ব্যক্তিগত কি দশগত কোন অভাবেরই মোচন কর। আর সকলেই দরিদ্র, এমত অবস্থায় প্রতি কাজের জন্য চিরদিনই চাঁদা চাঁদা করিলে আমাদেরও সহযোগ পাইবে না, কিন্তু যদি বুঝি যে আজ চাঁদা দিতেছি বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে স্কুলের মাসকাবারী চাঁদা, ঔষধ রক্ষার চাঁদা, পিঁজরা পোলের চাঁদা, আর্ত্তত্রাণের চাঁদা, এমন কি রাজকীয় ট্যাক্স প্রভৃতির দায় হইতেও ব্যক্তিগতভাবে অব্যাহতি পাইতে পারিব, সাধারণ ফণ্ড হইতে ইহাদের খরচাও নির্ব্বাহ হইবে, আর আমাকে ঘর হইতে লাগিবে না তবেই আমি যেমন করিয়াই হ'ক্ চাঁদা দি,--দিতেও আহ্লাদ বোধ হয়—চাঁদা চাওয়া ও দেওয়া দুই-ই সার্থক হয়।

কেমন করিয়া প্রায় বিনা মূলধনেই আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে, সর্ব্ব-সাধারণকে 'কম লইয়া মুখ্যভাবে বেশী দিয়া' নিজ দলভুক্ত করিয়া লইতে পারা গিয়াছে তাহা আমার এক নিঃসম্বল বন্ধুর পত্রখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

পত্র।

শ্রীশ্রীহরিশরণং।

'বন্দেমাতরম্' ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

"ভাই, আজ ১২ বৎসর পরে গ্রামের কথা আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহিয়াছ, বলিতেও যে আজ কি আনন্দ হইতেছে তাহা আর কি বলিব ? আনুপূর্ব্বিকই বলিতেছি শোন—

গ্রামের প্রথম অবস্থায়, মনে হ'ত, এমন বিশ্রী গ্রাম বুঝি বাঙ্গলা দেশে আর নাই। মোট ত আমরা ইতর ভদ্র মিলিয়া এক শত ঘর গৃহস্থ, কিন্তু তারই মধ্যে ৮।১০টী দল, দলাদলি আর মামলায় মামলায় একেবারে জরাজীর্ণ। তার উপরে খাবার জল নাই, রাস্তা ঘাটের অবস্থাও তদ্রূপ, বর্ষার সময় ত গ্রাম হ'তে বেরুবারই যো নাই? ছেলেদের লিখবার পাঠশাল নাই, হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার বা ঔষধ কিছুই মেলে না, কেউ কাউকে সহানুভূতি করে না, নিত্যকার খাদ্য দ্রব্য তাও পাওয়া যায় না, এর উপরে আবার অবস্থাও প্রায় সকলেরই সমান, কিন্তু তেজে কেউ খাটো নয়, সকলেই দুর্ব্বাসার পকেট-সংস্করণ আর কি!

কি করে যে অবস্থা হ'তে উদ্ধার পা'ব দিনরাতই তাই চিন্তা করতাম। সময় সময় মনে হ'ত গ্রাম থেকে উঠে যাই, কিন্তু যাব বল্‌লেই ত আর যাওয়া যায় না, আর যাবই বা কোথা, সবই ত এমনি, হয়ত ১৯।২০ এই মাত্র প্রভেদ। তাই শেষে মনে করলাম, এই খানে থাকিয়াই ইহার উদ্ধার হয় কি না দেখি। গ্রামের কিন্তু যত লোককে বলি সবাই হেঁসেউড়িয়ে দেয়, কেউ বা সম্মুখে বলে, বেশত করাই ত উচিত, কিন্তু পরোক্ষে বলে, 'বাতিকের তেল মাথ্‌তে হবে দেখছি,' কেউ বা স্পষ্টই বলে 'বাপু আপন চরকায় তেল দাও গা ও সব হবে না, অমুক অমুক অমুক কত চেষ্টা করেছে কিছুতেই হয় নাই, আমরাও কি তোমাদের মতন বয়সে কম চেষ্টা করেছিলাম, ও হ'বার যো নাই—হবে না।' এটা যেন বয়সেরই দোষ আর কি!

কিন্তু জানই ত আমি চিরদিনই একটু গোঁয়ার, কোন একটা বিষয় ধরলে তা'র শেষ না হ'লে আমার কোন দিনই সোয়াস্তি থাকে না। কিন্তু ইহার ভিতর কোন উপায়ই দেখতে পেলেম না।

সব রকম কাজ করতেই টাকার দরকার। যার কাছে যা' সাধারণের টাকা আছে চাহিতে গেলেই দেখি নানান কথা উঠে; মোটের উপর, কেউ যে আর সে টাকা ফেরৎ দেবেন এমন আশা ত হ'ল না, আমার অবস্থাও তথৈবচ কাজেই কিছুতেই কোন কাজে হাত দিতে পারি না। লাভের মধ্যে আমরা যে কয়েকজন এক সঙ্গে চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, অভিভাবকদের তাড়না প্রভৃতি নানা কারণে তাহাদের প্রায় সকলকেই ছেড়ে দিতে হ'ল।

ক্রমশই হতাশ হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় একদিন কথা উঠিল, আমাদের একটা পাঁচালীর দল করতে হ'বে, তার জন্যে প্রায় সবই আছে, একখানা 'বঙ্গবাসী' আফিসের 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' ও একটা হারমনিয়ম কেনা হক্। কিন্তু টাকা? হারমনিয়ম ও বইয়ে অন্ততঃ ৫০৲ টাকা চাই, চাঁদায়ত অত টাকা হয় না। কথা হ'ল, সাধারণের টাকা থেকে কেনা হক্। এখানেও সেই বিভ্রাট, টাকা আদায় হয় না। তবে যাদের পাঁচালিতে মন ছিল, তাদের কাছে যা' ছিল তা' থেকে, আর অনেক রকম করে যা কিছু আদায় হ'ল তাই নিয়ে, বাকী নিজেরাও কিছু দিয়ে কাজ চালিয়ে লওয়া গেল। কিন্তু কথা হ'ল যে সাধারণের টাকা এমন ভাবে আর যার তার হাতে পড়ে থাকা হবে না, সব টাকা আমরা যদিও আদায় করতে না পারি, আমাদের হাত দিয়ে যত টাকা আদায় হবে সবটা আমাদেরই মধ্যে এক জনার কাছে রাখা হবে, আসছে বছর পূজার সময় একটা ভাল রকম যাত্রার দল করবার চেষ্টা করা যাবে। আমি বললাম ভাই টাকা কারু কাছে না রেখে ডাকঘরে রাখা হ'ক; ব্যস, তাই হ'ল।

প্রথম প্রথম ছ' মাসে আমরা ২৪৲ টাকার বেশী আদায় করতে

পারি নাই। অন্যলোকে যে যা' পেত আত্মসাৎ করে ফেলত। কিন্তু এ কম টাকাতে ত আর যাত্রা হবে না, তাই ঠিক হ'ল যাত্রার জন্য বাড়ি বাড়িতে মুষ্টি ভিক্ষার ভাঁড় বসিয়ে দেওয়া যাক্। (কিন্তু এতে কেউ দিলে কেউ বা দিলে না) আর বিয়ের বরযাত্রী গিয়ে, ভোজন দক্ষিণা বা অন্য কোন খোস খানার টাকা ভাগ ক'রে না নিয়ে ঐ তহবি রাখা যাক্। তা'তে ছয় মাসের মধ্যেই প্রায় ৭৩৲ টাকা উঠিল— একুনে বৎসর শেষে ৯৭৲ টাকা ডাকঘরে পড়িল।

আমাদের গাঁয়ে একটা পুকুরে খাবার জল আনিতে হ'ত, পুকু অনেক আছে বটে, কিন্তু ঐ একটা মাত্র পুকুরেই যা' হ'ক্ একটু খাবার উপযুক্ত জল ছিল বলিয়া গ্রামের সমস্ত মেয়েরাই ঐ পুকুরে জল আনিতে যে'ত। ঘাটের কাছেই রাস্তাটা ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা বড় হানার মত হওয়ায় লোক জনের ঘাটে নামিতে বড়ই কষ্ট হ'ত, মেয়েদের কথা দূরে থাক অনেক পুরুষ মানুষও পড়ে যেত;—আমরা নিজের দলেই প্রস্তাব কর্‌লাম রাস্তাটী মেরামত করিয়া দেওয়া যাক!—রাস্তা মেরামত করে দেওয়ার পর, অনেকেই আমাদের কাজে উৎসাহ দিলে, কেউ কেউ বা যে টাকা তা'র হাতে পড়ে আছে, তা'ও আমাদিগকে দেবে বল্লে, আবার কেউ কেউ বা খরচা বেশী হয়েছে, আমরাও বুঝি ওতে কিছু খেয়েছি এই রকম আঁচে পাঁচে বলে নাক সিঁ টকালে; আমর কিন্তু গ্রাহ্য কর্‌লাম না, কিছু বল্‌লামও না। যাঁহারা আমাদের উৎসাহ দিলেন তাঁদের বাড়ীতে ভাঁড় বসিয়ে দিলাম,—অনাদায়ী টাকাও কিছু কিছু (অতি সামান্যই) আদায় হ'তে লাগ্‌ল।

এই সময় যাত্রা খোলা নিয়ে একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কেউ বল্লে সব টাকাই যাত্রায় দেওয়া হ'ক, কেউ বল্লে, না, কিছু দিয়ে

পাঠশালার ঘরটী মেরামত ক'রে দেওয়া হ'ক, কেউ বল্লে না একখানা 'পাল' করার বিশেষ দরকার তাই হ'ক্। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হল, সবই যখন করবার দরকার, তখন টাকাটার অনুপাত করে প্রতি বাবে খরচ করা হউক ; তা'তে যদি আবশ্যক মত টাকা না হয়ে উঠে, তখন চাঁদা করে উঠান যাবে। তা'ই হ'ল, সেবার কিন্তু যাত্রায় তিন ভাগ দিয়ে বাকী একভাগ অন্যান্য কাজের জন্য রইল। আমি ২।১ বার বল্লাম যে যাত্রার জন্য অতটা টাকা দিচ্ছ, তার চেয়ে অন্য বাবে আর কিছু বেশী রাখলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে কথা থাকিল না। আমিও তা'দের ঝোঁক বুঝে আর কিছু বল্লাম না।

পর বৎসর অনেকেই বল্লে যে এবার পাঠশালা, পুকুর পরিষ্কার কিছু ঔষধ, আর একটা ছোট রাস্তার কতক অংশ ও ষষ্ঠী-তলাটা মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হ'ক, যাত্রার জন্য একভাগ দিয়ে বাকী তিন অংশ এই সব কাজেই ব্যয় করা গেল। ঐ সব খরচ পত্রের পর আমাদের হাতে একটী টাকা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু এখনও সব টাকা আদায় হয় না এবং আমাদের মধ্যেও যার মতলব মত খরচ করা হয় না সেও বেঁকে বসে। কিন্তু যাই হউক, লোকে হাতে নাতে উপকার পাচ্ছে এই বুঝেই হ'ক্ আর যা'ই হ'ক্, স্রোতটা বন্ধ হ'ল না বরং একটু জোরেই বহিল, কিন্তু ছোট গ্রাম, এ সবে আর কত হ'বে, কাজেই সব কাজ হয়ে উঠ্‌ল না বড় বড় খরচের দিক দিয়ে যেতেই পারা গেল না, আর আপামর সাধারণ সকলেরই যে বেশ একটা তৎপর ভাবে 'শুভেচ্ছা' তা'ও পাওয়া গেল না।

এই সময় ধর্ম্মগোলার কথা কাগজে পড়ি। দু'দশ জনে যুক্তি করে নিজ গোলা হিসাবে নিজেরাই ঘরে হইতে প্রায় ১০০/ মণ ধান জমা করিয়া 'নিজ গোলা' খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কথা রহিল, সময়ে আমাদের ধান পরিশোধ লইতে হইবে, তবে সুদ লইব না, আর যদি

লোকসান হইয়া যায়, যাবে, তাহাতে আর করা যাইবে কি
আমাদের বাড়ি (সুদের) হার গ্রামের অন্য ... বাড়ির কারব
করেন তাঁহাদের অপেক্ষা কম রহিল।

প্রথম বৎসর যাহারা বাড়ি লইল, তাহাদিগকে নান
রকমে বুঝাইয়া পড়াইয়া সাহস দিয়া অনেক যত্নে অনে
কষ্টে ধান দি। স্থায়ী মহাজন ত্যাগ করিয়া আমাদের নিক
আস্‌তে তাহাদের সাহসই হচ্ছিল না, কারণ যদি আমরা আস্‌ছে বৎ
আর না দিতে পারি, তখন তাহাদের স্থায়ী মহাজনও চটিয়া
আমরাও পারিলাম না, সুতরাং তাহারা বিপদে পড়িবে, এই রূপই বুঝাে
হ'ক্, আর যাই হ'ক্, সে বৎসর আমাদের ধান দাদন করিতে বড়ই কষ্ট হ
যাহারা আসিয়াছিল মুলতঃ অল্প সুদের লোভেই আসিয়াছিল; পর বৎ
আমরা বাকী ধান আদায় করিয়া সুদে মুলে প্রায় ... মণ ধান প
(অন্যে হইলে ১৫০ মণ পাইত)—ক্রমেই ধান ব ড়িয়াছে। এ
আমাদের খরিদ্দার খুব, সময় সময় সকলকে দিতেও পারি না—বৎসরে প্র
১০০ মণ ধান সুদই পাই। ক্রমশঃ আমরা আমাদের ধান শোধ লই
বর্ত্তমানে "ধর্ম্মগোলা" নাম দিয়া উহা সাধারণ তহবিলে ছা ড়িয়া দিয়াছি

এখন ধর্ম্মগোলার আয় বছরে দেড় শ মণ ধানে অর্থাৎ প্র
৪০০৲ শত টাকার কম নয়। এই সময় হ ...ই আমাদে
বন্ধুর সংখ্যা বেশী হইতে আরম্ভ হয়। কেহ সাধারণ কার্য্যের ক্ষতিকার
কিছু করিলে 'ধর্ম্ম-গোলা' হইতে ধান্যাদি পাইবে না—এইরূপ নিয়
থাকায় বড় কেহই একটা, হঠাৎ সাধারণের স্বার্থের বিপক্ষতাচরণ করে না

দশের দোকানও ঐ একরূপেই—নিজ দোকানভাবেই—আরম্ভ
কন্থি, পারে সাধারণ তহবিলে ছেড়ে দি। তবে ইহাতে আর সুদের কথা

নাই—তাই কম লাভ লই এবং জিনিষ ও জিনিষের ওজন ঠিক দি। ক্রমেই খরিদ্দার বাড়িতে থাকে। পরে আমরা লবণটা সর্ব্বসাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য বলিয়া নিয়ম করি যে, স্ব-গ্রামবাসীমাত্রেই বাজারের চলিত মূল্য অপেক্ষা ১৲ টাকা কম মূল্যে আমাদের নিকট লবণ পাইবে। অবশ্য তাহাতে আমাদের খরিদ দামও পোষায় না, লোকসান হয়। ঐ লোকসান পূর্ব্বে ধর্ম্ম-গোলার আয় হইতে পূরণ করিয়া লইতাম; কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা দোকানের লাভের ও ধর্ম্ম-গোলার লাভের টাকা হইতে, একটি সেঁচের পুষ্করিণী বন্দোবস্ত লইয়া তাহার পঙ্কোদ্ধার করতঃ তাহাতে মাছ লাগাইয়াছি (ঐ মাছও আমরা গ্রাম বাসীকে, কিছু কম মূল্যে দি)। ঐ মৎস্যবিক্রয়ের টাকা হইতেই বর্ত্তমানে দোকানের লোকসান পূরণ করিয়া লই—অথচ তাহাতে কাহারও গায়ে লাগে না। বর্ত্তমানে আমাদের দোকানে গ্রামবাসীরা খাবার জন্ত (ব্যবসার জন্ত নয়) চাল, লবণ, সরিষার তৈল ও খইল ১৲ টাকা কম হারে পান। অন্ত গ্রামবাসীকেও চাউল, লবণ ও খইল দি। দোকানের মোটের উপর যাহা লাভ হয় তাহা হইতেই পোষাইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ পুষ্করিণীর আয় হইতে লোকসান পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রতি পুষ্করিণীর জন্ত একজন হু'জন মালীর ব্যবস্থা করেছি। পুকুরের পাহাড়ে যে তরীতরকারী হয়, তাই থেকেই তাদের খরচ উঠে যায়। মালী না পাওয়ায় একটা পুকুরে, গ্রামেরই এক চাষীর সঙ্গে ভাগে ব্যবস্থা করেছি। সে মাছও আগ্‌লায়—তরী-তরকারীও উৎপন্ন করে।

পুষ্করিণীর ঐরূপ আয় দেখে আরও ৪টী পুষ্করিণী জমা নিয়ে পঙ্কোদ্ধার করিয়েছি। একটা গাঁয়ের পূর্ব্বদিকে বড় দিঘী নেবার কথা হচ্ছে। একটা পুকুর থেকে গ্রামের যাবতীয় লোকের চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া

হচ্ছে ; তার নতুন নাম হয়েছে 'ট্যাক্স পুকুর'। কম সুদে ঋণের দাদন হচ্ছে নিয়ম আছে, যদি কেহ কোন সাধারণের কাজের কিছু ক্ষতি করে তাহা হ'লে তাঁর ট্যাক্স প্রভৃতি আর সাধারণের টাকা হ'তে দেওয়া হবে না।—তাই কেউ কোন প্রকার ক্ষতি নিজেত করেই না, যদি কেহ করতে যায় অমনি দশজনে তাকে বিহিত শাসন করে, লজ্জা দেয়—এখন সকলেই মনে করে যে, সমস্ত সাধারণ-সম্পত্তিই যেন তার ব্যক্তিগত নিজের সম্পত্তি।

ভাই সেইদিন আর এই দিন! এখন আমরা গাঁয়ের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ শ' ছয় শ' টাকা খরচ করি, আর সঞ্চয়-তহবিলেও (Reserve) বৎসরে খুব কম হলেও প্রায় ৫০০৲ টাকা জমা রাখি। হাতেও প্রায় ৬।৭ হাজার টাকা হয়েছে। এক দোকানের লাভই প্রায় হাজার টাকার উপর। ১০০ শত গৃহস্থ ৫ শত লোক। সর্ব্বরকমে খুব কম করে ধরলেও ফি লোক পিছু মাসিক ৩৲ টাকার কমে আর চলে না। ১৲ টাকা চালের জন্য গড়ে বাদ দিয়াও (কারণ চাল অনেকেরই ঘরে আছে, খুব কম লোকেই কিনিয়া খায়) ২৲ টাকা ধরলেও বার্ষিক ১২০০০৲ টাকার আমদানী রপ্তানী গাঁ হতেই হয়। এক ধানই প্রায় ত্রিশ পৌটী (৬০০০৲।৭০০০৲ টাকার) রপ্তানী হয় এবং জামাকাপড় লোকপিছু ৫৲ টাকা বার্ষিক ধরলেও ২০০০।২৫০০৲ টাকার আমদানী হয় —(তাও সকলে এখানে নেয় না, যাহারা বিদেশে থাকে তারা প্রায় বিদেশ থেকেই আনে)। শত করা ১০৲ টাকা লাভ নিয়েও (অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আরও বেশী নেয়), খরচ-খরচা বাদে বর্ত্তমানে আমাদের লাভ বছরে হাজার টাকার কম নয়।

[আগেত আর চরকার ও বাড়ীতে তুলার কাপড়ের কথা জানিতাম

না। এখন আমরা সব বাটীতেই তুলার গাছ লাগিয়েছি এবং চরকা বসিয়েছি আর নিয়ম করেছি, আস্‌ছে পূজার সময় হ'তে খদ্দর না পরিধানে থাকলে, ধর্ম্ম-গোলা হ'তে কম হারে ধান, ধর্ম্মঋণ থেকে কম সুদে নগদ টাকা, দোকান থেকে চাল, নুন, তেল, খইল বা দশের পুকুর থেকে কম হারে মাছ কিছুই পাওয়া যাবে না।—এতে খুব কাজ হচ্ছে—প্রায় বাটীতেই কাপড়ের উপযুক্ত সূতা হচ্ছে। তুলা এখনও হয় নাই, বাজার থেকে কিনেই চলছে; কিন্তু খুব আশা আছে, আসছে বছর আর কিনতে হবে না। প্রথমে মনে হয়েছিল কাপড়ের আমদানী যদি কমে যায়, তা হলে বোধ হয় দোকানের লোকসান হবে; কিন্তু ভেবে দেখেছি লোকের অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, তা হ'লে খাবার জিনিস ও অন্যান্য জিনিস বেশী বিক্রি হবে—এতেই পুষিয়ে যাবে।]

এখন আমাদের গ্রামের লোককে ঘর থেকে পাঠশালার বেতন লাগে না, ঔষধের চাঁদা লাগে না, চৌকিদারী ট্যাক্স লাগে না, দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়, রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে, খুব ধুম ধামে বারোয়ারী পূজা হয়। গান বাজনারও দল করেছি। মামলা মোকর্দ্দমা একরকম নাই বল্‌লেই হ'ল। জল হয়েছে, চাষের পুকুরেও জল থাকে। বল্‌তে কি সকল রকমেই গ্রাম খানির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

এইবার চেষ্টা করছি আমাদের গাঁয়ের নিতান্ত পেটের দায়ে যাঁরা দূর বিদেশে চাকরী করেন, তাদের জন্য ছোট ছোট কল কারখানার মত কিছু করা যায় কি না। শুন্‌ছি নাকি গৃহ-শিল্পের রকমে দেশলাই তৈয়ারীর হাত-কল হয়েছে? কি রকম হয়েছে একটু কষ্ট করে খবরটা জেনে আমায় লিখো। আমি গিয়ে তার ব্যবস্থা করব। সাধারণ তহবিলে অনেক টাকা জমা হয়েছে, সেটাও খাটাবার একটা পথ হ'বে।

অনেককেই চিঠি পত্র লিখেছি, দেখি যদি কোন সুবিধা পাই। এইবার গাঁয়ের ছেলেকে গাঁয়ে ফিরিয়ে আন্‌তে পারলেই—আমার জীবনের কাজ সমাপ্ত হয়।

একবার আস্‌বে না ভাই? যে পল্লী-স্বর্গের কথা আমরা কত দি[illegible] সেই বকুল তলায় বসে একসঙ্গে ভাব্‌তাম, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কি[illegible] ভাবে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে একবার দেখে যাবে না ভাই?

চিঠি খানা বড্ড লম্বা হল—না? কিন্তু সবটা না বলে যে থাকতে[illegible] পারি না। হ্যাঁ, একটা কথা লিখ্‌তে ভুলেছি। কাজ আরম্ভ করার পা[illegible] বৎসর পরে আমাকে পেটের দায়ে চাকরী নিয়ে বিদেশে যেতে হয়। ত[illegible] শনিবারে রবিবারে ছুটির সময় বাড়ী এসে তদারক করতাম। আমা[illegible] যে সঙ্গীটী গাঁয়ে ছিল সেই সব দেখত শুনত। মনে ভয় ছি[illegible] বুঝি আমার সঙ্গেই সব সাঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয় নাই ক্রমশঃ এখন[illegible] লোকের মতি গতি এমন হয়েছে, একটা স্রোত এমন ভাবে বয়েছে, যে[illegible] আমার মৃত্যুর পরেও আর এ জিনিস নষ্ট হবে না। তখন ছিলাম একা[illegible] এখন হয়েছি সবাই। তোমায় কথায় বলতে গেলে 'কর্ম্ম ব্যষ্টিতে আরম্ভ[illegible] হয়ে সমষ্টি পেয়েছে।' আমি এখন সে চাকরী ছেড়ে এসে দশে[illegible] দোকানেরই চাকরী করছি। সেখানে যা পেতাম এখানে তার চে[illegible] নগদ টাকা কম পেলেও আমরা সকলে 'সরল ভাবে সর[illegible] জীবন যাপন[illegible] করায় মোটের উপর কোন কষ্ট নাই। ইতি—

তোমারই—

ভোলা গোঁসাই

পুঃ—দাদনবাবের সব টাকা গ্রামে খাপেনা, তার জন্তে মনে কর[illegible] যে শিল্পের উন্নতির জন্ত যে সব mill বা কল কারখানা হচ্ছে তা[illegible] কিছু অংশ share কিনে রাখব। এতে দেশীয় শিল্পোন্নতি[illegible]

সাহায্য করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু আয়ও হবে, আর তোমরা 'সহরে' লোক তোমাদের সঙ্গেও কিছু সম্পর্ক রাখা হবে। যদি কোন ভাল কারবারের share পাও যেমন—ডাঃ পি, সি, রায়ের বেঙ্গল কেমিকেল, বঙ্গলক্ষ্মী কিম্বা মোহিনী মিলের বা যে কোন পাটের কলের কিম্বা যে কোন কারবারের যাতে ভাল লোক আছে, আমায় লিখো। নূতন কারবার হলেও আপত্তি নাই। কেন না যদি লোকসানও হয়, তাতেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু টাকা আর কে ফেলে দিতে চায় ভাই,—সেই জন্যই যাতে বুঝবে কাজের লোক আছে, তারই সংবাদ আমায় দিতে ভুলো না। আমরা দূরে থাকি, সব সময় সবটা পাই না বলেই তোমাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছি। ইতি। —ভোলা

পত্রখানি একটু হিসাব করিয়া পড়িলেই আমরা কিরূপে কম লইয়া বেশী দিতে পারিব, তাহা জানা যাইবে। [অন্যান্য সংবাদ 'নক্সা হাঁসিল' অধ্যায়ে দেখ। যদি একটা গ্রামে হইয়া থাকে, আমাদেরই বা না হইবার কারণ কি? ধৈর্য্য, আগ্রহ ও আন্তরিকতা থাকিলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এইবার গ্রাম্য তহবিল ব্যবস্থিত করবার কথা বলি:—

গ্রাম্য তহবিল।

প্রায় প্রতিপল্লীতেই এইরূপ (মামুলীবাবের) সাধারণ তহবিল আছে; কিন্তু তাহা কেন্দ্রীভূত নাই অর্থাৎ তাহার ব্যবস্থা নাই,—হয়ত বা সেটা যিনি আদায় করিলেন তিনিই তাহার মালিক হইয়া গেলেন, কিম্বা তাঁরই একটা মনোমত কাজে ব্যয় করিয়া দিলেন। হয়ত বা কাহারও কাছে কিছু টাকা আছে, কোন কাজের সময় চাহিতে যাওয়ায় বলিলেন, 'যে কাজের জন্য টাকা চাচ্ছ, সে কাজে আমার মত নাই, ওতে টাকা দিব না; কিম্বা, তোমাকে দিব কেন হে বাপু, কেন, আমি কি কেউ নই?

কিম্বা অমুকের কাছে যে টাকা আছে তাহা আগে আদায় কর, তারপরে আমার কাছে এস,—এইরকম কত কথাই আর কি? হয়ত বা দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তখন হাতে নাই, নানারকম ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন। আবার প্রায় প্রতিপল্লীতেই দলাদলী আছে, এক দলের লোক হয়ত অন্য দলের প্রস্তাবিত কাজে টাকা দিতে কিছুতেই রাজী হবে না। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই এ সব বাধা দূর করা যায়।—আয়ের শৃঙ্খলা করা যায়। কিসে কি হইবে বলছি—

ইহার মূলমন্ত্র— অতীতের টাকা—ধর্ম্মে হয় দিও, না হয় না দিও। অতীতের টাকা আদায়ের জন্য কাহাকেও কোন কড়া কথা বলিবে না, বা জোর জবরদস্তিও করিবে না। নিজেদের ভিতরও যদি কেহ তখনই দিতে না পারেন, তাঁহাকেও তাগাদা করিবে না। কারণ দশের কাজের জন্য একটা ব্যক্তিগত মনোমালিন্য হয়, এমন কাজ কখনও করিতে নাই। সাবধানে কাজ করিতে পারিলে কাজও হইবে, ব্যক্তিগত মনোমালিন্যও ঘটিবে না। কি করিয়া তাহা সম্ভব হয়, পর অধ্যায়ে 'রাস্তা চাপানর' কথা বলিবার সময় তাহা বলিব।

ভবিষ্যতে যেন, অন্ততঃ তোমরা যে কয়জন অগ্রণী হইয়াছ, তোমরা এবং তোমাদিগের সহিত যাহাদিগের নানা কারণে বাধ্যবাধকতা আছে তাহাদিগের মধ্যে যে কয়জনকে পাও (কারণ এমন সকলকে প্রথমে পা'বে না) সেই কয়জনে মিলিয়া নিয়ম কর—আজ হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে টাকা আমরা কাহারও কাছে রাখিব না। যখন যে টাকা পাইব, স্থানীয় ডাকঘরে (Postal Savings Bankএ) রাখিব। নিম্নসংখ্যা চারি আনা হইলেই বই খোলা যায়; তবে সাধারণের টাকা রাখিতে হইলে পূর্ব্বে Post master General এর নিকট অনুমতি লইতে হয়;

(আবেদন-পত্র —পরিশিষ্টে দেখ)। আজই দরখাস্ত করিয়া দাও, দেরী করিও না। শুভস্য শীঘ্রং।

যিনি সাধারণ তহবিলের ধনাধ্যক্ষ হইবেন—অর্থাৎ যাঁহার নামে বই খোলা হইবে—বই তাঁহার নিকট থাকিবে না—অন্যের নিকট থাকিবে। বরাবর যে একজনের নামেই বই থাকিবে বা রাখিতে হইবে তা' নয়। সাধারণ ইচ্ছা করিলে, যখন ইচ্ছা একের পরিবর্ত্তে অন্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন। যাঁহারা প্রায়ই গ্রামে থাকেন, এমন ব্যক্তিকেই ধনাধ্যক্ষ করা উচিত।

প্রথমে কাজটির জন্য কত টাকা চাই, তাহা স্থির না করিয়া টাকা উঠান হইবে না। সকলের বিনা-অনুমোদনে একায়েক কেহ টাকা উঠাইবেন না। কত টাকা উঠাইতে হইবে তাহার বিবরণ একখানি পাকা খাতায় লিখিয়া রাখা ভাল।

অনেক সময় হঠাৎ, টাকার আবশ্যক হয়। সুতরাং ধনাধ্যক্ষ্যের নিকট অবস্থানুসারে ২।১০ টাকা আমানৎ জমা রাখা ভাল। হঠাৎ আবশ্যক হলে তিনি খরচ চালাবেন, পরে পাকা হিসাবে ভুক্তান করে নিলেই চলবে।

কোন কার্য্যসম্বন্ধে 'সিদ্ধান্ত করিবার সভা' প্রথমেই প্রকাশ্য স্থলে করিবে না। নিজেরা আগে ঘর ঠিক করিয়া লইবে, তারপরে যাহা ঠিক করিয়াছ তদনুসারেই কার্য্য করা উচিত বোধ হইলে তাহাই করিবে,—নচেৎ দশজন মিলিয়া কেবল একটা হট্টগোল হইবারই বেশী সম্ভব। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে (তোমাদের নিজেদের সভার অন্তে) দশজনকে (গ্রামে ঢেরা দিয়া) 'দশের কোন জায়গায়' কোন একটা 'নির্দ্দিষ্ট সময়ে' সম্মিলিত হইতে বলিবে। ইহাতে 'আমাকে কেহ বলে নাই', 'আমি জান্‌লে বলতাম' 'ওঁরা করছেন, ওঁরাই করুন, আমাদের দরকার কি ?'—

এরূপ সব অভিমানের অবসর থাকিবে না এবং কিছু বলবার থাকলে তাও বলতে পারবেন। আপত্তি সঙ্গত হলে, চাই কি তোমাদের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে নিতেও হতে পারে। 'ভোট'—প্রথায় কাজ করবে।

সিদ্ধান্তসভার কথা কোন রকমে কারুর কাছে বলবে না—'রামের মত ছিল না, আমি বলতেই হ'ল; হরি বুঝতেই পারে নাই, রহমান বুঝিয়ে দিলে; ভোটে আমরা আর একটু হলেই জিতেছিলাম, কেবল ভূপতি না আসাতেই গণ্ডগোল হয়ে গেল;—এই রকম সব কথা, কিম্বা কি বিষয়ে কি কথা হ'ল, কি সিদ্ধান্ত হ'ল—কোন কথাই আর তুলবে না, জিজ্ঞাসিত হলেও তাঁর অভিমান ক্ষুণ্ণ না করে কৌশলে এড়াইয়া যাবে, নিজেদের ভেতরও এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করবে না।

টাকার হিসাব সকলেই যেন দেখিতে পান,—প্রকাশ্য স্থলে টাঙ্গাইয়া দিবে। কেউ চা'ন বা না চা'ন জমাখরচ দিতে তোমরা বাধ্য—একথা মনে রাখিবে। তোমরা সাধারণকে স্বেচ্ছায় প্রভু স্বীকার করিয়া লইয়াছ, সাধারণের সম্পত্তির তোমরা (trustee) অছি-মাত্র; সুতরাং জবাবদিহি করিতে বাধ্য, এইরূপ ভাবই মনে থাকা উচিত। এতে ক্রমেই শ্রদ্ধা পাবে। এতে অপমান হবে না, বরং মান বাড়বে।

টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাবধানে কাজ করতে হয়—প্রাণে সৎ ও ব্যবহারে সৎ হওয়াই বিশ্বাস-অর্জ্জনের একমাত্র সদুপায়।

পরামর্শ—টাকা আদায়ের ভার, যাঁদের উৎসাহ আছে, দশ জনের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আছে, তাঁদের উপর রাখাই ভাল। ডাকঘরের 'পাশ' বই খুলে দেবার জন্য দরখাস্ত কর। একটা সামান্য নালা হতেই একটা নদীর সৃষ্টি—ক্রমশঃ বারে বারে জমা দিতে দিতে 'জমা দেওয়াটাই' প্রথা হয়ে দাঁড়াবে;—দেরী করো না।

নক্সা হাঁসিলের—পরামর্শ।

অন্যত্র কোন জায়গা হইতেই কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে না, এই ভাবিয়াই কাজ আরম্ভ কর। তবে সময় সময় লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি হইতে সামান্য কিছু সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা এইমাত্র। কারণ সকল 'বোর্ডেরই' অভাব বেশী—টাকা কম। সুতরাং বোর্ড প্রভৃতির উপর নির্ভর করা চলিবে না—গ্রাম হইতে কিছু টাকা না দিতে পারিলে ত, বোর্ডের সাহায্যের আশা বড়ই কম। গ্রামে চাঁদা চাহিলেও গোল হইবে—সুতরাং অর্থ-উৎপাদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি।

কিরূপে অপব্যয় নিবারিত হইয়া অর্থ-উৎপাদিত হইবে তদ্বিষয়ে 'তুলা চরকা', 'দেশ জাত দ্রব্য ব্যবহার', 'দশের দোকান', 'ধর্ম্ম-গোলা' প্রভৃতির বিষয়, (তত্তৎ স্থলে সবিশেষ দেওয়া আছে) পাঠ করুন।

এইবার আমরা নক্সার প্রতি পদটী কি কি কৌশলে, কম খরচে হাঁসিল হইবে এবং সে সম্বন্ধে পরামর্শই বা কি তাহাই দেখিব।

চলাচল ও সংবাদ সম্বন্ধীয়—

(Communication.)

রাস্তা—ডাকঘর—টেলিগ্রাফ—রেল বা ষ্টীমার ষ্টেসন।

রাস্তা—

গ্রামের···(১) ভিতরকার···
(২) গ্রামান্তর যাইবার।

গ্রামান্তর যাইবার রাস্তা তিন প্রকার—
(১) আইল
(২) গো-পথ
(৩) শরক বা বড় রাস্তা

(১) গ্রামের ভিতরকার রাস্তা—

গ্রামের ভিতরের রাস্তার বিপদ এই, কোন সুবিধা পাইলেই রাস্তার ধারে যাহাদের জায়গা তাহাদের মধ্যে অনেকেই একটু চাপাইয়া লইয়া নিজের সীমানা বৃদ্ধি করিয়া লয়।

চাপান হইয়া গিয়াছে :—যাহা পূর্ব্বেই চাপান হইয়াছে বর্ত্তমানে তাহা আর বিনা নালিশে উদ্ধার হওয়া শক্ত; আবার নালিশ করিলেই যে উদ্ধার হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে নালিশ ফরিদ না করাই ভাল। পরে সুবিধা হইলে যাহাতে (পিতা পিতামহ আমলের কথা বাদ দাও, অন্ততঃ তিনি যাহা চাপাইয়া লইয়াছেন) তাহাই ছাড়িয়া দেন, সেই দিকে কৌশলে তাঁর প্রবৃত্তি লওয়ানই যুক্তি।

পরামর্শ—তোমরা যদি কেহ চাপাইয়া লইয়া থাক, ছাড়িয়া দাও,

তোমাদের নিতান্ত অনুগত বা আত্মীয় বন্ধুদিগকেও অনুরোধ করিতে পার, যদি ২।১০ টা এরূপ কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে হয়, দেখিবে ক্রমশঃ অন্য লোকেরও ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি হইবে—আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা ছাড়া এ বিষয়ের উপায়ও নাই।

চাপান হইতেছে ঃ—কেহ নূতন করিয়া চাপাইয়া লইতেছেন এরূপ স্থলে, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা; কিন্তু এই সময়ে 'পাত্র নির্ব্বাচন' বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। যাঁহার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য আছে এমন ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠাইবে। কিম্বা সে ব্যক্তি যাঁহার সহিত নানাকারণে বাধ্য তাঁহার বলাই ভাল। হঠাৎ নিজেরাই বলিতে যাইও না এবং প্রকাশ্যস্থলে তাঁহাকে কিছু বলিয়া তাঁহার জিদ বাড়াইয়া দিও না। 'বাধ্য হইয়া' করিতে হইতেছে জানিলেই মানুষের জিদ বাড়িয়া যায়। যদি তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তির কোন বিশেষ সুহৃৎ থাক ভালই, নচেৎ অন্য কোন লোককে আগে বাস্তবিকই চাপিয়াছে কি না তাহার সহিত দেখিয়া, পরে তাঁহাকে বলিতে বলিবে। বিশেষ সুহৃৎ বা আত্মীয়ের দ্বারা বলানর উদ্দেশ্য এই যে, "কে চাপিয়াছে বলিতেছে বল ত শুনি"—এই কথাই আগে আসিবে,—নাম জানিতে পারিলেই ব্যক্তিগত মনোমালিন্য আরম্ভ হইবে, কাজটাও শেষ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিবে না। আত্মীয় তোমাদের নাম না করিলেই মনোমালিন্যের সম্ভবনা কম। আত্মীয়কে বলিবার সময়ও তোমাদের মধ্যে যাহার সহিত উক্ত আত্মীয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, গোপনে সেই-ই সেই আত্মীয়কে বলিও—দল বাঁধিয়া বলিতে যাইও না। যিনি চাপাইতেছেন তাঁহাকে যিনিই বলুন খুব ধীরভাবে এবং বিনয়সহকারে তাঁহার মেজাজ বুঝিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে। তুমিই যেন গ্রামের অভিভাবক এ ভাবে বলিতে যাইও না। শত্রুপক্ষীয় বা পূর্ব্ব হইতেই যাহার সহিত মনোমালিন্য আছে এমন ব্যক্তি কদাচিৎ

তাহাকে বলা বা সেইস্থানে দাঁড়াইয়া মাপ জোপ করা বা যে কোন রকমে প্রকাশ পায় যে শত্রুপক্ষীয়েরা বাধ্য করিয়া আমাকে করাইতে আসিতেছে—এমন কাজ করিবে না, ইহাই সকলের অপেক্ষা সদ্‌যুক্তি। এই বলিবার পাত্র নির্ব্বাচনের দোষেই কত সময় যে তোমার গ্রামেই কত কাজ হইতে হইতেও হয় নাই,— পক্ষান্তরে তুমুল ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বলান সত্ত্বেও যদি তিনি ছাড়িয়া না দেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তোমার গ্রাম হইতে আর ইহা মিটিবে না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের যাঁহারা এ সব কাজ করিতেছেন খুব গোপনে তাঁহাদিগকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিবে এবং যাহাতে তাঁহারা ২।৪ জন তোমার গ্রামে আসিয়া, স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করেন, সেইরূপ করিতে অনুরোধ করিবে। যত দূর সম্ভব, পুরাতন চিহ্নাদি কোথায় কোথায় আছে তাহাও বলিয়া দিবে।

ভিন্ন-গ্রামবাসীরাও যেন তোমার গ্রামে আসিয়া সেদিন তোমাদের বাটীতে না যান বা 'অমুককে ডাকহে' এরূপ না বলেন। করিলে মনোমালিন্য হইবে এবং তাঁহারও জিদ বাড়িয়া যাইবে—চক্ষুলজ্জা বশতঃ যাহা হয়ত হইতেও পারিত, তাহা আর হইবে না। তাঁহারা যে ঐ উদ্দেশ্যেই গ্রামে আসিয়াছেন, তাহাও যেন প্রকাশ না করেন। হঠাৎ যেন এদিকে আসিয়াছিলেন একবার উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেছেন এই আর কি। ক্রমশঃ কথায় কথায় কথা তুলিয়া তাঁহারাই যেন উহার মীমাংসা করিয়া দিয়া যান (মুখে বলা নয়—কাজে একেবারে সীমানা আদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যান।) তোমরা কোন সময়ের জন্যই সেখানে উপস্থিত থাকিও না বা দূরে দাঁড়াইয়া থাকিও না—সে সময়ের জন্য সে পাড়া পরিত্যাগ করিবে। যদি

তোমাদিগকে ডাকিতে পাঠান, যাহাকে ডাকা হইবে সেই-ই আসিও, ২।১০ জন মিলিয়া দলপুষ্ট হইয়া আসিবার আবশ্যক নাই।

ইহাতেও যদি না মানেন এবং বাস্তবিকই সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়। তখন কাজেই বাধ্য হইয়া অগত্যা Village Union Boardএর নিকট কিম্বা Sub Divisional Magistrate এর নিকট জন কতক গ্রামবাসীর সহি সম্বলিত দরখাস্ত করিবে। (Sec. 133 Criminal Procedure Code.) যত দিন না বিচার শেষ হয় যাবৎ (Temporary Injunction) করাইয়া কাজ বন্ধ করাইয়া দিবে। এতৎ সত্বেও বলাবল বিচার না করিয়া হঠাৎ নালিশ করিতে যাইও না—ঠকিবে।

অনেক সময় সোজা বা টালের আপত্তি হয়। কিন্তু সোজাই যে হইবে এমন কোন কথা নাই। উভয় পক্ষেরই কোন বিশেষ অসুবিধা না হয়—এইরূপ ভাবে কাজ করিবে। ব্যক্তিগত বিশেষ অসুবিধাও যাহাতে না ঘটে তাহাতেও দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মীমাংসার তা-ই-ই রীতি।

ভবিষ্যতে—কেহ যেন সীমানা লঙ্ঘন না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান রাস্তাগুলির একটী (Survey) নক্সা করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। Survey নক্সা করানও বেশী কিছু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়—১০।১৫ টাকার মধ্যেই হইতে পারে। Local Board (লোকাল বোর্ডের) এর Overseer (ওভার সিয়ার) মহাশয়ের সহিত বন্দোবস্ত করিলেই হইবে। পরে নক্সা হইয়া যাওয়ার পর, ঐ মূল নক্সার নকল গ্রামে ৮।১০ খানি ৮।১০ জন লোকের নিকট থাকা ভাল। কারণ এক খানিতে কোন প্রকার কেহ সন্দেহ করিলে অন্যগুলির দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারিবে। যাঁহারা এই নক্সা রাখিতে চাহিবেন, তাঁহারা কিছু কিছু দাম দিলেই survey করানরও কিছু খরচ উঠিয়া আসিবে; আর ইহা আদালতেও সময়বিশেষে প্রমাণস্বরূপ

ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া অনেকে লইতেও আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। অনেক সময় বাঁশের খোঁটা প্রভৃতি দিয়া সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নানা কারণে উঠিয়া যায়। আমাদের মতে ভবিষ্যৎ সাবধানার্থে Survey নক্সা করানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

(১) গ্রামান্তর যাইবার রাস্তা—

(১) **আইল পথ**—জমির বাঁধ দিয়া মানুষ যাতায়াতের পথ। পাশাপাশি দুইটী লোক চলিতে পারে না। এ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার নাই। কারণ ইহা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সর্ব্বসাধারণেই করিয়া থাকে। সব সময় যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়াই চলাচল হয় তাহাও নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে স্থায়ী ভাবে কিছু করাও যায় না।

(২) **গো-পথ** বা গোবৎ অন্য নাম **ডহর**।

পরস্পর গ্রামান্তরে যাইবার জন্য গো-গাড়ী চলাচল করিতে পারে—এইরূপ রাস্তা প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে এবং শেষে হয়ত কোন নিকটস্থ ডিঃবিঃ (ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড) রোড বা লোকাল বোর্ড রোডে আসিয়া মিশিয়াছে।

বহুদিন যাবত সংস্কার না থাকার দরুণই হউক, অথবা লোকে মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া জমিতে পরিণত করার দরুণই হউক বা জলনিকাশের বন্দোবস্ত (পুল) প্রভৃতি না থাকার দরুণই হক—বর্ষার সময় হইতে ফসল উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত (আষাঢ়—পৌষ) এইরূপ রাস্তায় গাড়ী চলাচল করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এইরূপ রাস্তাই বহু গ্রামের সম্বল। Local Boardএ ইহাদের নাম Fair weather Road.

ইহার মধ্যে স্থানীয় Local Board (লোকাল বোর্ড) কতকগুলি

রাস্তাকে তাহাদের (Schedule) তালিকা ভুক্ত করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখেন, সেগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু বাকী রাস্তাগুলির গ্রাম বাসীদেরই উপর নির্ভর। তবে দরখাস্ত করিয়া বিশেষভাবে অসুবিধার কথা লোকাল বোর্ডকে জানাইলে, তাঁহারা সংস্কারের জন্য কিছু কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়া থাকেন। কোন কোন রাস্তা লোকাল বোর্ডের তালিকাভুক্ত, লোকাল বোর্ড অফিসে খোঁজ করিলেই জানিতে পারা যাইবে। (কি ভাবে দরখাস্ত করিতে হয়—পরিশিষ্টে নমুনা দেখ।)

তোমাদের দরখাস্ত পাইবার পর, টাকা দেওয়া উচিত কি না, রাস্তার বাস্তবিক অবস্থা কি ? কত টাকা দেওয়া উচিত—এই সব দেখিবার জন্য বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অনুসন্ধানে আসিবেন। (কোন কোন স্থলে কর্ম্মচারী আসেন না, দরখাস্তকারীদের কথার উপরই নির্ভর করিয়া টাকা মঞ্জুর করিয়া দেন)। যতদূর সম্ভব ভদ্রতা ও বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার দেখাইয়া আনিবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার যেন খাওয়া, থাকা প্রভৃতির কোন কষ্ট না হয় তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিবে। [উনি সরকারী কর্ম্মচারী, সরকার হইতে বেতন পান, এ সব ত উহঁার কর্ত্তব্যের ভিতরই, তবে আর আমাদের ওসব দেখিবার আবশ্যক কি ?—এরূপ কখনও মনে করিবে না। তিনিও মানুষ, কল নন ; সুতরাং তাঁর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিয়া তাঁকে তোমাদের দলে পাইবে না—ইহা স্মরণ রাখিও।]

তাঁর রিপোর্ট (report) হইয়া গেলে, টাকা মঞ্জুর হওয়ার পর, এক্ষণে ঐ টাকাটা যাহাতে কোন সৎ ঠিকাদারের হাতে পড়ে এমন চেষ্টা করিবে এবং কতদূর কি হইতেছে তাহার সর্ব্বদা তদারক করিবে। নিজেরা (প্রথম প্রথম) ঠিকা লইয়া কাজ করিতে যাইও না—অনেক কথা উঠিবার সম্ভব।

যেখানে রাস্তাটীর কতক অংশ অন্যায়পূর্ব্বক আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে, সেখানে যাহাতে জমিদারের সাহায্য পাও তাহার চেষ্টা করিবে। জমিদারের নিকট গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলাই ভাল। নচেৎ S. D. O. এর সাহায্যের জন্য, ২।১০ জন মিলিয়া S. D. O. এর নিকট গিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিয়া 'যাহাতে হয়' সেইরূপ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবে। তোমাদের একান্ত ইচ্ছা ও অধ্যবসায় দেখিলে তিনি যেমন করিয়াই হউক কার্য্যোদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে বিনাখরচে সাফল্যের পনের আনা সম্ভাবনা জানিও। নচেৎ নালিশ করিয়া পুনরুদ্ধার করা অনেক ঝঞ্ঝাট, বর্ত্তমানে তাহা পারিয়া উঠিবে না। (পরে, আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে নালিশের আবশ্যকই হইবে না)—সুতরাং ও রাস্তায় হঠাৎ যাইও না। নিতান্ত অগত্যাস্থলে ডিঃ বিঃ দ্বারা acquire করিতে হইবে। ডিঃ বোর্ডের ব্যাপারও এতদনুরূপ। যাহাতে স্থানীয় মেম্বর তোমাদের জন্য চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেশ্যে মেম্বর মহাশয়ের নিকটও যাইবে। (বর্ত্তমানে কে কে ডিঃ বোর্ডে বা লোকাল বোর্ড মেম্বার আছেন, স্থানীয় লোকাল বোর্ড আফিসে খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে)। প্রতি সবডিভিসনেই লোকাল বোর্ড আফিস আছে।

রাস্তাটী যাহাতে বোর্ডের তালিকাভুক্ত হয় তজ্জন্য দরখাস্ত করিবে, স্থানীয় মেম্বারের দ্বারা একটু বিশেষভাবে—চেষ্টা করাইবে। তাঁহার নিকট বারে বারে যাওয়াই চক্ষুলজ্জা ও বাধ্য-বাধকতার কারণস্বরূপ হইবে। পুরাতন রাস্তাও ঐ একই উপায়ে তালিকা-ভুক্ত (Seheduled) করান যায়, (দঃ—পরিশিষ্ট দেখ)।

পরামর্শ—নিজেদের জমিজায়গা হইলে, বিনামূল্যে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছ এ কথা বোর্ডকে জানাইবে। সংগ্রহ (acquire) করিতে

হইলে কিছু টাকা বোর্ডকে দিয়া তোমাদের যে বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহা প্রমাণ করিতে হয়। কিছু টাকা দিবার চেষ্টা করিবে।

গ্রামে সাধারণের মধ্যে যতদিন ৩ ভাগ ব্যক্তি তোমাদের পক্ষে না হন ততদিন কেবল সংস্কার ছাড়া কোন জমি প্রভৃতি (Recover করিতে) পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিও না। অন্যথায় মামলামোকর্দ্দমায় জড়াইয়া পড়িবে এবং শেষে হয়ত ঠকিবে।

(৩) শরক বা বোর্ডের রাস্তা—

বোর্ড হইতেই ইহার তত্বাবধান হয়। কোন স্থলে ঠিকাদারের কু-মতলবে রাস্তার সংস্কার না হইলে বা কোনওরূপে রাস্তার ক্ষতি হইলে রাস্তার নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাও দরখাস্ত করিতে পারেন। অনুসন্ধানের দিন উপস্থিত থাকিয়া কোথায় কি হয় নাই বা হইয়াছে বিশেষভাবে তদন্তকারী কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া দিতে হয়।

নূতন রাস্তা—করাইয়া লইতে হইলে, বোর্ডের স্থানীয় সভ্যের সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক। সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দরখাস্তে কত জন অধিবাসীর, কতগুলি গ্রামের, সুবিধা হইতেছে তাহা, এবং তোমরা যে অন্ততঃ তোমাদের যে সব জমি যাইবার সম্ভব তাহা বিনামূল্যে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছ এবং আরও কিছু নগদ টাকাও অন্য জমি সংগ্রহার্থে দিতে রাজী আছ তাহাও বোর্ডকে জানাইয়া দরখাস্ত করিবে।

পরামর্শ—নিজেরা জমি ও কিছু টাকা দিতে না পারিলে, হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তবে মেম্বর বিশেষ

প্লাটফর্ম্ম, (Plat-form) কিম্বা (Waiting room) বিশ্রাম ঘর সম্বন্ধে ঐ একই কথা। S. O. O. লিখিলে রেল কোম্পানী করিয়া দিতে একরূপ বাধ্য।

কোম্পানী তাহাতেও মনসংযোগ না করিলে Railway Board, Simla লিখিতে হয়। তাহাতেও না হইলে Railway Home Board 73/6 King William St., 4. E. C. London (England) এই ঠিকানায় আপিল করিতে হয়।

পরামর্শ—বারংবার লেখা কর্ত্তব্য। দুই একবার লেখার কর্ম্ম নয় জোঁকের মত লাগিয়া থাকিতে পারিলে কিছু না কি ফল পাওয়া যাইবেই যাইবে।

Railway ও Steamer-ঘটিত কার্য্যের জন্য একটি Committe স্থাপন করিয়া তন্নামে ইহা লেখাই ভাল, যেমন—"The Communica tion Facility Committee of Bishnupur." ইহাতে ফল বেশী হয় সব ডিবিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীর সাহায্য লইবে।

গ্রামের জন্য এক খানি পরিদর্শন বহি (Visit Book) রাখিবে কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোক কিম্বা রাজকর্ম্মচারী গ্রামে আসিলে, pla from অভাবে, shed অভাবে, পানীয় জল অভাবে, ঔষধ অভাবে গ্রামের কতদুর ক্ষতি হইতেছে এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখাই রাখিবে—সময়ে সে সব কাজে লাগিবে। রীতিমত বাঁধা বহি রাখিবে আর যে সব পত্রাদি লেখালিখি হইবে তাহার যেন উপযুক্ত নকল ও File দুই-ই থাকে। 'আচ্ছা ও পরে রাখিব' বলিয়া কদাচ আলস্য করিও না, আর রাখা হইবে না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়—Sanitation.

জল—ঔষধ—খাদ্য—প্রভৃতি।

পুষ্করিণীর জল অব্যবহার্য্য হয় চারি প্রকারে—(১) জলের উপর ভাসা শেওলা, কচুরি পানা প্রভৃতি হইয়া (২) জলের ভিতর কাঁটা শেওলা প্রভৃতি জন্মাইয়া (৩) পুষ্করিণী মজিয়া গিয়া—এবং, (৪) গরু, মহিষ প্রভৃতি নামাইয়া, ক্ষারেকাপড় কাচিয়া—এবং তৎ-পাহাড়ে মলত্যাগ করিয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আবর্জ্জনার সংস্কার যাঁহাদের পুষ্করিণী তাঁহারা যদি নাও করেন, আমরাই সাধারণ তহবিল হইতে এবং যাঁহারা ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা লইয়া নিজেরাও করাইতে পারি, কিম্বা পুষ্করিণীর মালিকদিগকে বোর্ডের সাহায্যে বাধ্য করিয়া করাইয়া লইতে পারি। বর্ত্তমানে চাঁদা চাহিলেই গোল হইবে। সুতরাং বোর্ডের সাহায্য লওয়াই ভাল।

জলাশয় পরিষ্কার ও রিজার্ভ করান স্থানীয়—ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিলে কিম্বা লোকাল বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিলে পুষ্করিণীর মালিকগণকে পরিষ্কার করাইতে বাধ্য করা যায়। যাহা খরচা হয় প্রথমে বোর্ড দেন, পরে মালিকগণের নিকট হইতে আদায় হয়—সাধারণকে এক পয়সাও লাগে না। (দ—)

সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হইলে বা চারিদিকে হইতেছে এরূপ দেখিলে কিম্বা গ্রীষ্মকালে (চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) সাধারণের ব্যবহার্য্য

পানীয় জলাশয়ে গরু, মহিষ নামাইয়া কিম্বা মাছ ধরিয়া জল যাহাতে অব্যবহার্য্য না হইতে পারে তৎপ্রতিবিধানে স্থানীয় S. D. Oকে জানাইলে তিনি সাময়িকভাবে ঐ জলাশয় "রিজার্ভ" করিয়া দিতে পারেন।—ঘরে বসিয়া দরখাস্ত করিলে অবিলম্বে ফল হয় না। ২।১০ জন একসঙ্গে S.D.O নিকট যাইতে হয়—তবে ফল হয়। (দ—)

স্থায়ীভাবে 'রিজার্ভ'—করিতে হইলে—পুষ্করিণীর মালিকগণকে ডিঃ বোর্ডের নিকট পুকুরের (মাছ ধরার স্বত্ব ব্যতীত অন্য সব) স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া প্রদান করিতে হয়। তাহা হইলে ডিঃ বোর্ড নিজ খরচায় ইহার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি করাইয়া দেন ও নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। স্থানীয় সভ্যের সামান্য চেষ্টাতেই ইহা হইবার সম্ভাবনা। স্থানীয় সভ্যের সহিত পরামর্শ কর।

চতুর্থ প্রকার—আবর্জ্জনার কারণ নিজেদেরই হাতে, নিজেরা একটু চেষ্টা করিলেই তাহা বন্ধ হইতে পারে—"রিজার্ভ" করিলে একসঙ্গে সবই হইয়া যায়।

কূপ বা ইন্দারা

যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে—তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা পুষ্করিণীর সংস্কারের মতনই। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে লিখিলেই হইবে।

আবশ্যক স্থলে নূতন কূপও করান যাইতে পারে।

নূতন কূপ বা ইন্দারা—করাইতে হইলে, জায়গা দেওয়াই ভাল, এবং দরখাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জায়গা দিতে রাজী আছি লিখিয়া দিতে হয়। নির্ব্বাচিত জায়গার এক শ হাতের মধ্যে কোন পুকুর বা বড় গাছ থাকিবার নিয়ম নাই। (দ—)

ডিঃ বোর্ড বেশী টাকা খরচ করিয়া যে সব কাজ করেন, তাহার দরখাস্ত March (চৈত্র) মাসে না করিলে আর সে বৎসর সে বিষয়ের কাজ হইতে পারে না, কারণ যে টাকা ঐ কাজে খরচ হইবে এবং কতগুলি কূপ প্রভৃতি হইবে তাহা ঐ সময়েই স্থির হইয়া থাকে। মুসলমান ও হিন্দুর জন্ত পৃথক পৃথক কূপের ব্যবস্থা আছে। রাস্তার ঠিকাদার প্রভৃতির প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত, ইহার ঠিকাদার প্রভৃতির উপরেও সেইরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পরামর্শ—জায়গা না দিলে প্রায়ই হইবে না। ২০″×২০″ বিশ ফুট লম্বা বিশ ফুট চওড়া জায়গা দিতেই হইবে। নূতন পুষ্করিণী বা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা অপেক্ষা এইটাই সহজসাধ্য—সুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই পাইতে পারিবে। তবে এই টাকাতে (টাকাও কম নয় এক একটা নূতন কূপে প্রায় ৭০০।৮০০ শত টাকা খরচ পড়ে) একটা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে রিজার্ভ করিয়া লওয়াই ভাল। ডিঃ বোর্ডও আনন্দসহকারে এরূপ ব্যবস্থায় আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করেন। কূপগুলি হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই দিন কতক পরে আর কেহ তাহা ব্যবহার করে না, সেইজন্ত তাঁহারা বর্ত্তমানে নূতন কূপের বড় পক্ষপাতী নহেন—তবে বিশেষ আবশ্যকস্থলে হইতে পারিবে। যেমন ব্যবস্থা করিতে পার, পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া লও—ইহাই যুক্তি।

সংক্রামক ব্যাধি

কলেরা—বসন্ত—ম্যালেরিয়া—প্রভৃতি।

সংক্রামক ব্যাধি—কোনও রোগ সংক্রামক হইলে যাহাতে পানীয়জল, বিশুদ্ধ থাকে তাহার জন্ত লক্ষ্য রাখিবে। পূর্ব্ব হইতে রিজার্ভ

পুষ্করিণী প্রভৃতি থাকিলে তাহাতে পাহারা বসাইয়া দাও বা নিজেরাই পালা-ক্রমে পাহারা দাও।

বিপদের রিজার্ভ—বিশেষ জরুরী হইলে নিজেরাই "রিজার্ভ" করিতে পার—সে পুষ্করিণী যাহারই হউক না কেন, তিনি সম্মত থাকেন বা না থাকেন তাহাতে কোন বাধা হইবে না।

একটা তিন হাত বাঁশের মাথায় টীনে বা কাঠে বড় বড় অক্ষরে "রিজার্ভ" কথাটী লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিলেই হইল—সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য চৌকিদারকে সাবধান করিয়া গ্রামে ঢোল সোহরতে জানাইয়া দাও যে, *আজ হইতে অমুক পুষ্করিণী এত দিনের জন্য রিজার্ভ হইল, জল নষ্ট করিলে দণ্ড পাইতে হইবে।* অবিলম্বে S. D. O নিকট তাঁহার মঞ্জুরের জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। এতৎস্বত্বেও পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হয়—গ্রামের অজ্ঞ লোকে না বুঝিয়াই জল নষ্ট করিয়া ফেলে। (দ—)

কলেরায়—গ্রামে ডাক্তার থাকিলে কেহ যেন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় তজ্জন্য সম্ভবমত ঔষধের মূল্য, তাঁহাকে দিয়া রাখা ভাল।

ডাক্তার না থাকিলে Homeopathy Cholera Box ও Rubini's Camphor রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। S. D O র দ্বারা D. Board এ জানাইলে অবিলম্বেই ডাক্তার আসিয়া পড়েন।

কোনও কারণে বোর্ড হইতে সাহায্য পাইতে বিলম্ব হইলে অবিলম্বে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী কিম্বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সংবাদ দিবে! তাঁহারা ডাক্তার, ঔষধ, এমন কি সেবক পর্য্যন্তও বিনা ব্যয়ে পাঠাইয়া দিয়া গ্রাম-বাসীগণকে উদ্ধার করিবেন। তাঁহাদের ঠিকানা বঙ্গীয় হিতসাধমমণ্ডলী ৮৩ নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ—বেলুড়, হাওড়া।

পরামর্শ—নিজেরা S. D. O. নিকট যাইবে এবং নিজেরাই খরচ দিয়া তাঁহার দ্বারা ডিঃ বোর্ডকে টেলিগ্রাফ করাইবে—অবস্থা সঙ্গীন বুঝিলে Service Leagueকে বা রামকৃষ্ণ মিশনকেও টেলিগ্রাফ করিবে। তবে অবস্থা বুঝিয়া সংবাদ দিও—উতলা হইয়া যেন কাহাকেও অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করাইও না।

কলেরার—সময় পালনীয় কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়ম পরিশিষ্টে দেওয়া গেল—পরিশিষ্ট দেখ।

বসন্ত—বসন্ত রোগের টিকাদার (Vaccinator) প্রতি গ্রামে প্রতি বৎসরই শীতকালে একবার যান,—যাহাদের টিকা হয় নাই তাহাদের সকলেরই টিকা লওয়াইবে। প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার বসন্ত সংক্রামক হয়,—টিকা লওয়াই বসন্তের একমাত্র প্রতিষেধক। টিকাদারকে টিকা লইবার জন্য পয়সা কড়ি দেওয়ার আবশ্যক নাই। বোর্ডই ভার বহন করেন। ব্যাপকভাবে বসন্ত হইলে যাঁহারা পূর্ব্বে টিকা লইয়াছেন তাঁহাদেরও টিকা লওয়া উচিত।

বসন্ত সংক্রামক হইয়াছে এরূপ বুঝিলে অবিলম্বে ডিঃ বোর্ডের নিকট বীজ প্রভৃতির জন্য দরখাস্ত করিবে। হয়ত তাঁহারা একজন টিকাদার পাঠাইয়া দিবেন না হয় তোমাদিগকেই 'বীজ' প্রভৃতি পাঠাইয়া দিবেন।

পরামর্শ—যে হয় একজন জেলায় গিয়া ডিঃ বিঃ আফিস হইতে বীজ আনিয়া নিজেরাই টিকা দিতে পারিলে ভাল হয়। কাজও কিছুই শক্ত নয়, যে একবার টিকা দিতে দেখিয়াছে সেই পারে। ডিঃ বিঃ আফিসে

গিয়া বলিলেই, তত্রস্থ কর্ম্মচারী তোমার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি দিয়া দিবেন।

নূতন অন্য কোন—সাংঘাতিক পীড়া সংক্রামক হইয়া উঠিলে অবিলম্বে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডএ জানাইলে, তথা হইতে Health officer (স্বাস্থ্য পরিদর্শক) গ্রামে গিয়া তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া—যে বঙ্গপল্লীর কি শত্রু, তাহা নূতন করিয়া বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। বারংবার পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে এ্যানোফেলিস নামক মশক দ্বারাই ইহার বিস্তৃতি ঘটে। যে কোন উপায়ে এই মশক বংশ ধ্বংস করাই ইহার প্রতিবিধানের উপায়। [ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পুস্তক সমিতি হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে]

হাঁসপাতাল—কোনও স্থলে হাঁসপাতাল থাকিলে, তাহার চতুর্দ্দিকে ৫ মাইলের মধ্যে আর হাঁসপাতাল হয় না। কোন জায়গায় হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, স্থানীয় অধিবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থা *এবং ঐ হাঁসপাতাল হইলে অন্ততঃ কতগুলি গ্রামের কত অধিবাসীর বিশেষ* সুবিধা হইবে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীবর্গ মিলিয়া দরখাস্ত করিতে হয়।

হাঁসপাতালের জায়গা ও ঘর করিবার জন্য অন্ততঃ ১/৩ অংশ টাকা স্থানীয় অধিবাসীরা না দিলে এবং স্থানীয় মেম্বর বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

টুরিং ডাক্তার—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তারেরা ম্যালেরিয়ার সময় এক পল্লীতে আসিয়া বসেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীরও চিকিৎসাদি করেন।

ঔষধের মূল্য দিতে হয় না হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত না হইলেও আমরা ম্যালেরিয়ায় সময় ইঁহাদের সাহায্য পাইতে পারি। ডিঃ বিঃ তে দরখাস্ত করিতে হয়, S. D. O লিখিলে শীঘ্রই ফল হয়। (দ—)

ঔষধ সাহায্য—আরও এক রকম সাহায্য পাওয়া যায়। পল্লীতে ডাক্তার (তিনি পাশ হউন বা নাই হউন) থাকিলে ডিঃ বিঃ তে দরখাস্ত করিলে কিছু টাকার ঔষধ দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। দরখাস্ত ম্যালেরিয়া প্রবর্ত্তের আগেই করিতে হয় (দ—) বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী প্রভৃতিকে জানাইলে তাঁহারাও কিছু ঔষধ প্রভৃতির সাহায্য করিয়া থাকেন। Anti Malarial Society Ltd. (ম্যালেরিয়া প্রতিসেধক সমিতি)কে জানানও ভাল—ঠিকানা ১২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

পরামর্শ—হাঁসপাতাল হইলে ভাল বটে, কিন্তু সে আশা কম। বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা এই টুরিং ডাক্তারের সাহায্য প্রাপ্তির চেষ্টা করাই ভাল! অগত্যা—গ্রামের ডাক্তারের নিকটই যাহাতে ঔষধাদি আসে তাহাই করা উচিত। কিন্তু এ সব ঔষধ দরিদ্রের জন্য—কোন কোন সময় গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও ইহার ভাগ বসাইয়া থাকেন। বাস্তবিক কতগুলি রোগী বিনামূল্যে ঔষধ পাইল তাহার একটা হিসাব নিজেরাই রাখিতে হয়, তাহা হইলে ডাঃ বাবুও ভয় মৈত্রতায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে কম পান এবং দরিদ্র অনাথেরও কষ্টের লাঘব হয়। [অবশ্য সকলেরই রোগের ঔষধ বিনামূল্যে পাওয়াই উচিত--তবে সাবধান করিবার তাৎপর্য্য এই যে. যে টাকা বা ঔষধ বোর্ড দেন তাহাতে গরীব লোকদেরই সব সময় কুলায় না।]

ম্যালেরিয়ায়—রোগী হঠাৎ অবসন্ন হ'লে কি করতে হয়; কলেরার প্রতিবিধানও কি কি প্রকারে হতে পারে—পরিশিষ্টে দেখ।

বিপদের প্রথম সাহায্য—কিরূপে করিতে পারা যায় এবং তাহাতে যাহা জানিবার—পরিশিষ্টে দেখ।

কুসংস্কার দূর করণের—উপায়।

অশিক্ষিত লোকে নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই, বসন্তের টিকা লইতে চায় না, কলেরার সময় "ওতে আর কি হবে" ভাবিয়া লুকাইয়া এমন কি "রক্ষিত" জলাশয়েই মলমূত্রসহ কাপড়-চোপড় কাচিয়া লইয়া আসে—যেন কেহ দেখিতে না পাইলেই সব গোল চুকিয়া গেল। বুঝে না যে, তাহাতে নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে। ঐ জল খাইয়া সে নিজে বা তাহারই কোন পরমাত্মীয় রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতে পারে।

বসন্তের টিকা লওয়া যে কতদূর হিতজনক তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়; কিন্তু অনেকেই টিকাদার আসিলে "না এবার নয়, আস্‌ছে বছর হবে" বলিয়া ছেলেদের টিকা দেওয়াইতে ইতস্ততঃ করেন—এও অজ্ঞতারই ফল।

নবপ্রসূত সন্তান অধিকাংশ সময়েই প্রসূতির ব্যবহার্য্য অপরিচ্ছন্ন গৃহ, ছিন্ন মাদুর, ন্যাকড়া প্রভৃতির দোষে কিম্বা দাই প্রভৃতির অপরিচ্ছন্নতায় ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতে থাকে। সাধারণের বিশ্বাস 'পেঁচো' নামক ভূত ছেলেদের আক্রমণ করে বলিয়াই ছেলে ওরূপ করিয়া কাঁদে—তাই অনেকস্থলে চিকিৎসক না ডাকিয়া ভূতের ওঝা ডাকা হয়। ফলে যা হবার তাই হয়। এক কলিকাতা সহরেই শিশুমৃত্যুর হার হাজার করা ৩১০। সুতরাং বাঙ্গলা 'বাদাবন' হইবার আর দেরী কি?—"প্রসূতি মঙ্গল" পরিশিষ্টে দেখ।

আবার 'ঔষধ'—'তোলান' প্রভৃতি আছে। একপ্রকার শিকড় খাওয়ান হয়। তাহাতে খুব বেশী দাস্ত হইবার কথা। অনেক সময়েই এই ধাক্কাতেই রোগী মরিয়া যায়—কদাচিৎ দুই একটী রক্ষা পায় মাত্র।

এই সবগুলি যাহাতে না হইতে পায় তাহার একমাত্র সদুপায় আলোক-লণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা উপদেশ দেওয়া। ভ্রান্ত কুসংস্কারবশেই যে এরূপ হয় স্পষ্ট তাহারই ধারণা করাইয়া দেওয়া।

পরামর্শ—শুধু মুখের কথায় লোকে বুঝিতে চাহিবে না—বুঝিলেও সে অনুসারে কার্য্য করিবে না—চোখের উপর দেখাইয়া দিতে হইবে। কলেরা প্রভৃতিতে লোকে না বুঝিয়া কেমন ভাবে জল নষ্ট করিয়া ফেলে বুঝাইবার জন্য বড় বড় ছবি বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে লিখিয়া ঐ রূপ ছবি আনাইয়া প্রকাশ্য স্থলে, পাঠশালায়, টাঙ্গাইয়া রাখিবে, কেমন করিয়া কুসংস্কারের ফলে কত অনিষ্ট হয় স্থানীয় চিকিৎসক দ্বারা মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া উপদেশ দেওয়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়। বৎসরে অন্তত একবারও যাহাতে আলোক লণ্ঠনের সাহায্যে উপদেশ দেওয়াইতে পার তার চেষ্টা করিবে। বাজী দেখা ও শিক্ষা লাভ দুই-ই এক সঙ্গে হয় বলিয়া আলোক লণ্ঠনের এত উপকারিতা।

Director Govt. Sanitary Department, Writers Buildings, Calcutta, বা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বা স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে লিখিলে তথা হইতে আলোকলণ্ঠন সহ উপদেশ' (Lantern Lecture) দিবার ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য কোন খরচা লাগে না। (পরিশিষ্টে আবেদনপত্র দেখ।)

———

এঁন্দো ডোবা—যাহার জলে রৌদ্র পায় না তাহাকেই আঁধারে বা এঁদো বলে। আমাদের প্রায় বাটীর নিকটেই (পশ্চিম বঙ্গেই অধিক) ঐ রকম ছোট ছোট ডোবা আছে। তাহার জলে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি হয়—খাওয়া বা স্নানের জন্য এ জল প্রায়ই কেউ ব্যবহার করে না। এগুলি যাহাতে রৌদ্র পায় তাহাই করা উচিত, এবং যাহাতে শেওলা কচুরি পানা প্রভৃতি না হইতে পায় তাহা করাই সঙ্গত।

অনেকেই বলিতেছেন যে এগুলি মশা প্রভৃতির আড়ং সুতরাং ভরাট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কিন্তু নানা কারণে ভরাট করিয়া ফেলা সমিচীন নয়—বিশেষ **ঘরে আগুন** লাগিলে যে ইহা কতদূর কার্য্যকরী তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়!

আমরা প্রায় সকলেই খড়ের বা টিন দেওয়া কাঁচা ঘরে বাস করি। আগুন নির্ব্বাণের জন্য দমকলের ব্যবস্থা পল্লীগ্রামে সম্ভবপর নয়। ইহাতে অনেক খরচ—১২০০ শত টাকার কমে একটা (হাতে চালান) ভাল কল হয় না! তার চেয়ে ৪০।৫০টী কেরোসিনের টিনে বেশ করিয়া আলকাতরা মাখাইয়া, একটা চিহ্ন দিয়া সাধারণের কোন শিব-মন্দির, মসজিদ বা জমিদারের কাছারীবাড়ী এরূপ স্থলে রাখিয়া দিলে বেশী কাজ হইতে পারে। আর সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা প্রত্যেক বাড়ীতে অন্ততঃ দু'টি করিয়া টিন জল আনিবার উপযুক্ত ভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা। যেখানেই বিপদ হউক না যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেই চলিবে।

দেখিয়াছি বিপদের সময় শৃঙ্খলা না থাকায় জল আনা প্রভৃতির ভারি গণ্ডগোল হয়! যে শৃঙ্খলায় দুর হইতে মজুরেরা মাটী কাটিয়া বহিয়া আনে—ঠিক সেই শৃঙ্খলায় কাজ করিলেই তবে অবিচ্ছেদে জল ঢালা সম্ভব হয়—নচেৎ একবারে হয় ত ২০ টীন জল দেওয়া হইল আবার ৩।৪ মিনিট

মোটেই নাই—ইহাতে জল দেওয়াতে যে টুকু নির্ব্বাপিত হইয়াছিল তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিবার সময় পায়—অবিচ্ছেদ জল ঢালা চাই সুতরাং মাটী বইবার প্রথামত কাজ করাই ভাল। তবে এক এক জায়গায় এক একজন না দাঁড়াইয়া ২।৩ বা ৪ জন করিয়া দাঁড়াইতে পারিলে আরও ভাল হয়, কেন না একেবারে ৬।৮ টিন অবিচ্ছেদে আসিতে থাকে। স্কুলের ছাত্রদিগকে এ বিষয়ে তালিম দেওয়া ভাল—মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় ছাত্রদিগকে লইয়া বিপদের সময় জল আনয়নের শিক্ষা দিবে!

আরও একরূপ অল্প খরচায় বিশেষ ফলদায়ক অগ্নি-নির্ব্বাপক পাওয়া যায়, ইহার ব্যবহার প্রণালীও সহজ, একবার দেখিলেই শিখিতে পারা যায় এবং ১২।১৪ বৎসরের ছেলে মেয়েরাও অনায়াসে :ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বার ব্যবহার করিবার পর পুনরায় মসলা ভর্ত্তি করাইতে হয় —খরচ প্রায় ৪৲ টাকা পড়ে, কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোন জায়গায় ভর্ত্তি করান যায় না; যন্ত্রটীর মূল্য ৫০৲ টাকা, নাম Fire King কলিকাতা Bengal Chemichal and Pharmacutical Works...এ ইহা পাওয়া যায়। গ্রাম্য ফণ্ডের অবস্থা ভাল হইলে এরূপ ২।৩টী রাখা মন্দ নয়।—দুটী এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিলে একখানা খুব বড় ঘরের আগুনও পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনায়াসে নির্ব্বাপিত করা যায়। যেখানে জলের তেমন সুবিধা নাই, সে সব জায়গায় ইহা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সদা প্রয়োজন হয় না বলিয়া বর্ত্তমানে ইহাতে মনোযোগ হইবে না বটে, কিন্তু যে দিন প্রয়োজন হইবে সে দিন, ইহা যে কিরূপ ভাবে ধন প্রাণ রক্ষায় হেতু হইবে, তাহা ভগবান করুন যেন কাহাতেও না জানিতে হয়।

কৃষি-সম্বন্ধীয়

জল—বীজ—সার—গরু

সেচের পুষ্করিণী—

পুষ্করিণীগুলি প্রায়ই মজিয়া গিয়াছে। হয় প্রজা নয় জমিদার নয় প্রজা ও জমিদার উভয়ে মিলিয়া ইহার সংস্কার করাইতে হইবে। যাহাদের জমীতে ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার হয় এমন প্রজা সকলে সংস্কার করাইবার ইচ্ছা করিলে, জমিদার ও প্রজা উভয়ের মধ্যে আইনানুসারে প্রজার অধিকারই প্রথম। কিন্তু এ ভাবে জলাশয়গুলির সংস্কার হইবার আশা নাই। প্রজা সাধারণ কোন কার্য্য এক সঙ্গে করিতে পারিবে, তাহাদের এরূপ কর্ম্মেচ্ছা বা আবশ্যকরূপ অর্থ, উভয়ই নাই। জমিদারেরও অনেক সময় এত টাকা একায়েক ব্যয় করা কষ্টকর, আবার ব্যয় করিয়াও ঐ টাকা প্রজার নিকট হইতে আদায় লইতে গেলে নানারূপ গোলযোগের সম্ভাবনা। আবার উভয়ে মিলিত হইয়াও যে হইবে তাহাও হইবার নয়, কারণ জমিদার ও প্রজা পরস্পরের মমত্ব বোধ কমিয়া গিয়াছে, নানা কারণে উভয়েই উভয়ে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন।

পরামর্শ—আইন ও প্রথা অনুসারে পঙ্কোদ্ধার করিলে যে জল থাকিবে তাহার সমস্তটা জমির জন্য উঠাইয়া লইতে পারা যায় না - মাছ বাঁচাইবার জন্য অন্ততঃ ৩ হাত জল রাখিতে বাধ্য। এখন সেবকগণ যদি ঐ পুষ্করিণী জমা লইয়া পঙ্কোদ্ধার করতঃ তাহাতে মাছ রাখেন তাহা হইলে ১০।১১ বৎসর মধ্যেই মাছ বিক্রয়ের টাকা হইতে মায় সুদ টাকা উঠান যাইতে পারে, এবং কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা। [ইহার জন্য খুব বেশী

একটা খরচাও হয় না।—পুষ্করিণী একেবারে তলা শুষ্ক করিয়া জল নিকাশ করিয়া দিলেই (ইহাতেও নগদ খরচ হইবে না, কারণ মেছোদিগকে মাছটা বিনামূল্যে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা জল মারিয়া মাছ ধরিয়া লইবে, চাষীরা জমিতে পাঁক দিবার জন্য নিজেরাই পাঁক তুলিয়া লইবে, তাহার পর কিছু টাকা খরচ করিয়া আরও খানিকটা গভীর করাইতে হয়। ক্রমশঃ দু' তিন বার এইরূপ করাইলেই উপযুক্ত গভীর হইয়া আসে।] জমিদারের সহিত পরামর্শ করা উচিত, কারণ দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তিনি যেন ইহাতে বাধা না দেন বা মাছ জন্মিয়া গেলে লোভবশতঃ অনিষ্ট না করিতে পারেন। ১১ বৎসরের জন্য বা একেবারে মৌরসী মোকররী জমা করিয়া লইলেই চলে। পুষ্করিণীর পাড়ের উপর কলা বেগুন কপি প্রভৃতি বাগান করিলে মালীর খরচ বাদেও (কিম্বা ভাগে দিয়াও) কিছু লাভ থাকিবে। গ্রামের লোকেও টাট্‌কা তরী-তরকারী পাইবে। মাছ রক্ষা হইয়া যত জল থাকিবে সবই তুলিয়া লইতে পারা যাইবে কারণ সেচের জন্যই ইহার প্রধান দরকার, এটী মনে রাখিলেই হইবে। সব রকম জলাশয় এইরূপে সংস্কৃত করিতে পারা যায়—প্রথমে একটী ছোট পুষ্করিণী লইয়া আরম্ভ করাই সুযুক্তি, পরে তাহার আয় হইতেই ক্রমশঃ বড় বড় গুলি হইতে থাকিবে।

ক্রমশঃ উপযুক্ত অর্থ উৎপাদন করিয়া আবশ্যক মত নূতন পুষ্করিণীও কাটান (এই প্রণালীতে) যাইতে পারে। সব কার্য্যেই উদ্যোগ, অধ্যবসায়, সাহস ও বিবেচনা চাই, তবেই করিতে পারিবে। প্রথম পুষ্করিণীর টাকা, দোকান ও ধর্ম্মগোলা লাভের অংশ হইতে দিলেই কাহারও গায়ে লাগিবে না।

———

নূতন খাল কাটান—নদী খাল মজিয়া থাকিলে তাহার বহতা বিধান, এ সব বিষয়ের জন্য যাঁহাদের স্বার্থ আছে এমন গ্রামের বহু অধিবাসীদিগের সাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রদেশস্থ কমিশনার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে নূতন খাল প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম; তবে নদী খাল মজিয়া বহুগ্রামের স্বাস্থ্য ধ্বংশের বিশিষ্ট কারণ স্বরূপ হইলে অনেক চেষ্টায় কিছু ফল হইবার সম্ভাবনা।

[বিস্তৃত খাল বিল যাহাতে আবাদী জমিতে পরিণত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা বর্ত্তমানে হইতে পারে না। কালে আইন সংস্কৃত হইবার সম্ভাবনা।]

ছোট ছোট ব্যাপার স্থানীয় অধিবাসীদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে তাঁহারাই করেন—সুতরাং সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা বাহুল্য।

বাঁধ—বর্ষাকালে উপযুক্ত জলনিকাশের পথ না থাকায় জল জমিয়া গিয়া স্বাস্থ্য ও জমী জমা উভয়েরই ক্ষতিকর হয়। (অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে এরূপ বলা চলে না, সেখানে অনেক স্থান বর্ষার কয়েক মাস নিয়তই জলপূর্ণ থাকে।) অনেক সময়ই রেলের বাঁধে এইরূপ ঘটাইয়াছে, এরূপ স্থলে যাহাতে রেলের বাঁধে উপযুক্ত পুল প্রভৃতি করাইতে পারা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়।

রেলের (Agent) এজেন্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় S. D. O. জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবের নিকটও আবেদন করিতে হয়। তদন্তের হুকুম হইলে District Engineer, Ry Engineer প্রভৃতি তদন্তে আসিলে তাঁহাদিগকে বর্ষার জল কতদূর উচ্চ হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বা কত হইত, তাহার নিদর্শন দেখাইতে হয়

স্থানীয় P. W. D. অফিসে স্থানবিশেষে জল কত ফিট হইল তাহার হিসাব থাকে ঐ হিসাব দেখিলেও জলের কম বেশী প্রমাণের সুবিধা হয়।

স্থানীয় Council memberএর দ্বারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করান যাইতে পারে সংবাদ পত্রে বাঁধ হওয়ায় কি কি ক্ষতি হইতেছে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য —যে কোনও সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংবাদ জানাইলে তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন—সংবাদপত্রে প্রকাশ না করিলে Council মেম্বারদের একটু অসুবিধা হয়।

পরামর্শ—একবার হইল না বা সামান্য একটু হইল, আর হইবে না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঁধের উভয় দিকের জল সমান হওয়াই নিয়ম—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না হইবে বারংবার, কমিশনার ও Agentকে লিখিতে হয়। তাঁহারা গ্রাহ্য না করিলে Simla Railway Boardকে জানাইতে হইবে। বিষয়টী নিতান্ত সহজ নয়—সুতরাং সাফল্য লাভ করিতে হইলে খুব উদ্যোগীও অধ্যবসায়ী হওয়া চাই।

যাহাতে স্থানীয় S. D. O. তোমাদের পক্ষে থাকেন তদ্বিষয়ে অবহিত হইবে। তাঁহার নিকট গিয়া জল বদ্ধ থাকায় কি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি জমি জমা সম্বন্ধে যাহা ক্ষতি হইতেছে তাহা প্রমাণ করিয়া দিবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রমাণের ব্যাপার—গ্রামের মৃত্যু রেজিষ্টার। ফসলের সম্বন্ধের ব্যাপার জমীদারকে দিয়া বলানই ভাল। S. D. O. বিশেষ চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা।

পুরাতন বাঁধ রক্ষা বা নূতন প্রস্তুত করান—সেও বোর্ডের হাত। স্থানীয় মেম্বার দ্বারা সে পক্ষে চেষ্টা করাইবে।

———

সার—জমির উন্নতির মূল সার। ইউরোপীয়ান বিশেষ আমেরিকানরা আমরা যেখানে ১০/ মণ ফসল পাই, সেই জায়গাতেই নানারূপ উপযুক্ত সারের দ্বারা ৩০/ মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপাদন করে। বিশেষ উর্ব্বরা জমীও বেশী দিন সার না পাইলে খারাপ হইয়া যায়—দেশে গরু কমিয়া যাওয়ায় সারও কমিয়া গিয়াছে।

কোন জমিতে কিরূপ সার দিলে বেশী ফসল পাওয়া যাইবে সুপারিণ্টেনডেণ্ট, কৃষি অফিস, চূঁচুড়া বা রায়না—ঢাকায় লিখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

আবশ্যক বুঝিলে সের খানেক জমির মাটী ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেই তাঁহারা উহা পরীক্ষা করিয়া কোন কোন ফসলের এবং কোন কোন সারের উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, ইহার জন্য কোন খরচা দিতে হয় না।

সার ও বীজ প্রাপ্তি—সম্বন্ধে একটী পৃথক অধ্যায় পরিশিষ্টে দেওয়া গেল—পরিশিষ্ট দেখুন।

———

গভর্ণমেণ্ট—প্রতি জেলায় কৃষির উন্নতির জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়াছেন—বড় কর্ম্মচারী জেলার কৃষি অফিসে থাকেন অধীনস্থ কর্ম্মচারী-গণ প্রতি সবডিভিশনে আছেন, তাহাদের ঠিকানা লোকাল বোর্ড অফিস। তাঁহাদের নাম Agricultural Demonstrator তাহাদের কার্য্য কৃষি সম্বন্ধে লোকজন কিছু জানিতে চাহিলে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া, কতকগুলি জমিতে নূতন লাভজনক ফসলের চাষ করিয়া হাতে কলমে দেখান, এবং তুমি ডাকিলে তোমার গ্রামে আসিয়া তোমার ফসল কেন হইতেছে না, কি হইলে হইবে; তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সাহায্য করা।

সবডিভিসন হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যে ইঁহাদিগকে কোন খরচা দিতে হয় না—বেশী দূর হইলে সামান্য কিছু যাতায়াতী খরচা লাগে। বীজ ও হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি সার ইহারা যোগার করিয়া দেন—অবশ্য তার দাম দিতে হয়। ইঁহারা কাজে গাফিলী করিলে জিলায় লিখিতে হয়।—প্রথমে ইহাদিগকে বলাই ভাল।

বীজ—সার—কার্পাস। কার্পাস নানা রকম, সব কার্পাস সব জায়গায় ভাল জন্মে না। এ সব সম্বন্ধে একটী বিশেষ অধ্যায় দেওয়া হইল। পরিশিষ্টে—"কার্পাস কথা" দেখুন।

গোচর—ষণ্ড—চিকিৎসা।

পল্লীর গোচরগুলি প্রায়ই আবাদী :জমিতে পরিণত হইতেছে। যাহা এখনও আছে তাহা রক্ষা করিবার উপায় জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া এবং সাধারণ তহবিল হইতে উহার খাজনা পত্র দেওয়া।

যাহা গিয়াছে তাহা যদি ২০ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে হইয়া থাকে তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ চেষ্টা করিলে তাহার উদ্ধার হওয়া সম্ভব—কিন্তু কেহই যে ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইবেন—বর্ত্তমানে সে আশা দুরাশা।

গোচর সম্বন্ধে আইন না সংশোধিত হইলে বিশেষ ফল হইবে না—সে পক্ষে চেষ্টা হইতেছে।]

ষণ্ড—গ্রামবিশেষে যাহাতে অন্ততঃ একটী বলবান ষাঁড় থাকিতে পায় তাহার চেষ্টা করিবে। ভাল ষাঁড় না থাকিলে ভাল বাচ্ছা জন্মিবে না। এক সময় জনৈক আমেরিকান গোয়ালা তার গরুর পাল ভাল করিবার জন্য এক লক্ষ টাকা দিয়া ইংলণ্ড হইতে একটী ষাঁড় কিনিয়া লইয়া যায়—

শুনিতেও অদ্ভূত! সে যা হ'ক্, গোচর ও ষাঁড় দুইটাই আবশ্যক। (দেশের গো বংশ নির্ম্মূল ও নিবীর্য্য হইতে চলিয়াছে। হিন্দুদের বৃষোৎসর্গের অন্যতম কারণও ইহাই তাহাতে আর সন্দেহ কি। ভারতবর্ষে বাৎসরিক প্রায় এক কোটী গরু শুধু মাংসের জন্যই কসাইখানায় যায়। ইহার প্রতিবিধান গো-হত্যা নিবারণ ও "গো-চর"। টাকার লোভে অন্ততঃ হিন্দুরা গরু বিক্রয় করিয়া ফেলে না, খাবার না দিতে পারাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ—এই কারণের দূর করিতে না পারিলে ইহার দূর করিতে পারিবে না।

প্রতি জেলায় গভর্ণমেণ্টের পশু-চিকিৎসক আছেন, গ্রামে গো মহিষের কোন সংক্রামক পীড়া হইতে আরম্ভ হইলে ইঁহাদিগকে সংবাদ দিলে, ইহার নিজে যাইয়া তৎসম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ করেন—সে জন্য খরচা লাগে না। ঠিকানা, Health officer Veternary Dept. District Bord office —স্থানীয় সবডিভিসন্যাল (S. D. O.) ম্যাজিষ্ট্রেকে জানাইলে তিনিও উহার প্রতিকারের পন্থা করিয়া দেন।—নিজেরা কি কতদূর করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে পরিশিষ্টে—পশু-চিকিৎসা দেখ।

শিক্ষা, অর্থ-ব্যবহার ও শিল্প-সম্বন্ধীয়

শিক্ষালয়, শিক্ষক—আয়ব্যয়—খদ্দর—স্বদেশী

শিক্ষা—শিক্ষার সার্থকতা জ্ঞানে, জ্ঞানের আবশ্যকতা দুঃখ নিবারণে।

বাল্য হইতেই সন্তান সন্ততিকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হয়, যাহাতে ভবিষ্যত জীবনে সে সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরই—মোচন করিতে পারে। নমনীয় বাল্য জীবনে যে রেখাপাত হয় সমস্ত ভবিষ্য জীবনে তাহারই কার্য্য পরিস্ফুট। এই কারণেই বাল্য শিক্ষার এত প্রয়োজন, এই কারণেই বাল্য শিক্ষা উপেক্ষার বস্তু নয়। বাল্য শিক্ষার ন্যায় শিক্ষা নাই, বাল্য বন্ধুর ন্যায় বন্ধু নাই, বাল্য প্রণয়ের ন্যায় প্রণয় নাই—যাহাতে এই সময় হইতেই ভবিষ্য বংশধরগণের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বদা সুন্দর হইতে পারে,—তদ্বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েই বিশেষ অবহিত হইবেন। *

---

* কেবল ভাল করিয়া পড়া বলিতে পারিলেই—শিক্ষা হয় না। ছাত্র দন্ত ধাবন হইতেই প্রাতরুত্থান পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রতিপালন করে কি না? বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষা করে কি না? নিত্য দু সন্ধ্যা দেব-মন্দিরে প্রণাম করে কি না? সবই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু কি শিক্ষায় মানুষ মানুষ হয়, তাহার দৈনন্দিন বিষয়াবলী কি—তাহা এ পুস্তকের বিচার্য্য নয়। "মানুষ হও" নামক স্বতন্ত্র পুস্তকে তাহার বিচার করিয়াছি।

গ্রামে পাঠশালা না থাকিলে স্থাপন করিবে। প্রাথমিক থাকি
যাহাতে অন্ততঃ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহকে লইয়া মধ্য ইংরাজী (M. E.
করিতে পার তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম পাঠশালা খুলিয়া যাহা
বোর্ডের তালিকাভুক্ত হয়, তজ্জন্য ডেপুটি ইন্সপেক্টরের নিকট আবেদ
করিবে। তোমাদের আবেদনপত্র পাইলে ইন্সপেক্টর স্কুল তদন্ত করি
আসিবেন এবং তোমাদিগের পাঠশালাটীকে তালিকাভুক্ত করিয়া লই
মঞ্জুরীপত্র দিবেন।

পরামর্শ—যত শীঘ্র সম্ভব পাঠশালার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণের ব্যব
করিবে। ছোট ছোট ছেলেদের জন্যই পাঠশালা—সুতরাং গ্রামের মধ্
হওয়াই ভাল। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয় ও ছাত্র উভয়েরই ফাঁকি দিবা
সুবিধা কম হয়।

চাঁদা করিয়া খরচা বহন করিবে। যাঁহারা শিক্ষিত নন বা গরীব
যাঁহাদের ছেলে পিলে নাই এমন ব্যক্তিকে মাসিক চাঁদার জন্য বলা অন্যায়
যতদূর সম্ভব নিজেদের ভিতর হইতেই ব্যয় করিবে। পরে সাধারণ
তহবিলের অবস্থা ভাল হইলে যাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পা
তাহার ব্যবস্থা করিবে।

ছাত্রদত্ত বেতনের স্থায়িত্ব নাই—গুরুমহাশয়কে স্থায়ী বেতনে নিযুক্ত
করিবে। ছাত্রদত্ত আদায় প্রভৃতি বেশী হইলে জমা রাখিবে—অকুলান
পড়িলে ফণ্ড হইতে পূরণ করিয়া দিবে। গুরুমহাশয়কে অন্য ব্যবসায়ে
নিযুক্ত থাকিতে দিবে না, একজন লোকের আজ কাল যেরূপ টাকায় চলে,
কিসে তাহাকে তদনুরূপ দিতে পার সর্ব্বদাই সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে।

গ্রামে যিনি সর্ব্বদা থাকেন এমন কোন ব্যক্তিকে স্কুলের সেক্রেটারী
নিযুক্ত করিবে, মাসের প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি যেন গুরুমহাশয়ের
মাহিনা চুকাইয়া দেন। বেতন বাকী পড়িতে দিবে না।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার থাকিলে. কেহ তাঁহাকে মুখোমুখী কিছু না বলিয়া সেক্রেটারীকে জানাইবে। সেক্রেটারীর কর্ত্তব্য তিনি যেন কদাচ কাহারও সমক্ষে পণ্ডিত মহাশয়কে কোন কিছু না বলেন, গোপনে সাবধান করিয়া দেওয়াই উচিত—ইহাতে গুরুমহাশয়ও ক্ষুণ্ণ হইবেন না,—দোষেরও সংশোধন হইবে। সেক্রেটরী নিজেদের ভিতরই একজন হওয়া ভাল।

চাষী লোকের ছেলেদের ভদ্রলোকের ছেলেদের সহিত সমান বেতন ধার্য্য করিবে না। মাসিক নগদ চারি আনাও তাহাদের পক্ষে অধিক, কেন না বাস্তবিকই তাহাদের নগদ পয়সার বড় অভাব। কিন্তু কম বেতনে পড়ে বলিয়া যেন তাহাদের প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে এবং কেহ যেন "চাষী লোকের ছেলেদের লেখাপড়া ত সবই হইবে, যত দিন আসে ততদিনই ভাল" এইরূপ ভাবের কথা না বলেন, কারণ ওরূপ উক্তিতে তাহাদের প্রতি যে তোমার মমত্ব নাই—শুভেচ্ছা নাই ইহাই সূচিত করে। তাহা যে কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য।

পাঠশালায় তহবিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবে। গ্রামের অন্যান্য বিষয় আজ না হইলেও কাল হইতে পারে বলিয়া অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু পাঠশালার ব্যাপারে এক দিনও অপেক্ষা করে চলে না—সুতরাং অন্য কোন গ্রাম্য ব্যাপারের সহিত ইহার সংশ্রব রাখিবে না। সাধারণ তহবিলের অবস্থা ভাল হইলেই পাঠশালা অবৈতনিক করিয়া দিবে।

যে কোন একটী মধ্যবর্ত্তী গ্রামে ডিঃ বিঃ হইতে অবৈতনিক আদর্শ পাঠশালা স্থাপিত হইতে পারে। গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য সময় সময় টাকাও পাওয়া যায়—স্থানীয় মেম্বরকে দিয়া চেষ্টা করিতে হয়।

'বঙ্গবাসী' 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি যা'হক একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঠশালায় আনাইবে—এতে সমস্ত দেশের আব হাওয়া বুঝবার সুবিধা হবে।

পাঠশালার আয় বাড়াইবার উপায়।

ডিঃ বোর্ড হইতে লোকাল বোর্ডের মারফতে একটী বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে, পাঠশালা ইন্‌স্পেক্টরের তালিকাভুক্ত হইলে, তোমাদের পাঠশালাও উহা পাইতে পারিবে।

গুরু ট্রেনিং (training) পাশ পণ্ডিত রাখিলে বোর্ড হইতে আরও মাসিক (৬৲) ছয় টাকা বেশী পাওয়া যায়—সুতরাং গুরু ট্রেনিং পাশ পণ্ডিত নিযুক্ত করাই ভাল।

১২টী বালিকা থাকিলে এবং স্বতন্ত্র হাজিরা বই রাখিলেই বালিকা বিদ্যালয় স্বীকৃত হয়। তৎসম্বন্ধে বোর্ডে দরখাস্ত করিলে, বোর্ড হইতে মাসিক সাহায্য পাইবে।

যদি গ্রাম্য ডাকঘর (Village Post office) এই পাঠশালার সহিত যোগ করিয়া দিতে পার অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয় তিনিই পোষ্টাফিসের কাজ করেন (ডাকবিভাগও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।) তাহা হইলে আরও প্রায় মাসিক ৬৲ টাকা আয় বাড়িবে—এইটি যাহাতে হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। (কিরূপে এই পোষ্ট অফিস খোলাইতে হয় সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।)

———

আয়-ব্যয়, অর্থ-ব্যবহার Economy.

শিল্প—চরকা—সভ্যতার ধারা—নিকট শিল্পী—অর্থের আবর্ত্তন !

জমা খরচ বোধ না থাকিলে সংসার ভাল চলে না ! আয়ের দিক ও খরচের দিক উভয়ই ভাল করিয়া জানা থাকিলে তবেই সংসার স্বচ্ছল করা যায় ; দেখা যাউক বর্ত্তমানে কি করিলে আয় বাড়িবে—আয় না বাড়িলেও অন্ততঃ অপব্যয়ের নিবারণ করা যাইতে পারিবে—

সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়ন করিতে হইলে সংসারের আবশ্যকীয় সামগ্রী যাহাতে বে-খরচায় বা খুব কম খরচায় ঘরেই উৎপন্ন হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। আমরা মোটামুটি দু' প্রকারের জিনিষ ব্যবহার করি—কৃষিজ এবং শিল্পজ। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান আবশ্যক—"অন্ন" আর শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান আবশ্যক—"বস্ত্র"।

অন্ন আমাদের ঘরেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু থাকিতে পায় না এই অন্নের বিনিময়েই আমাকে শিল্প কিনিতে হয় ; অন্য সকল সামগ্রী অপেক্ষা বস্ত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য্য এবং অধিক। সুতরাং এই অন্নের বিনিময়েই আমাকে বস্ত্রাদি কিনিতে হইতেছে।

মনে কর, আমার বাটীতে ৫জন লোক, খুব কম করিয়া ধরিলেও বাৎসরিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কমে আমার বস্ত্রের খরচ কুলায় না—অর্থাৎ আমাকে ধান্যাদি বিক্রয় করিয়াই (বা চাকরী বাকরীর বেতন প্রভৃতি হইতেই)—ঐ ৫০৲ টাকা দিতে হয়, কিন্তু যদি আমার নিজ গৃহেই "তুলা—সূতা—বস্ত্র" উৎপাদিত হয় তাহা হইলে আমার ঐ ৫০৲ টাকার ধান্য বাঁচিয়া যাইবারই কথা—কাজেই সংসার স্বচ্ছল করিতে হইলে আমাকে

অন্ন ও বস্ত্র দুই-ই নিজ গৃহেই উৎপাদন করিতে হইবে। সেই জন্য "প্রতি গৃহেই চরকা চাই—"আর চরকা করার উদ্দেশ্য—"কিনিয়া পড়িব না"।

তুলা যদি কিনিতে হয়, কিছু পয়সা গেল, সূতা যদি কিনিতে হয় তদপেক্ষা অধিক গেল—সুতরাং তুলা সূতা দুই-ই তোমার বেথরচায় হওয়া চাই। সুতরাং ঘরে ঘরে তূলা উৎপন্ন করা ও সূতা তৈয়ারী করা আবশ্যক। সূতা পাওয়ার পর যদি নিজ বাটীতেই 'তাঁত' বসাইয়া (২।৪ ঘর প্রতিবেশী মিলিয়া একটি আনাইলেও চলে।) নিজেরাই কাপড় বুনিয়া লইতে পার আরও উত্তম; (এখনও আসাম প্রদেশে এই প্রথাই প্রচলিত আছে) কিন্তু সকলের ত সময়, সুবিধা ও উৎকর্ষ হিসাবে—এ সুবিধা হইবে না কাজেই বস্ত্র শিল্পকে (তাঁতিকে) দিলেই চলিবে। মজুরীটা লোকসান বটে, তবে সেটা অগত্যা এবং তুলনায় খুবই কম। এই কারণেই বিদেশী সূতার দেশী বস্ত্রে ফললাভ হইবে না—কারণ তাহাতে মজুরী ও সূতার দাম দু'ই-ই লোকসান।

তুমি, তুলা—সূতা—বস্ত্র প্রস্তুত করিলে বিদেশী বণিকদিগের ক্ষতি হইবে, তথাকার মিলের মালিকদিগের ক্ষতি হইবে, শ্রমজীবিদিগের ক্ষতি হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে যাহারা রুটি মাখন মাংস জোগায়—তাহাদের ক্ষতি হইবে—এক কথার সমগ্র বণিক সমাজে হাহাকার পড়িয়া যাইবে, পক্ষান্তরে তাহারা—অন্য কোন উপায়ে তাহাদের আবশ্যকানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, কি পারিবে না—এ সবই অবান্তর কথা,—চরকার উদ্দেশ্য তা' নয়। চরকার উদ্দেশ্য—নিজ সংসারের অপব্যয় নিবারণ করিয়া আত্মস্থ হওয়া। সুতরাং কি স্বদেশী কি বিদেশী কোন কাপড়ই কিনিয়া পড়া অনুচিত—নিজ গৃহেই যতদূর সম্ভব বে-খরচায় যেরূপ

হইবে—মোটা হউক আর পাতলাই হউক, আমি তাহাই পড়িব—ইহাতেই চরকার সার্থকতা। দেশী মিলের বস্ত্রেও মুখ্য ভাবে আমার কোন উপকার নাই। তবে অগত্যার পক্ষে "দেশী মিল" বস্ত্রই ক্রয় করা উচিত। কারণ যে টাকা দিয়া কিনিতেছি, নানাভাব তাহার কতকাংশ আবার আমার নিকটেই ফিরিয়া আসিবার বেশী সম্ভবনা। (কেমন করিয়া কি হয় তাহা পরে বলিব)।

কিন্তু সংসার স্বচ্ছলের কথা—দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরই কথা, প্রথম শ্রেণীস্থেরা অর্থাৎ যাঁহাদিগের অবস্থা স্বচ্ছল, কাপড় কিনিতে গায়ে লাগে না, তাঁহারা চরকাই বা কাটিতে যাইবেন কেন ? আর মোটাই বা পড়িবেন কেন ?

তোমার স্বচ্ছল সংসার আরও স্বচ্ছল হইবে। তুমি বলিবে, তোমার অন্য দিক হইতে এত আয় আছে যে কাপড়ের টাকার জন্য কিছু আসে যায় না। বেশ, তুমি—আদর্শ স্থাপনের জন্যই চরকা কাটিবে, তুমি বড়, লোকে তোমার অনুকরণ করে, তুমি করিলে অন্য পাঁচজন তোমার অনুকরণ করিবে—তুমি সেই জন্যই করিবে। কিন্তু তুমি বলিতেছ বিনা স্বার্থে কেবল আদর্শ স্থাপনার্থে অতটা পারিয়া উঠিবে না।—তুমি রাজা, মহারাজা, জমিদার, বেশ, কিন্তু প্রজার সংসার স্বচ্ছল হইলে তোমারই লাভ, তোমার খাজনার এক পয়সাও বাকী থাকিবে না, তোমাকেও টাকার জন্য আকাশ পাতাল ভাবিতে হইবে না; সুতরাং প্রজার অবস্থা যাহাতে স্বচ্ছল হয় এরূপ আচরণ করিতে তুমি স্বার্থতঃই বাধ্য। তোমার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যই তোমাকেও চরকা ধরিতে হইবে।

তুমি ব্যবসায়ী ধনবান—আমাদের পাঁচজনের ধনই তোমার নিকট গিয়া

উপস্থিত হইয়াছে—যদি আমাদের স্বার্থ রক্ষা হয়, আমাদের পাঁচজনের অবস্থা স্বচ্ছল হয়, তুমি তৈল কয়লা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী, নিত্য ব্যবহার্য্য ধাতু দ্রব্যাদির ব্যবসায়ী, আতর গুলাব আদি বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায়ী—ঘরে পয়সা থাকিলে আমরা স্বভাবতঃই উপরোক্ত সামগ্রী সকল আমাদের আশা মত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিব, সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বচ্ছল সংসার আরও স্বচ্ছল হইবে, নচেৎ তুমি যাহা করিয়াছ তাহাও রাখিতে পারিবে না, যদি আমার কিনিবার পয়সা না থাকে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এবং যতটুকু নিতান্ত না হইলে নয়, তার চেয়ে বেশী আর তোমার কয়লা লৌহ আতর গুলাব কিনিতে যাই না। যদি বেশী বিক্রয় না হয়, তোমারও আশানুরূপ লাভ হইবে না, সুতরাং তোমার বাড়ীতেও আর দোল দুর্গোৎসব হইবার আশা থাকিবে না; আজ না হউক, যদি সাধারণের অবস্থা এইরূপই চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে তোমাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ থাকিলেই অসাধারণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভব - আমাকে রাখিলেই তবে তুমি নিজে থাকিবে এই কারণেই—যাহাতে আমার সংসার স্বচ্ছল হয়, তাহার জন্য তোমাকে চেষ্টা করিতেই হইতেছে; চরকায় মুখ্যভাবে তোমার উপকার না হইলেও আমার উপকার হইবে আর তুমি করিলেই আমার করিবার প্রবৃত্তি আসিবে, আবার আমার করার উপরই তোমার স্বার্থের নির্ভর সুতরাং তোমাকে ইহা নিজ স্বার্থের জন্যই করিতেছে।

মোটা পড়িবে কেন ?—বলিলাম ত তুমি ধনের অধিকারী হইয়াছ, লোকে তোমার অনুকরণ করিতেছে, তোমায় সম্মানিত করিতেছে—এক্ষেত্রে তুমি যদি মোটা না পড়, মোটা পড়া সম্মানের বিষয় হইবে না। সম্মানের বিষয় না হইলে লোকে তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করে না, বর্ত্তমান অবস্থায় সূক্ষ্ম

বস্ত্র প্রস্তুত হওয়া সমধিক সময় ও দক্ষতা সাপেক্ষ। কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ আমাদের দক্ষতা নাই এবং নানা কারণে বেশী সময়ক্ষেপ করিতেও পারি না কাজেই (উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ে মসলিন ব্যবহারের সামর্থ্য স্বত্বেও তুমি যেন সূক্ষ্ম বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন না কর, তোমার গৃহিণী যেন মোটা ব্যতীত সূক্ষ্ম বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ না করেন। আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য ব্রত ধারণের ন্যায় তুমি 'মোটা' পরিধান করিয়া আগে আত্মস্থ হইয়া লও পরে সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিও, সূক্ষ্ম পড়িবার মত অবস্থা হইলে তখন আর আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু আমার মা মাসী, স্ত্রী কন্যার হাতের খদ্দর অপেক্ষা কি বাজারের রামা শ্যামার মসলিন আমায় বেশী আনন্দ দিতে পারে? বেশী লজ্জা নিবারণ করিতে পারে? কিন্তু ভাবের কথা যাক, আমরা টাকার দিক দিয়াই দেখিতে বসিয়াছি, সেই দিক দিয়াই দেখিব।

পরামর্শ—সাবেক ধরণের চরকাই ভাল। এখন পর্য্যন্ত কাজ লায়েক কম পরিশ্রমে কম সময়ে বেশী সূতা কাটা যন্ত্র (কলের চরকা) গৃহ শিল্পের উপযুক্ত মত আবিস্কৃত হয় নাই। অপব্যয় নিবারণের হেতুভাবে যে চরকার প্রয়োজন—তাহার পক্ষে সাবেক ধরণের চরকাই যথেষ্ট, নূতন আবিষ্কার না হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

নিজেরাই চরকা তৈয়ার করাইয়া প্রতি গৃহস্থের বাটীতে তাঁহার লোক সংখ্যার অনুপাতে দিবে,—প্রতি ৫ জন লোকের জন্য—গড়ে ১টী চরকাই যথেষ্ট। তুলার গাছ করিয়া দিতে সচেষ্ট হইবে, গাছ যতদিন না জমিয়া উঠে, নিজেরাই অগত্যা বাজার হইতে কিনিয়া দাও। ক্রমশঃ দাম শোধ লইও।

শুধু চরকা দেওয়া নয়, সূতা কাটা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবে। উৎপন্ন সূতা কিনিয়া লইয়া তদ্দারা কাপড় প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিবে, উদ্বৃত্ত সূতা বাজারে বেচিয়া দিবে। কলিকাতায় সূতা

পটিতে সূতা পাঠাইলেই বিক্রয় হইয়া যাইবে। ১১ নং ওয়েলিংণ্টন স্কোয়ারে পত্র লিখিলেও সূতা বিক্রয়ের ভাবনা হইবে না।

অবশ্য ৩৲ টাকা খরচ করিয়া চরকা কেনা অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষেই বিশেষ অসুবিধার কথা নয়, কিন্তু চরকায় সূতা কাটিয়া সেই সূতাতেই যে যে কাপড় হওয়ার সম্ভব, সে কথা লোকে একবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। "অমুকের বাটীতে নিজেদেরই কাটা সূতার কাপড় ব্যবহার হইতেছে, তাহারা আর কিনিয়া পড়ে না"—এ ব্যাপার চক্ষের উপর না দেখিলে লোকে তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া চরকা কিনিতে সঙ্কুচিত হইবে।

প্রত্যহ এক ঘণ্টা সূতা কাটিলে একজন সাধারণ ব্যক্তি এক মাসে এক খান প্রমাণ কাপড় ও একটা ছোট জামার আবশ্যক মত সূতা তৈয়ার করিতে পারে। টানা পড়েন প্রায় সমান সমান হইলেই, স্থায়ীত্বও অধিক হইবে। তোমরাও যে তোমাদের বাড়ীর প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিতেছ তাহা দেখাইবে—তবেই অন্যের ভরসা ও প্রবৃত্তি হইবে।

স্ত্রীলোকদের উপরই চরকার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। আমাদের গৃহস্থ নারীর সময় কম—পরিশ্রমও বেশী। নারী পুরুষ সকলেই অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে চরকা কাটিলে অল্প সময়ের মধ্যেই কিনিয়া কাপড় পড়া বন্ধ করিতে পারিবে। প্রথম প্রথম হয় ত সব সংসারে সফল হইবে না। কিন্তু যে সংসার হইতে অন্ততঃ দু খানাও নিজেদের সূতা কাটা কাপড় প্রস্তুত হইবে, দেখিও সে সংসারে বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবশীকে আর তোমাদের বলিবার আবশ্যক হইবে না,—একবার স্বার্থের আস্বাদন জানাইয়া দিতে পারিলেই দেখিবে উৎসাহের সহিত সান্ধ্যবন্দনা নমাজাদির ন্যায় নিত্য নিয়মিত ভাবে চরকা কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আশানুরূপ চরকা না: চলার কারণ, ভাল তুলার অভাব। প্রতি গৃহে তুলা উৎপন্ন না করিতে পারিলে কিছু হইবে না। তোমরাই বীজ আনাইয়া প্রতি গৃহস্থের বাটীতে 'গাছ কার্পাসের' চারা লাগাইয়া দিয়া এস। গাছ বড় হইলে, তুলা ফলিলে তখন তাহারা নিজেরাই কার্পাস লাগাইবার চেষ্টা করিবে। বীজ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কাজ হইবে না।

এ উদ্যম বিহীন, অলস, পরপ্রত্যাশী দেশে কেহই কিছু নিজে করিয়া লইতে চায় না—সুতরাং প্রথম চেষ্টা ও উদ্যোগ তোমাদেরই উপর নির্ভর। (কার্পাস অধ্যায়—পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।)

প্রতি গৃহস্থই দরিদ্র, ঋণগ্রস্থ, সকলকেই সুস্থ হইতে হইলে চরকার বহুল বহুল প্রচার একান্তই আবশ্যক। নিয়ম কর—বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইতে (বা যে কোন দিন সুবিধা মত স্থির করিয়া লও) আর কেহ খদ্দর (চরকার সূতার কাপড়) ব্যতীত অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিব না। খদ্দর পরিধান না করিয়া কোন, বিবাহ আদি সভাতে বা কোন দেব-মন্দিরে বা মসজিদে প্রবেশ করিব না। যৌতুক আদিতে খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন কাপড় দিব না বা লইব না, পারতপক্ষে কিনিয়া কাপড় পড়িব না, তবেই দেখিবে বৎসরেক মধ্যেই স্বহস্ত নির্ম্মিত খদ্দরেই দেশ ভরিয়া উঠিবে। যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি কাতরতার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক চরকা কাটিতে না চান কিন্তু খদ্দর ব্যবহার করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য রুমালগুলিও যদি তাঁহারা নিজেরা সূতা কাটিয়া প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার থাকে না।

তাঁত—ঠক্‌ঠকী তাঁতই লাভজনক, অনেক ভদ্রলোক বেকার আছেন, তাঁহারা অনায়াসে আরম্ভ করিতে পারেন—দৈনিক লাভও ১॥০ হইতে ২৲ টাকার কম নয়। শ্রীরামপুর ঠক্‌ঠকীর দাম ১২৲ হইতে ৫০৲

টাকা পর্য্যন্ত। হাতে কলমে না শিখিলে চলে না সুতরাং এ সম্বন্ধে বে লেখা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে প্রথমে ৮ ঘণ্টায় ১ জোড়া কাপ বোনা যায়, খুব কম করিয়া ধরিলেও তার মজুরী ২৲ টাকায় কম নয় হয় শ্রীরামপুরে অথবা দেশের যাহারা ঠক্‌ঠকী চালায় তাহাদের নিকট কাজ শিখিলেই চলিতে পারে।

পরামর্শ—নিজেরা যদি কেহ শ্রীরামপুর আসিয়া 'তাঁত' শিখিয়া যাইতে পার তাহা হইলে সকলের চেয়ে ভাল. নচেৎ যে কোন অভিজ্ঞ কারিকরের কাছে শিখিয়া লইবে। গ্রামে অন্ততঃ ১ খানা বসাইলেই, তোমার দেখাদেখি আরও পাঁচ জন করিতে চাহিবে। সূতায় পাকা রং করা শিখিবার জন্য আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত "দেশী রং"নামক পুস্তক পাঠ কর। মূল্য ২৷৷০ টাকা মাত্র।

সংসার স্বচ্ছলের আরও একটী কথা।—

কলিকাতার অননুকরণ।

অস্বচ্ছল সংসার স্বচ্ছল করিতে হইলে আমাদিগকে নিজ গৃহেই অন্নের সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় শিল্পজাত সামগ্রীরও উৎপাদন করিতে হইবে। বস্ত্রাদি ব্যতীতও অনেক শিল্পজাত সামগ্রীর প্রয়োজন কিন্তু তাহা নিজ গৃহেই সময় সুবিধা ও উৎকর্ষের হিসাবে তুলনায় সস্তায় উৎপাদন করা যায় না—সুতরাং যাহা নগদ পয়সা ব্যয় করিয়া কিনিতেই হয়—এখন সামগ্রীর ব্যবহার কমাইতে হইবে। অনেক সময় আমি ইচ্ছা করিলেও কাজে তাহা পারি না ; না পারিবার হেতু এই যে আমি যাহাদের সহিত বসবাস করিতেছি অর্থাৎ আমার অবস্থায় লোকে সাধারণতঃ যেরূপ করে, আমাকেও

সম্মান রক্ষার্থে—বাধ্য হইয়া তদ্রুপ 'চাল-চলনে' থাকিতে হয়। নানা কারণে কলিকাতাই এখন কেন্দ্র হওয়ায় আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানগণ (ধনীদের কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহারা গননায় খুবই কম, এবং অবস্থায় অতি পার্থক্য হেতু আমরাও বড় একটা তাহাদের অনুকরণ করিতে পারি না, মধ্যবিত্তেই দেশ ভরা।) কলিকাতার অনুকরণ করায় সুদুর পল্লীতেও 'চাল চলন' বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার—আচার ব্যবহার লোক লৌকিকতা, খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, ভাষা ভঙ্গী, ভোগ উপকরণ ভোগ করিবার পদ্ধতি এমন কি মনের ভাবও অনুকৃত হইতেছে। ইহার ফলে আমাদের অযথা খরচ বাড়িয়াছে—এবং কলিকাতাতেই পাশ্চাত্য প্রথামত বাধাহীন উদ্দাম ভোগের—সুবিধা থাকাতেই ১ম শ্রেণীরা (ধনীরা) পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ২য় শ্রেণীস্থেরা যাঁহারা গ্রামে আছেন তাঁহাদেরও খরচ বাড়িয়াছে—এবং পল্লীতে থাকিয়াও কলিকাতার ভাবে বসবাস করিতেছেন—যাহারা এ চাল মত চলিতে পারে না তাহারা নিতান্তই অভদ্র, এইরূপই ধারনা হইয়াছে, ফলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করা ক্রমশই পৌরাণিক হইতে চলিয়াছে।

সহরে—আমি বা আমার ভিন্ন তুমি বা তোমার দেখিবার অবসর ও সুবিধা থাকে না সুতরাং পল্লীজীবনের সকলকে লইয়া যে 'আমি' সে আমি সহরে কম। নিজেরই কুলাইয়া উঠিতে পারি না, তা আবার অন্যের কথা —'আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাকে'। সহরের এই ব্যসন—এই ব্যয় বাহুল্য —এই সংকীর্ণ আত্ম ভোগ পরায়নতা—পল্লীতে ধ্বনিত হইয়া পল্লীরও স্নেহ, মায়া, মমতা, উদারতা স্থলে নীচ স্বার্থপরতা (তোমার হ'ল না হ'ল, তা' আমার কি) আনিতেছে। তাই তোমার বৈঠকখানার সম্মুখে আমার পায়খানা—আইনে না বাধিলে করিতে পশ্চাদপদ হই না।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে দেশে এখনও রেল যায় নাই (অর্থাৎ কলিকাতায় সংস্পর্শ কম) যে দেশে এখনও 'কামিজ সেমিজের' প্রচলন কম সেখানে লোকে এখনও কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী লোকের মত অতদূর আত্মপরায়ণ হইয়া উঠে নাই। সেখানে এখনও *সকলকে লইয়া যে আমি, সে আমির অস্তিত্ব বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোকে সরল ভাবে সরল জীবন যাপন করে, ঘরে ভাত না থাকিলেও তোড়ঙ্গ* বোঝাই নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত জামাজোড়া বডি ব্লাউজ, ৮৷১০৷২০৷৩০ টাকার জুতা, সরু মোটা মাঝারি হাত ছড়ি (অথচ কুকুর মারিতে ভাঙ্গিয়া যায়) রঙ্গ বেরঙ্গের চশমা বোতাম প্রভৃতি এখনও অনাবশ্যক—এ সব বিলাস উপকরণের অবৈধ ব্যবহার এখনও নিন্দনীয়।*

বর্ত্তমান যুগে রেল হইতে দূরে বাস করাই যে ভাল তাহা বলিতেছি না, কিম্বা সহরের নিন্দা করাই যে আমার উদ্দেশ্য তা নয়—বর্ত্তমানে রেলও পাইতে হইবে কিন্তু—রেলে করিয়া পল্লী-ধ্বংসকর আচার ব্যবহারের আমদানী করা হইবে না—ইহাই আমার বলিবার কথা।

সহরে ভাল মন্দ দুই-ই বর্ত্তমান। সাহসিকতা, সময়ানুবর্ত্তিতা, দায়িত্ব বোধ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, অহেতুক ঈর্ষা পরবশ না হওয়া, অ-পরশ্রী কাতরতা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণই—সহরের আছে। সহরের সকলেই যে আত্মপরায়ণ এ-কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার নিজের জীবনেই সে পরিচয় অনেক পাইয়াছি—কিন্তু আমরা সাধারণ সহরবাসীর যে মারাত্মক দোষ সকল পল্লীতে আমদানী করিয়া, মনে ও ধনে উভয়তঃই মরিতেছি—তাহারই আলোচনা করিতেছি মাত্র।

* আমাদের নিরক্ষর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অনেক সময়ই পরার্থ পরতার নিদর্শন পাই। তাহারা এখনও ভাল করিয়া 'কামিজ সেমিজের 'মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই—গোটা দুই পাঠাইয়া দিলে হয় না ? কি বল ?

পূর্ব্বে পল্লীবাসী কলিকাতাতে থাকিয়াও তাহার পল্লীত্ব বজায় রাখিয়া সরল ভাবে সরল জীবন যাপন করিত, বর্ত্তমানে সহরের নাগরিকত্ব (আড়ম্বর পূর্ণ—আত্মপরায়ণতা) অজানিত ভাবে পল্লীতে লইয়া গিয়া পল্লী ধ্বংস করিতেছে—সভ্যতারা ধারা উল্টা বহাতেই—এই সর্ব্বনাশের উৎপত্তি হইয়াছে—পল্লীবাসী ধনে ও মনে উভয়তই মরিতে বসিয়াছে।—কলিকাতার—অননুকরণই ইহার এক মাত্র ঔষধ।

পরামর্শ—কলিকাতায় থাকিবার সময় যেরূপ জামা কাপড় জুতা পোষাক তোমাকে কর্ম্মোপলক্ষে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ব্যবহার কর, কিন্তু গ্রামে গিয়া তাহা ব্যবহার করিবার দরকার নাই। মোটের উপর যাহাতে খরচের বাব বাড়ে এমন নূতন কিছু গ্রামে ঢোকাইও না, বরং বর্ত্তমানে কমাইতে চেষ্টা কর; বেশী নয় কিছু দিনের জন্য সংযত হইলেই ইহার ফলাফল বুঝিতে পারিবে। গ্রামটীকে দেব-মন্দিরের ন্যায় দেখ—তুমি আমি যেমন কোন রকম বিলাস ব্যসন দেব মন্দিরে বসিয়া ব্যবহার করি না, তেমনি কোনরূপ বিলাস ব্যসন গ্রামে গিয়া ব্যবহার করিও না। থিয়েটার করিবার সময় যেমন রাজা সাজা আর কি, থিয়েটারের পরে যেমন আমি যে রামচন্দ্র সেই রামচন্দ্রই আছি, তেমনি কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মানুসারে অগত্যা যাহা হয় রাজা উজীর সাজ—কিন্তু পল্লীতে যাইবার সময় সে পোষাক ও সে মন উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাইও—এই ভাবে কলিকাতা ভোগে তুমি ধ্বংস হইবে না সুতরাং তোমা কর্ত্তৃক পল্লীও ধ্বংস হইবে না।

এ ভাবে চলিলে সংসারের অনাবশ্যক (শুধু আড়ম্বরের জন্যই আবশ্যক) এমন অনেক দ্রব্যেরই প্রয়োজন থাকিবে না, সুতরাং খরচ কমিবে সঙ্গে সঙ্গে বিরোধও কমিবে—সকল দিকেই আত্মস্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী হইবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি।

স্বদেশী শিল্পের প্রচার বাঞ্ছনীয় কেন ?—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিল্পের কতক অংশ ঘরে উৎপন্ন করা হইয়া উ‍ে বাজারে খরিদ করিতেই হয়। এরূপ স্থলে দেশী মূলধনে, দেশী মস‍ঃ দেশী পরিশ্রম জাত দ্রব্যাদিই কিনিতে হয়।

তোমার নিকট তৈজস কিনিলাম দাম ৫৲ টাকা, তুমি আমার নি চাল কিনিলে দাম ৪৲ টাকা, এক্ষেত্রে উভয়েরই আদান প্রদানে উভয়ে‍ঃ আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল—এবং ঐ টাকাটার কতক অংশ উভ‍ে হাতেই রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে ঐ টাকাটা দিয়াই অন্যান্য জিনিষ কিনিব‍ সুবিধা হইবে। তাহা হইলে টাকা এমন জায়গায় দেওয়া যায় না, যাহা আবা কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন রূপে আমারই নিকট ফিরিয়া ‍ঃ আসিবে—সুতরাং বিদেশ জাত (বহুদূর জাত) দ্রব্য কেনা হয় না— কিনিলে লোকসান হয়।

এ সম্বন্ধে বিশাদ লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে— বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা নিরর্থক, তবে মোটের উপর ব্যবস্থা এই যে যাহা সহিত আদান প্রদানে টাকাটার কতক অংশ আমার নিকটেই শীঘ্র ফিরিয় আসিবার সম্ভাবনা তাহারই সহিত আদান প্রদান করা লাভজনক—এ‍ঃ কারণেই নিকটস্থ শিল্পীর আদর করা উচিত।

মিল জাত দ্রব্য কিনিতে হইলে মূলধন দেশের বাসিন্দা হওয়া উচিত কেবল হিন্দু মুসলমানাদি কেন, যে সব ইংরাজও স্থায়ীভাবে ভারতে বসবা‍ঃ করিতেছেন তাঁহারাও ভারতীয়—এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের লাভের অংশ যেরূপে‍ঃ ব্যয়িত হউক না, দেশের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইবে। নচেৎ এক জন ভারতী‍ঃ হিন্দু যদি ইংলণ্ডে বসবাস করেন এবং তাঁহার লাভের টাকা যদি তাঁহা‍ঃ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ইংলণ্ডেই ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে অর্থ নীতি অনুসা‍ে

দেশের কোন লাভই হইল না—শ্রমিকের মজুরীটা ছাড়া। এই কারণেই যত দূর সম্ভব দেশী মূলধনের মিলজাত দ্রব্যই ব্যবহার করা উচিত। বঙ্গের পক্ষে 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'মোহিনী' মিলের কাপড় ব্যবহারই সঙ্গত।

কিন্তু টাকা বাড়িলেও সুখ বাড়িবে না, জিনিষের প্রাচুর্য্য বাড়িয়া যাহাতে বে-দামী হইয়া পড়ে, অনায়াসে লভ্য করিতে হইলে তাহাই করিতে হয়। বিদেশ জাত দ্রব্যের ব্যবহার যত কম হইবে ততই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে থাকিবে—শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যই দেশোৎপন্ন জিনিষ বিদেশে পাঠাইতে হয়,—সুতরাং যতই আমরা দেশী জিনিষ কিনিব ততই জিনিষের প্রাচুর্য্য বাড়িয়া প্রায় দেশোৎপন্ন জিনিষই অনায়াস লভ্য হইয়া পড়িবে।

পরামর্শ—পারত পক্ষে মিলের জিনিষ ব্যবহার করিও না, গৃহ শিল্পীর সামগ্রী ব্যবহার করিবে—নিতান্ত অগত্যা স্থলে বাসিন্দার মূলধনে, দেশী পরিশ্রম জাত দ্রব্যের ব্যবহার কর—নিকটস্থ শিল্পীর দ্রব্যই সর্ব্বাগ্রে আদরণীয় ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। যে দ্রব্য গৃহে সস্তায় উৎপন্ন করা যায় না, কেবল তাহাই মিলের কিনিতে হয়। অপব্যয় নিবারণের ইহাই সার কথা।

গভর্ণমেণ্ট—যাহাতে বাস্তবিকই দেশে ছোট ছোট গৃহ শিল্পের উন্নতি হয় এমত ব্যবস্থা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। শ্রীরামপুরে বয়ন বিদ্যালয় ও কলিকাতায় চামড়ার কারখানা খোলা হইয়াছে। বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া তাঁত বোনা শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিভাগের কর্ম্মচারী সকলের নিকট হইতে সকল রকমের পরামর্শ ও সাহায্য বিনা পয়সায় পাওয়া যাইবে।

কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হইলে ৮৭এ পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা; ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রী (Director of Industries) নামে লিখিতে হইবে। মফঃস্বলে সার্কেল অফিসারদের নিকট জানাই সুবিধা জনক।

মফঃস্বলের শিল্পবিভাগের সার্কেল অফিসারদের ঠিকানা—

কলিকাতা—(কলিকাতা, ২৪-পরগণা, খুলনা, যশোহর, হাবড়া ও হুগ জেলার পক্ষে)।

ঢাকা—(ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর ও নদীয়া জেলার পক্ষে)।

চট্টগ্রাম—(চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত প্রদেশের পক্ষে)।

রাজসাহী—(রাজসাহী, দার্জ্জিলিং, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর বগুড়া ও পাবনা জেলার পক্ষে)

আসানসোল—(বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকড়া ও মেদনীপুর জেলার পক্ষে)।

অর্থ উৎপাদন।

অর্থের অপব্যয় নিবারণের কথা বলিয়াছি—এইবার কি করিলে অর্থ-উৎপাদন করিতে পারা যাইবে তাহারই আলোচনা করিব। অর্থ উৎপাদনের প্রশস্ত পথ,—দশের দোকান; ধর্ম্মগোলা; সায়েরাৎ আয় ও ধর্ম্মদাদন [আয় না বাড়াইতে পারিলে বড় খরচের পদগুলি হাঁসিল করা যাইবে না, কম লইয়া বেশী দিতেও পারা যাইবে না—চাঁদা লওয়ার উদ্দেশ্যও সফল হইবে না। (চাঁদা লওয়ার উদ্দেশ্য—পত্রখানি পাঠ কর।)

দশের দোকান:—নিজেরা যত কম মূল্যেরই হউক একটী দোকান প্রতিষ্ঠিত করিবে। (প্রথমে যেন দশের সঙ্গে সম্পর্কই নাই, এই ভাবে দোকান চালাইবে, ব্যক্তিগত দোকান হইলে যেমন করিতে সেইরূপই করিবে।) অন্যান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা কম লাভ লইবে। কদাচ কাহাকেও ওজনে কম বা খারাপ জিনিষ দিবে না। ধারে বিক্রয় করা পরিত্যাগ করিবে।—যতদূর সম্ভব ধারে দিবে না।

হয় নিজেদের মধ্যেই কেহ কর্ম্মচারী স্বরূপ থাকিবে এবং উচিত বেতন লইবে, আর না হয় কোন বিশ্বাসী কর্ম্মদক্ষ লোককে কর্ম্মচারী রাখিবে এবং সময় সময় তদারক করিবে—ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। যে টাকা দিয়া দোকান খোলা হইয়াছে বৎসর শেষে তাহার সুদ বা লভ্যাংশের কতক অংশ মূলধন দাতাদিগের মধ্যে দিবে, অবস্থা বুঝিয়া কিছু সাধারণ গ্রাম্য তহবিলে জমা দিবে। বাকী লভ্যাংশ মূলধনে যাইবে। তোমাদের মণ্ডলীর সকলেরই দোকান, যাঁহারা টাকা দিয়াছেন কেবল তাঁহাদেরই নয় মনে মনে এবং ব্যবহারে এই ভাব বজায় রাখিবে। ক্রমশঃ দোকান সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং লোকেরও নিয়ম মত কাজ করা অভ্যাস হইলে দশের দোকান সাধারণ তহবিলে ছাড়িয়া দিবে —অর্থাৎ তখন সাধারণের মতামত অনুসারে দোকান পরিচালনা ও লাভের টাকার—কোন অংশে কত দেওয়া যায় প্রভৃতির বিচার বিবেচনায় অধিকার দিবে, এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই দোকান চলিবে। প্রথম হইতেই সাধারণকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিলে—সাফল্য লাভের আশা কম।

পরামর্শ।—যত শীঘ্র পার যত কম মূলধনেই হউক এরূপ একটী কারবার প্রতিষ্ঠা কর। কমসুদে দেনা করিয়াও করিতে পার, তাহাতে লোকসান হইবে না—তবে যতদিন না দেনা শোধ হয়, ততদিন নিজেদেরই একজনকে দোকানে কর্ম্মচারীরূপে থাকিতে হইবে। কিছু দেনা না দিলে দোকান ভাল চলে না, গৃহস্থ হিসাবে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত ধারে দিবে, টাকার ঊর্দ্ধ হইলে তাগাদা করিবে ২৲ পর্য্যন্ত উঠিলে আর বাকীতে দিবে না। গ্রামের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে কিন্তু তাহাতেও নিরুৎসাহ হইবার কিছু নাই। নিজেদের দোকান বলিয়া নিজেরাই যেন ধারে বা নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা সস্তায় বা একটু ওজনে বেশী লইয়া বসিও না। যিনি কর্ম্মচারী আছেন তোমরা বলিলে তিনি কিছু

না দিয়া থাকিতে পারিবেন না কিন্তু ইহাতে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা হইবে। এক কথায় অপর কোন মহাজনের দোকান হইতে যেরূপ ব্যবহার করিতে এ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ব্যবহারই করিবে—বস্তুতঃ ইহাকে নিজের নিকটে অপরের স্থিত বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। কর্ম্মচারীরা তোমার বাটীর কর্ম্মচারী নন, সুতরাং দোকানের কার্য্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি-গত কাজের জন্য কখনও অনুরোধ করিবে না—বা লোককে দেখাইবার জন্য তাঁহাদের উপর 'সদ্দারী ফলাইতে' যাইবে না। দোষের কিছু হইলে ধীরে স্থিরে গোপনে বলিয়া দিলেই হইবে। বেতন ছাড়া বাৎসরিক লভ্যের কিছু অংশও কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া উচিত তাহাতে উৎসাহ বাড়ে। দুনিয়ায় লাভের আশা নাই কার? সুতরাং তাঁহারাও "যত ভাল হইবে তত বেশী পাইব"—জানিতে পারিলে যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্যই সচেষ্ট হইবেন। যাহাতে গ্রামের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি তোমরা দিতে পার, এবং যাবতীয় রপ্তানীর দ্রব্যাদি তোমরাই ক্রয় করিতে পার—এই লক্ষ্যে কাজ করিবে।

ব্যবসায়িক সততা ও অধ্যবসায় থাকিলে ২।৩ দিন বৎসর মধ্যেই দেখিবে অন্ততঃ অর্দ্ধেক সাফল্যও লাভ করিয়াছ—ইহা আয়ের একটী সাধারণ অথচ নির্ব্বিবাদী প্রশস্ত পথ, সুতরাং যত শীঘ্র পার ইহার প্রতিষ্ঠা কর—দশের দোকান একাধারে অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা আমাদের সংসারের অন্যায় ক্ষতির নিবারক এবং সাধারণ তহবিলের—ধনোৎপাদক।

ধর্ম্মগোলা—প্রথমে নিজ গোলা হিসাবেই ধর্ম্ম গোলা খুলিবে। দশের দোকানের যাহা প্রেরণা ইহারও তাহাই। কিন্তু বাড়ীর (সুদের) হার যেন যথাসম্ভব কম হয়। তোমরা যে বরাবর এইরূপ কম সুদেই

দিবে, ইহাও সাধারণকে জানাইয়া দিবে। পরে ক্রমশঃ গোলার কাজ ভালরূপ চলিলে—দশের তহবিলে ছাড়িয়া দিবে। যে বৎসর ভাল ধান হইবে সে বৎসর ভাল কাজ চলিবে না তবে একেবারে বন্ধ থাকিবে না কিছু কিছু চলিবে, কিন্তু দুর্ব্বৎসরের বৎসরে ইহাতে যে কি রক্ষা করিবে এবং আরও যে কিরূপ আশাতিরিক্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, ইহা একাধারে অসময়ে প্রাণরক্ষক ও ধনোৎপাদনের হেতু। (পত্রখানি পাঠ কর।)

সায়েরাৎ বা জলাশয়ের আয়—কি প্রণালীতে পুষ্করিণীতে মাছ লাগাইয়া লাভ করা যায় তাহা "পত্রে" বলা হইয়াছে। মৎস্যের 'পোনা' দেশে লওয়াই ভাল, তবে যেখানে নাই কিম্বা খুব দাম বেশী—তাঁহারা Superintendent, Fishery Department, Writers Buildings, কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে পারেন। দাম বর্ষ অনুসারে ১০০০ করা ১০ হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত! মাছ পোনা (রুই, কাতলা, মৃগেল) ছাড়া অন্য কিছু থাকিবে না—মৎস্য যাইবার রেলওয়ে মাশুল লাগে না এবং যে ব্যবস্থায় লইয়া গেলে মরিবে না, সেরূপ ব্যবস্থা কর্ম্মচারীরাই করিয়া দেন। হয় নিজে আসিতে হয় কিম্বা উপরোক্ত ঠিকানায়—আষাঢ় শ্রাবণে দরখাস্ত করিতে হয়।

যে পুষ্করিণীর ছেঁচ নাই, অথচ অনেক অংশীদারের সেইখানেই কাজের সুবিধা। যেখানে ছেঁচ আছে—সেখানে পঙ্কোদ্ধার করার পর লোকে সব জলটুকুই তুলিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহা দিবে না,—অজ্ঞলোকের ভবিষ্যত দর্শন নাই বলিয়া প্রথমে হয়ত তাহারা রাগ করিবে, পরে কিন্তু যখন হাতে কলমে ইহার উপকারিতা বুঝিবে তখন তোমারই পক্ষসমর্থন করিবে ইহা নিশ্চিত। মৎস্য রক্ষার জল না রাখিয়া নূতন বাগান পুকুরে

কিছুতেই সমস্ত জল উঠাইয়া লইতে দেওয়া উচিত নয়। আইন অনুসারেও তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষ দুর্ব্বৎসরে স্বতন্ত্র কথা। নিজের পুকুর হইলে যে ব্যবস্থা করিতে, এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করিবে। পরে ক্রমশঃ লোকের (যতটা পাইতেছি সবটাই লইতেই হইবে, তাহাতে অন্যের ক্ষতি হইলেও দেখিবার নাই এ) ভাবটা দূর হইলে সাধারণকে ছাড়িয়া দিবে—পত্রখানি পাঠ কর।

মালিকগণের সহিত যথাবিহিত লেখাপড়া করিয়া লইবে, বন্দোবস্ত ১১ বৎসরের জন্যও হয়; চিরকালের জন্য মৌরসী মোকররীও হয়—ক্ষেত্র অনুসারে যাহা করা উচিত হয়, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাই কর।

ঋণ দাদন—পল্লীগ্রামে অনেক সময় সুদের হার অত্যন্ত বেশী, এমন কি শতকরা মাসিক ৩৲ টাকা পর্য্যন্তও আছে। সুদের সুদ ত পাড়াগাঁয়ে ন্যায্য সুদের মধ্যেই গণ্য। ইহার উপর আবার কত রকম অন্যায় ব্যবহার, কত অন্যায় কৌশল যে হয়, তাহা আর বলিবার নয়। ৫০৲ টাকা দিয়া ৫০০৲ শত টাকা আদায় হইয়াছে—এমন ঘটনাও পল্লীগ্রামে বিরল নয়। কি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা!

কিছু বেশী টাকা হাতে হইলেই ঋণ দাদন আরম্ভ করিবে; অল্প টাকা লইয়া এ ব্যবসা করা চলে না—সামান্য ২০০।১০০ টাকা লইয়া এ ব্যবসা করিতে নাই। একবার যে মহাজন ত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে মহাজন করিবে, সে আর পূর্ব্ব মহাজনের নিকট টাকা পাইবে না, বরং পূর্ব্ব মহাজনরা জব্দ করিবার চেষ্টাই করিবে—সুতরাং তোমাদিগকেই তাহাকে সময় অসময় টাকা দিতে হইবে, না দিতে পারিলে কেহই তোমাদিগের প্রতি আস্থাবান হইবে না, হাতে বেশী টাকা না জমিলে ইহা আরম্ভ করা ভুল।

তোমার নিজের টাকা হইলে যেমন রীতিমত লেখাপড়া করিয়া বা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা দিতে এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা করিবে।

সুদের হার যথাসম্ভব কম করিবে (শতকরা ১৲ টাকার ঊর্দ্ধ না হইলেই ভাল হয়); বাৎসরিক সুদ বাকী রাখিবে না, যতদুর সম্ভব, টাকায় হউক, ফসলে হউক আদায় লইবে, সুদের সুদ লইবে না। সুদে মুলে ডবলের বেশী আদায় করিবে না। ইহাই যথেষ্ট, ইহার বেশী হইলে খাতক মরিয়া যায়। সমস্ত মুলধন শোধ হওয়ার পর সুদটার জন্য কিস্তিবন্দী করিয়া লইবে—লোকের উপকারের জন্যই ইহার প্রয়োজন—আর বাড়ানই ইহার মুল কথা নয়—এটী লক্ষ্য রাখিবে। আবশ্যক হইলে নালিশ করিয়া জমি জায়গা বেচিয়াও লইতে হয়—কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে, কখনও অস্থাবর আনিবে না বা কাহাকেও ভদ্রাসনচ্যুত করিবে না। রেজেষ্টরীকৃত লেখাপড়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; ঐ সময়ের মধ্যে টাকার নালিশ করিলে চলে। তবে যদি কেহ টাকা ফাঁকি দেবার মতলবে কৌশল করেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাহারও অস্থাবর বা ভদ্রাসন বিক্রয় করা হইবে না।

কম সুদে টাকা দেবার জন্য Co-operative Credit Society হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে তাহা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। তোমরা ও তোমাদের কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে পার। তাহাতে তোমাদের মধ্যে কেহ লোভপরবশ হইলেও টাকাটা আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না। কোম্পানী রেজেষ্টরী-কালীন উকিলের পরামর্শ লও।

পরামর্শ—কোন এক দেবতার নামে, তস্য সেবায়েৎ অমুক বলিয়া টাকা ধার দেওয়া চলিবে। মসজিদ হইলে তস্য মওয়ালী বলিতে হয়। ইহাতেই কাজ চলিতে পারে, তবে কোম্পানী রেজেষ্টরী করাই ভাল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়—

সমাজ—পঞ্চায়েৎ—দুর্ভিক্ষ—আর্ত্তত্রাণ—প্রভৃতি

শিক্ষার সার্থকতা জ্ঞানে, জ্ঞানের সার্থকতা দুঃখ-বিমোচনে; ইহার পূর্ণতা—ধর্ম্মে।

যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী তিনি যেন সেই ধর্ম্মই পালন করেন, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তি। যদি কোনও কারণে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোন দ্বৈধ উপস্থিত হয়, উভয়েই কিছু কিছু আত্মসংবরণপূর্ব্বক কিছু কি পরিত্যাগ করিলেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের মনে আঘাত লাগে এরূপভাবে কোন আচরণ না করিলে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিবার অসুবিধা হয় না।

গ্রাম্য দেব দেবী, পীরস্থান, মঠ—প্রভৃতি ও তাহাদের আসবাবপত্র সকল গ্রামবাসীদের অবস্থার অনুরূপ হওয়া উচিৎ—অমুকের দেবতা বলিয়া কিছু নাই, দেবতা ত সকলেরই। বাৎসরিক কিছু টাকা দেবালয় মসজিদ প্রভৃতির সংস্কার ও আসবাবপত্র সংগ্রহার্থে ব্যয় করিবে। নূতন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা বর্ত্তমানে অনাবশ্যক—যাহা আছে তাহাও থাকিতে না, যাহাতে—পুরাতনগুলিই রক্ষা পায় সর্ব্বাগ্রে সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

দেবসেবার নির্দ্দিষ্ট বাবের আয় হইতে কিছু টাকা (অবস্থা ও লোকের মতিগতি বুঝিয়া, যেমন পার) বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। যাত্রা গান এ সবও চাই, ইহার বিশিষ্ট আবশ্যকতাও আছে কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত টাকাই যাত্রাগানে খরচ করিয়া দিও না, কিছু কিছু বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে এবং তদ্দ্বারা যাহাতে চিরস্থায়ী ভাবে সেবাপূজা চলে এইরূপ সম্পত্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। লাভজনক সম্পত্তি না হইলে দেবতা

উপযুক্ত সেবাপূজা চলিতে পারে না সুতরাং এইটাই লক্ষ্য করিবে। যাহা আয় আছে তদ্দ্বারা সংকুলান না হইলে তোমরা গ্রাম্য তহবিল হইতে টাকা দিয়া সম্পত্তি করিয়া দিবে পরে ক্রমশঃ টাকা উঠাইয়া লইবে।

সাধারণ দেবাশ্রম—একটী সাধারণ 'দেব-আশ্রম' থাকাই যুক্তিযুক্ত। নানা কারণে ভোগ ও পূজা প্রভৃতি হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে এরূপ অবস্থায় যদি কেহ কোন কারণে সাধারণ ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার দেবতা রাখিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট ২।১ বিঘা (যেমন নিয়ম হইবে) জমী লইয়া যাহাতে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পার তাহাই করিবে —যদি কেহ সাধারণ আশ্রম হইতে নিজের দেবতা পুনরায় নিজ বাটীতেই স্থায়ীভাবে লইয়া যাইতে চান তাহা হইলে তিনি যে সম্পত্তি দিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেকের অধিক ফেরৎ পাইবেন না—এইরূপ নিয়ম করিবে।

পরামর্শ—হাতে কিছু টাকা না হইলে এ সব করিতে যাইও না। কিছু টাকা হইলে তখন আরম্ভ করিতে পার। রক্ষাকালী, মনসা, গাজন, ধর্ম্মপূজা, বারোয়ারী প্রভৃতি সাধারণ পূজা সকলের পাকা খাতায় পাকা হিসাব রাখিবে—ইহাতে বাৎসরিক খরচের তুলনা এবং ত্রুটি দুই-ই বোঝা যাইবে। প্রকাশ্য স্থানে হিসাব লটকাইয়া দিবে।

খুব বেশী আয়ের দেবোত্তর যে কেবল দেব-সেবাতেই ব্যয়িত হইবে, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কেবল সঞ্চয়ই করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই—সেবা-পূজার অঙ্গহানি না করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় তহবিলে রাখিয়া, কিছু টাকা অন্য দেবালয়, জলাশয়, গোচর প্রভৃতিতেও ব্যয় করিবে—নরের মঙ্গলের জন্যই নারায়ণ সুতরাং তাহাতে পাপ হইবে না।

সমাজ, পঞ্চায়েৎ ও সালিশ।

সমাজ—পাঁচ জনে এক সঙ্গে বসবাস করিতে হইলে নিজেদের ভালর জন্যই কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রয়োজন, তুমি আমি মিলিয়াই সেই সব বিধিনিষেধ বা নিয়মাবলী প্রস্তুত করি (বা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীই মানিয়া লই) সেই সব বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করা, যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং নিয়মভঙ্গকারীর যথোচিত শাস্তি বিধান করাই তোমার আমার সকলের কাজ, এক কথায়—সমাজের কাজ।

সুতরাং "সমাজ মানি না" বলিয়া বাহাদুরী করিবার কিছু নাই—কেন না যে সব নিয়ম অনুসারে আমাকে চলিতে বলা হইয়াছে তাহা আমার হিতের জন্যই, আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলেও অন্যলোকের তাহাতে বলিবার অধিকার আছে, কারণ আমি এমন আদর্শ হইতে পারি না যদ্দ্বারা অন্যেরও আমার ন্যায় অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।

আমি সেই নিয়ম মানিতে বাধ্য নই, যাহা প্রতিপালন করিলে আমার হিতের পরিবর্ত্তে অহিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিকই কোন্ নিয়মটিতে আমার হিত বা অহিত হইতেছে তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ ত করা চাই। কিন্তু সমস্ত বিষয়ের কার্য্য কারণ জ্ঞান ত সকলের সম্ভবে না, সেই জন্যই শাস্ত্রনির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হয়। সমাজ কেবল সেই শাস্ত্রমতে আমার দোষের অনুপাতে যথোপযুক্ত দণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া দেন, এমতে সমাজ কাহারও প্রতি অহেতুক রূঢ় নন বরং অন্যায় হইতে রক্ষাকারী হিতার্থী বন্ধু—অতএব সমাজ মানিবার আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু বর্ত্তমান পল্লীসমাজের কথা কোন্ পল্লীবাসী না জানেন? ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়া খুঁটিনাটি করিয়া জব্দ করাই ইহার প্রধান কাজ।

সুতরাং শ্রদ্ধার স্থলে অশ্রদ্ধাই আসিয়াছে। শ্রদ্ধা নষ্ট হইবার মূল কারণ (গৌণভাবে) ধর্মবিশ্বাস-নষ্টকারী পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মানুষের 'জ্ঞান' আদর্শ স্থলে 'ধন' আদর্শ গ্রহণ; স্বার্থনিষ্ঠ কেন্দ্রশক্তির অভাব; সঙ্গে সঙ্গে (মুখ্যভাবে) বিচারকের পক্ষপাত দোষ ও জ্ঞানহীনতার জন্য বিচারশূন্য রক্ষণশীলতা।

আমি যে কাজ করিবার জন্য অপরকে সামাজিক দণ্ড দিলাম কিন্তু নিজেই সেই কাজ অবাধে করিতে লাগিলাম—আমার অবস্থা ভাল, সুতরাং তোমার আর কিছু বলিবার যো নাই—ইহাতেই বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমাজ-শক্তি জ্ঞানের হস্ত হইতে ধনের হস্তে আসাতেই গোল হইয়াছে।

সাধারণতঃ লোকে 'ওতে হয় কি ?' 'কে আমার কি করতে পারে'—এইরূপ কথাই বলে। 'ওতে কি হয়'—ওতে যে কি হয়, চক্ষে না দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে না পারা—পাশ্চাত্য ভাবগ্রস্থ নাস্তিক্য বুদ্ধিরই পরিণতি ফল, আর 'কে আমার কি করতে পারে' ইহা কেন্দ্র-শক্তির অভাবেরই কথা। কিন্তু এ কথা বলায় কে ?

যাহারা তোমা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায়কারী হইয়াও তোমার বিচার করিতে যায়, সময়ের পরিবর্ত্তন না বুঝিয়া অতি মাত্র রক্ষণশীলতার অযথা দোহাই দেয়, সংশোধন-প্রেরণায় কাজ না করিয়া জব্দ করিবার অভিপ্রায়েই অপরাধের গুরু লঘু বিচার করে না, সর্ব্বোপরি যাহারা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" ব্যবস্থা দেয় তাহারাই বলায়, তাহারাই সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতেছে।

বিচারক ন্যায়পরায়ণ না হইলে বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। পক্ষপাত বিচারে ন্যায় থাকে না—এ কারণে যাঁহারা সমাজ বা পঞ্চায়েত-ভাবে বিচার করিতে বসিবেন, তাঁহারা যেন কোনরূপে পক্ষপাত দোষে

দূষিত না হন, এবং অতিমাত্র রক্ষণশীলতার দোহাই না দিয়া দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন—ইহার ইহাই একমাত্র প্রতিবিধান।

পরামর্শ।—প্রকাশ্য অনাচারীর দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ বাহির করিতে যাইও না। সৎ সাহসী হইবে, অন্যায় দণ্ডের প্রতিবাদ করিবে। দলাদলী হইতে পারে, তাহাতে ভাবিও না—শেষে ন্যায়ই জয়লাভ করিবে। বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিই সামাজিক বিচারের উপযুক্ত বিচারক।

পঞ্চায়েৎ—সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পঞ্চায়েত সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এখানেও যদি পক্ষপাতদোষ-শূন্য উপযুক্ত বিচারক বা বিচারক-সংঘ না থাকেন তাহা হইলে ইহাও শ্রদ্ধার স্থলে অশ্রদ্ধা আনয়ন করে।

বৈষয়িক বিবাদে তোমাদের কার্য্য, বিবাদ মিটান। যেমন করিয়াই হউক বিবাদটা মিটাইয়া দিতে হইবে, আদালত পর্য্যন্ত না গড়ায় ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বার্থ দেখিয়া, লাভের জন্য কাজ করিও না, ন্যায়রক্ষার্থই চেষ্টা করিবে।

বিচার করিয়া দণ্ড দিতে যাইও না। শক্তি না থাকিলে শাসন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। দণ্ড তিন প্রকার—শারীরিক, আর্থিক এবং সম্মান সম্বন্ধীয়—তোমাদের প্রথম দু' প্রকার দণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা নাই সুতরাং জরিমানা আদি করিতে যাওয়া আদৌ উচিৎ নয়। তোমাদের অমতে চলিলে, তোমরা তাহার সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধ রহিত করিতে পার, এই পর্য্যন্ত।

পল্লীবাসী! যদি সামান্য খরচে গ্রামস্থ বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইতে চাও, বরং যাহার প্রতি তোমার হেতু আছে, তাহার পক্ষ সমর্থন করিও, কিন্তু বিচারাসনে বসিয়া সে আসন কলঙ্কিত করিও না। বাস্তবিক ন্যায় বিচার হইলে ক্রমশঃই বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যাইবে, আদালতে আদালতেও কম দৌড়িতে

হইবে—বিচার কলের উপরেও সকলের শ্রদ্ধা জন্মিবে, ক্রমশঃ সালিশী বিচারের দিকেই প্রবৃত্তি হইবে। দণ্ড যদি প্রয়োগই কর তাহা হইলে যে প্রেরণামূলে তুমি তোমার অবাধ্য পুত্রকে শাসন কর, ঠিক সেই প্রেরণা-মূলেই কার্য্য করিবে। মমত্ববোধ-শূন্য বিচারে কঠোরতা দোষ সংস্পর্শ হয় এবং ফলে শ্রদ্ধার স্থলে অশ্রদ্ধা আসিয়া দাঁড়ায়। কদাচ ব্যক্তিগত রাগ, জিদ, অভিমান বা স্বার্থবশে কখনও এমন কোন কাজ করিও না যাহাতে সময় গতেও সে না বুঝিতে পারে যে কার্য্যটা বাস্তবিকই তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল।

বুদ্ধিমান ও ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিকেই সালিশ মান্য করিবে। তোমার নিজ গ্রামে যদি এরূপ ব্যক্তি না থাকেন (আছেন নিশ্চয়ই কিন্তু নানা কারণে হয়ত তাঁহার উপর তোমার বিশ্বাস নাই) ভিন্ন গ্রামের ব্যক্তিকে সালিশ মান্য করিবে। নিজ গ্রাম ও (আবশ্যক হইলে) গ্রামান্তর উভয়ে মিলিয়া বিচার নিষ্পন্ন করিবে। সালিশগণ পক্ষগণের সহিত যত কম স্বার্থ-সংবদ্ধ হইবেন ততই সুবিধা, আর এই কারণেই ভিন্ন গ্রামের লোকের প্রয়োজন। ধনবান্ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিরই প্রয়োজন বেশী—কেন? সে কথা বলাই বাহুল্য। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী, জমিদার, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক সময়ই ভাল সালিশ।

তোমাদের কর্ত্তব্য, কেহ ডাকুন বা না ডাকুন নিজেরাই নিজে হইতে মধ্যস্থ করিয়া মিটাইয়া দেওয়া। সর্ব্বদা এই লক্ষ্যে কাজ করিবে।

কত জায়গায় যে এই ভুল হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, প্রায়ই লোকে শেষ পর্য্যন্ত মানে নাই এবং যাহারা বিচার করিতে গিয়াছিল তাহারাও শেষে "ও কিছু করিতে পারা যায় না" বলিয়া হাল

ছাড়িয়া দিয়াছে। উদ্দেশ্য সৎ হইলেও ক্রিয়া পদ্ধতির ভুলেই এইরূ ঘটিয়াছে জানিবে।

যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি—বিশেষ আবশ্যক। গ্রামেই দল করিবে, মধ্যে মধ্যে অন্যত্র হইতে ভাল দলও আনাইবে। ইহা একাধারে আনন্দবর্দ্ধক, লোকশিক্ষক, পারস্পরিক প্রীতিবর্দ্ধক, কুচিন্তা নিবারক এবং কলাবিস্তার, উৎকর্ষসাধক। পুস্তকনির্ব্বাচন সময়ে যাহাতে মানুষের সুমতি হয়, শিক্ষা হয় এমন পুস্তকই নির্ব্বাচিত করিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, এবং বৈষ্ণব কবিগণই যে বঙ্গের মূল চরিত্রনির্ম্মাতা তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শব সৎকার—মৃতের সম্মান করিবে। কদাচ কোন মৃতদেহের, শ্মশানের বা গোরস্থানের অবমাননা করিবে না। ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য—ইহার প্রতিও তদ্রূপ আচরণ কর্ত্তব্য। যে কোন ব্যক্তি দেহত্যাগ করিলে যেন তদ্দেহ সৎকারে অযথা বিলম্ব না হয়—যদি খরচ পত্র না থাকে, তোমাদেরই কণ্ড হইতে দান করিবে।—ইহাতে তোমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িবে, কোন বিষয়ে তোমাদের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সঙ্কোচ হইবে—ইহা জনবল বাড়াইবার এবং সাধারণের শুভেচ্ছা লাভ করিবার এক প্রকৃষ্ট পন্থা।

পুরস্কার—কেহ কোন বিশিষ্ট সৎকর্ম্ম করিলে তাহাকে সর্ব্বসমক্ষে সম্মানিত করিবে। ভিন্ন গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগকে সে সভায় নিমন্ত্রণ করিবে, ধন, জ্ঞান ও শক্তি (জমীদার, মহাজন প্রভৃতি, শিরোমণি, হেড মাষ্টার প্রভৃতি এবং রাজকীয় শক্তি-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণ) তিনই যাহাতে সভাস্থ হন, তাহার চেষ্টা করিবে।

আর্ত্তত্রাণ—স্বামী-পুত্র-হীনা, অক্ষম, দুঃস্থ বিধবা, আত্মীয়স্বজনহীন, দুর্ব্বল বৃদ্ধ; আকস্মিক বিপদগ্রস্ত, অনন্যোপায় ব্যক্তি এবং দেশব্যাপক দুর্ভিক্ষে পীড়িত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই আর্ত্ত। ইহাদিগকে প্রত্যাশা-বিহীন সাহায্য করিতে হয়। বাৎসরিক কিছু টাকা এ বাবতে দান করিবার জন্য অতি অবশ্য অবশ্য স্বতন্ত্র রাখিবে।

অনন্যোপায় বিধবা—কতগুলি আছেন তাহার তালিকা করিয়া যেমন কুলাইবে কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিবে। (যাঁহারা খাটিতে পারেন) তাহাদিগকে চরকা ও তুলা দিয়া সূতা কাটাইয়া লইবে। ঐ সূতার দরুণ যাহা লাভ হইবে, তোমাদের দোকানের উচিত আড়ৎদারী বাদে তাঁহাকে দিবে, ইহাতে তাঁহাদের খাটিয়া খাওয়ার যে আত্মপ্রসাদ তাহাও হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নকষ্ট ঘুচিবে—সময়ে কম্বলাদি ও অসুস্থ সময়ে ঔষধ পথ্যাদি দিবে। আত্মীয়-স্বজনহীন বৃদ্ধদের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, (হাওড়া) বা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, কলিকাতা, ইঁহাদিগকে লিখিলে ইঁহারাও কখন কখন আর্ত্তত্রাণের জন্য—কম্বল, কাপড়, কখনও বা মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্ভিক্ষ—যে কোন প্রদেশে বা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমরা প্রতি গ্রাম্য তহবিল হইতে যদি ৫৲ টাকা করিয়া পাঠাই, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার গ্রাম থাকায় খুব কম ছয় লক্ষ টাকা বাৎসরিক দান করিতে পারি—চেষ্টা করিয়া এক দিন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আরও পাঁচ টাকা দেওয়া যাইতে পারে সুতরাং এক বঙ্গদেশ হইতে বাৎসারিক দশ লক্ষ টাকা অনায়াসে যে কোন কাজের জন্য দিতে পারা যায়। এরূপ সাহায্য না করিলে, সুখে দুঃখে

আত্মীয়তা বিস্তৃত না করিলে পরস্পরের শুভেচ্ছা লাভ করা যায় না—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী প্রভৃতিকেও আমরা বাৎসরিক সাহায্য করিতে পারি—কেবলই যে লইতে হইবে, দিতে হইবে না এমন কিছু কথা নাই—লওয়ার সার্থকতা সেইখানেই যেখানে পরে বেশী দিবার চেষ্টা থাকে।*

* সমগ্র বঙ্গদেশের চাষোপযোগী ১০ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ বিঘা আবাদ হয়, সুতরাং খাবার অভাব হইবার কথা নয়। তথাপি দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাই না।

সাধারণ পরামর্শ—

অর্থ উৎপাদন না করিতে পারিলে কাজের মত কাজ করিতে পারিবে না—সুতরাং যাহাতে অর্থ উৎপাদন করিতে পার তদ্বিষয়ে অবহিত হও।

মামুলী আয়ের ব্যবস্থা কর। অন্যান্য আয় বাব উন্মুক্ত কর। দশের দোকান ও ধর্ম্মগোলা এই বৎসরই প্রতিষ্ঠিত কর।

সমগ্র গ্রামের সাহায্য না পাও, নিজ পাড়া হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও, ক্রমশঃ সমগ্র পল্লীই তোমাদের মতাবলম্বী হইবে।

কার্য্য আরম্ভের প্রারম্ভে কত জল্পনা কল্পনা করিতেছ, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে দেখিবে কর্ত্তব্য জিনিষটা এমনই শক্তিমান যে সেই তোমাকে তোমার সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্য হইতে রক্ষা করিবে—কেবল মাত্র আন্তরিকতা ও অধ্যবসায় চাই।

সাহস হীন হইও না, ভগবান সহায়—সাফল্য নিজেদেরই হাতে।

[এ অধ্যায়টিতে অসুবিধা বোধ করিলে, একেবারেই পর অধ্যায় "অগ্রণীর ইঙ্গিত" পাঠ করুন।]

পল্লী-মঙ্গল

ভোগ-উপকরণের

ভোগ-পদ্ধতি অধ্যায়

বর্ত্তমানে আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় আমাদের শান্তি নাই, কি করিলে পরস্পরের বিরোধ কমিয়া গিয়া মিলে মিশে আনন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, এ অধ্যায়ে তাই আমাদের আলোচ্য। সংগৃহীত ভোগ উপকরণ কি ভাবে ভোগ করিলে—পরস্পর বিরোধ জন্মাইবে না,—তাই আমাদের দেখিবার বিষয়।——

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে মিলে মিশে স্বচ্ছন্দে অনায়াসে কালযাপন করা চলিত। সেখানে সুখ ও শান্তি দুই-ই অব্যাহত ছিল। বর্ত্তমান পল্লীর কথা সকল পল্লীবাসীই জানেন, নূতন করিয়া অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু এরূপ হইল কেন? সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গেল কেন? সে একের বিপদ আপদে অন্যের সুখ দুঃখ বোধ, সে একৈকপ্রাণতা, সে সমবেদনা সে আন্তরিক সহানুভূতি লোপ পাইবার কারণ কি?

প্রথমেই মনে হয়, বুঝি অর্থের অভাব বশতঃই এ অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু কতকাংশে সত্য হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বড় বড় কাজ না হয় অর্থাভাবে হইতে পারে না, কিন্তু নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ যাহা ২।১০ টাকায় সাধিত হইতে পারে, অনেক স্থলেই দেখি তাহাও হয় না কেন? ইহার মূল কারণ অর্থাভাব নয়, তদপেক্ষা যে আরও এক ভয়ানক অভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে ইহা তাহাই—সেই **প্রবৃত্তির অভাবেরই** ফল। বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিরও ধ্বংস হইতেছে। পল্লীবাসীর **মন ও ধন** উভয়ই যুগপৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহা হইলে দেখিতে হয় পল্লীবাসীর "মন ও ধন" উভয়ই নষ্ট হইবার কারণ কি?—নানা কারণে আমাদের ধননষ্ট হইতেছে, কিন্তু মননষ্ট বা প্রবৃত্তি ধ্বংস হওয়াতেই তাহার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে—(দেশের টাকা দেশে থাকা'র কথা বলিবার সময় ইহার আলোচনা করিয়াছি, এরূপ ভাবে মননষ্ট না হইলে **এত বেশী** ধনক্ষয়, এত দারিদ্র্য তথা এত বিরোধ সম্ভব হইত না।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক লইয়াই পল্লী।—

১। ধনবান—জমিদার, ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি।

২। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—ইঁহারা আবার দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত,— ভদ্রলোক…এবং কৃষক ইঁহাদের সকলেরই প্রায় ২।১০ বিঘা জোত জমি আছে, চাকরী, সামান্য ব্যবসা বা কৃষিই প্রধান অবলম্বন।

৩। নিঃসম্বল দরিদ্র—একান্ত নিঃস্ব, সামান্য মজুরী মাত্রই সম্বল।

এই তিন শ্রেণীর লোক লইয়াই পল্লী—কম বেশী এই তিন শ্রেণীর লোকেরই প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। কেমন করিয়া হইয়াছে, তাই বলি—

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন—নিম্নস্থেরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে 'যদাযদ্ চরতি শ্রেষ্ঠ ইতরস্তদনুবর্ত্ততে'—এ নিয়ম সার্ব্বভৌম এবং সনাতন, ইহার ব্যতিক্রম হয় না। আমি যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবি তিনি যেরূপভাবে যে যে কর্ম্ম করেন আমারও তদ্রূপভাবে তদনুরূপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং যাহার অনুবর্ত্তন করা যায়—ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়াই হউক, আর অজ্ঞানে গতানুগতিক ভাবেই হউক—যাহার অনুকরণ করিয়া চলি' তিনিই আদর্শ। সুতরাং **আদর্শই প্রবৃত্তির মূল।**

এই আদর্শের গোল হওয়াতেই, যত গোল বাধিয়াছে—পূর্ব্বের আদর্শের সহিত এখনকার আদর্শের তফাৎ হইয়া গিয়াছে, প্রাচ্য আদর্শ— **সংযত ভোগীর** স্থলে পাশ্চাত্য আদর্শ **উদ্দাম ভোগীর** প্রতিষ্ঠা হওয়াতেই ভোগীর **মনের ধারা** ও (ভোগ উপকরণ) **ভোগ করিবার পদ্ধতি** উভয়ই বদলাইয়া গিয়াছে।

ভোগবাসনাই জীবের স্বাভাবিক। * মানুষ বাঁচিয়া থাকিয়া ভোগ করিতেই চায়, সুতরাং ভোগ করা অন্যায় নয়। কিন্তু বাঁচা যায়—ভোগ করা যায় দু' রকমে। এক রকম আমি অন্যের দিকে না তাকাইয়া অর্থাৎ অন্য কাহারও ভোগ্য সামগ্রী কাড়িয়া না লইলেও তাহার ভোগ সুবিধা বিষয়ে **উদাসীন থাকিয়া** অর্থাৎ তাহার ভোগ করা হইল কি না হইল সে বিষয়ে না দেখিয়া—কেবল মাত্র নিজের যত্নে নিজে স্বতন্ত্র থাকিয়া, বাঁচিয়া থাকি, ভোগ করি। আর এক রকম, অন্য দশ জনায় আমার ভোগ সুবিধা করিয়া দিয়া আমায় বাঁচাইয়া রাখে—ভোগ করায়। **প্রথমটি—আমিত্বের সঙ্কোচ, দ্বিতীয়টি আমিত্বের প্রসারণ।** প্রথমটীর মূল মন্ত্র—আমি, আমার জন্যই জগত, তুমি থাকিলে না থাকিলে তাহার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই, তবে যতটুকু তুমি না থাকিলে আমার নিজেরই থাকিবার অসুবিধা হয়, কেবল মাত্র যতটুকু নিতান্ত নইলে নয়, ততটুকুর জন্যই তোমার প্রতি আমার মমত্ব বোধ। আর দ্বিতীয়টী বলে আমিও থাকি, তুমিও থাক, আমিও যেমন তুমিও তেমন, তোমার কল্যাণ না হইলে, তুমি না থাকিলে আমারও কল্যাণ হইবে না, আমিও থাকিব না—অতএব তোমার প্রতি আমার যে মমত্ববোধ আমার নিজের প্রতি নিজের যে মমত্ববোধ তাহা হইতে একটুকুও কম হওয়া চলিবে না। শেষের এই ভাবটীই ভারতীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রথমোক্তটীই অবলম্বন করিয়াছেন।

---

* সব সময়েই স্বাভাবিক হইলেই যে ন্যায় হইবে, তাহা নয়—তাহাও সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে,—সে কথা পরে বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাশ্চাত্য সভ্যতাই বল আর প্রতীচ্য সভ্যতাই বল উভয়েরই লক্ষ্য অনায়াসে ভোগ উপকরণ সংগ্রহ এবং তৎসামগ্রী ভোগ কালীন পরস্পরের সহিত অবিরোধ। কিন্তু কি ভাবে ভোগ করিলে এই 'অবিরোধ' সম্ভব হয়, ইহাতেই উভয়ের পার্থক্য। লক্ষ্য এক হইলেও সাধন পদ্ধতি বিভিন্ন।

পাশ্চাত্য আদর্শে অর্থাৎ 'আমার যেমন আছে তেমনি ভোগ করিব' 'তোমার যেমন আছে তেমনি কর' এই ভাবে ভোগ করিতে হইলে আমার নিজের প্রতি ভিন্ন তোমার প্রতি আমার মমত্ব বোধ থাকে না, তোমাকে কিছু দেওয়াতে আমার নিজের কতটুকু ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারিল তাহাই লক্ষ্য হইয়া উঠে—বিনিময়ই মূল-মন্ত্র হয়, প্রতিদান হীন কর্ত্তব্য (মমত্ব) বোধ থাকে না। সুবিধা ও সামর্থ্য সত্বেও, 'একাজ করিতে নাই, করিব না'—এভাব মনে আসে না, বরং "কেন করিব না আমি ত কাহারও কাড়িয়া লই নাই, তোমার থাকে তুমিও কর না কেন ?" এই ভাবই মনে হয়, সুতরাং ভোগে বাধা থাকে না। ফলে অতি দারিদ্র্য এবং অতি ভোগ উভয়েরই পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব হয়। ক্রমশঃ নিতান্ত আপনার জনের উপরও মমত্ব (অর্থাৎ উহার যে ভোগ সুবিধা আমারও করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এরূপ বোধ) থাকে না, কাজেই পরস্পরে কেউ কারু নয় এরূপই ধারণা হয়। পারস্পরিক মমত্ব না থাকায়, বাপ, ভাই, খুড়া, জেঠা, দাদাঠাকুর, খুড়োঠাকুর, নাপিত জেঠা, কামার খুড়ো, ধোপা দিদি, করিম চাচা উঠিয়া যায়—ফলে সকলেরই গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তীব্র প্রতিদ্বন্দীত্বের উদ্ভব হয়।—হইয়াছেও তাই।

বিনিময় শক্তির (ধনের) মাত্রা অনুসারে 'আমি'রই প্রাবল্য হয়। একমাত্র আমিই প্রাধান্য হয়—কাজে কাজেই দম্ভ, গর্ব্ব, জিদ, অভিমান,

ছাযসে-দিগর-নাস্তি ভাব আসে, ফল—দলাদলী, নীচতা; আমার ধন আছে, ধন উপার্জ্জনের ক্ষমতা আছে, ভায়া শ্রীকান্তের কিম্বা ভাগিনেয় প্রিয়নাথের নাই—আমার স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গে গহনা পড়িয়া বৌমাদের নিম্নস্থানীয়তা ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেন—সুতরাং আমার নিজ গৃহেও পূর্ণ আত্ম বিচ্ছেদ, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব, নিত্য কলহ।

বিনিময় সামর্থ না হইলে ভোগ করা হয় না, সুতরাং ধারণা হইল ধন ব্যতীত জীবন বৃথা, সুতরাং যেমন করিয়াই হউক ধন চাই, ফল—পরস্পরে অবিশ্বাস, মামলা মোকর্দ্দমা, দলাদলি বিচ্ছেদ, Socialism Bolshevism ফলে—যুদ্ধ—বিপ্লব—মৃত্যু।

Europe যথেষ্ট বিনিময় সামর্থ্যের (তথা ধনের) অধিকারী হইয়াও শান্তি পায় নাই; আমি ভারতবাসী বলিয়া এ কথা বলিতেছি তাহা নয়, তাহাদের সমাজকে জিজ্ঞাসা কর, সেও তাই বলিবে। শান্তি নাই, তাহার শান্তি বা peace দুই অস্ত্রধারীর কোষ-বদ্ধ কৃপাণ মাত্র, যে শান্তির প্রভাবে তোমাতে আমাতে অবিরোধ, অপ্রতিদ্বন্দ্বীত্ব ঘটে, সদা অস্ত্র ধারণের আবশ্যকই হয় না, সে অনাবিল শান্তি পাশ্চাত্য সমাজ পায় নাই—যে পথে সে চলিয়াছে তাহাতে সে কথনও তাহা পাইবে কিনা সন্দেহ।—ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সভ্যতা বলিলেন শান্তি পাইতে হইলে তোমার সুবিধা সত্বেও তোমার একক ভোগ করা চলিবে না, অন্যের সে সুবিধা বা সামর্থ্য না থাকিলেও প্রতিদানে কিছু না পাইয়াও তাহার সহিত একত্রে যতটুকু সম্ভব তাহাই ভোগ করিতে হইবে।—ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাইয়ের, আত্মীয়কে বঞ্চিত করিয়া আত্মীয়ের, প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করিয়া প্রতিবেশীর ভোগে শান্তি থাকিবে না।—প্রতিদ্বন্দ্বীত্বের উদ্ভব হইবে। অতএব তোমার মমত্ব প্রসারিত করিতে হইবে। এখন,—

অবিরোধে—অর্থাৎ শান্তিতে ভোগ করা যদি কাম্য হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে বিরোধ বা অশান্তির মূল কি? সেই মূল কারণের উচ্ছেদ করিতে পারিলে তবেই শান্তি পাওয়া যাইবে।

বিরোধ মূল—"তোমার আছে, আমার নাই—কিম্বা তোমার যেমন আছে আমার তেমন নাই—অথবা তোমার যত আছে আমার তত নাই।" সুতরাং শান্তি পাইতে হইলে—তোমার আছে, আমারও আছে; তোমারও যেমন আছে আমারও তেমন আছে, তোমারও যত আছে আমারও তত থাকা চাই। অথবা তোমার থাকা স্বত্বেও আমার সমক্ষে আমার যাহা নাই তোমার তাহা ভোগ করা চলিবে না। বি-সমই—বিরোধ মূল—সমতাই শান্তিপ্রদ। কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল সূত্র, তোমার যেমন আছে তেমনি ভোগ কর, আমার যেমন আছে তেমনি ভোগ করিব,—

এ আদর্শের অনমুবর্ত্তন বা অসহযোগ করিয়া, তোমার প্রাচ্যের, 'আমার সুবিধা সামর্থ স্বত্বেও যেমন আছে তেমন ভোগ করা চলিবে না, তোমার সহিত সমভাবে যতটুকু সম্ভব হয় তাহাই ভোগ করিতে হইবে' এই—আদর্শই অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু ইহাতে মুস্কিল এই যে, সর্ব্ববিধ ভোগ উপকরণের প্রাচুর্য্য বাড়াইয়া, সকলের অনায়াস লভ্য করা সহজ নয় আবার পক্ষান্তরে সুবিধা সামর্থ স্বত্বেও ভোগ উপকরণ পাইয়া, ভোগ না করিয়া তত্তৎ বিষয়ে নিরস্ত থাকাও সহজ নয়—সুতরাং এরূপ স্থলে অ-বিরোধে ভোগ করিতে হইলে, তুমি যাহা ভোগ করিতেছ (অথচ আমার নাই) আমাকে তাহার কিছু (বিনা প্রতিদান প্রত্যাশায়) দিতে হয় ইহাতেই বিরোধ সম্ভাবনা দূর করে।

এ ক্ষেত্রে তোমার যাহা আছে তাহার সমস্তটা তুমি ভোগ করিতে

পাইতেছ না, কিছু ত্যাগ করিতে হইতেছে, কাজেই কিছু সংযত হইতে হইতেছে অতএব এই ত্যাগই তোমাকে বৈধ ভোগ করাইতেছে। শান্তিকামী প্রাচ্যে তাই ত্যাগী বা বৈধ ভোগীর এত সম্মান। তাই ত্যাগী বা সংযত ভোগীই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ।

পূর্ব্বে ভারতবাসীর সমস্ত কার্য্যই পরার্থপরতা—সংযম—ত্যাগ আদর্শে কৃত হইত। যাবতীয় শিক্ষা দিক্ষা নিয়ম অনুষ্ঠান বিচার বিবেচনা শাসন সম্মান সবই ঐ এক লক্ষ্যে প্রবাহিত ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষেই জ্ঞানীকে শীর্ষে লইয়া নির্লিপ্ত সংসারী ভাবে জগতে বিস্তীর্ণ মমত্বের প্রসার ঘটাইয়া এক বিরাট—ত্যাগী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল—গৃহী, তপস্বী, রাজা, মহারাজা, তুমি আমি, ময়লা ভোলা সকলেই তখন পরার্থপর সংযমী ত্যাগকামী। মধ্যযুগেও ভারতের অল্পাধিক এ অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। আর এখন? উদ্দাম ভোগ রত—অসংযমী আত্মপর মাত্র!! আদর্শের পরিবর্ত্তনেই এই চারিত্রিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু, এই **ত্যাগ পরায়ণ হও**, ভোগী হইও না বলিলে এমন কিছু বুঝিতে হয় না যে শুকদেবের ন্যায় উলঙ্গ এবং কামিনী কাঞ্চন কামনা বাসনা আদি পরিরহিত হইয়া দেশ শুদ্ধ সকলকে ধুনি জাগাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে,—ইহার অর্থ তাহা নয়। আমরা এই জগতের কামনা বাসনা লইয়াই বাঁচিয়া আছি এবং তাহা লইয়াই কাটাইতে চাই, ইহার অর্থ **সংযত বা বৈধ ভোগ কর অবৈধ বা অন্যায় ভোগ করিও না—বৈধ ত্যাগী হও, অবৈধ বা অন্যায় ত্যাগীও হইও না।**

কথা হইতে পারে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ বৈধ অবৈধ ন্যায় অন্যায় যাচাই করিবার উপায় কি? ক্ষেত্র বিশেষে ত্যাগ করা উচিত কি অনুচিত তাহা বুঝিবার উপায় কি? যাহা একের পক্ষে অবৈধ বা অন্যায়

হয়ত অন্যের পক্ষে তাহাই ন্যায় বা বৈধ—হিন্দুর পক্ষে কুক্কুট মাংস অবৈধ, মুসলমানের পক্ষে বৈধ আবার জৈনের পক্ষে মাংস মাত্রেই অবৈধ। এরূপ স্থলে কোন নিকষ পাথর দ্বারা বৈধাবৈধের বিচার করা যাইবে? ন্যায় অন্যায়ের মূল কোথায়? বলি শোন,—

হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান এ সব সাম্প্রদায়িক *ভাবে না ভাবিয়া মানুষের পক্ষে কি করা উচিত,—তাই চিন্তা কর।

সৃষ্টি করা ও রক্ষা করাই মানবের প্রকৃতি সিদ্ধ—ধ্বংস আপনা হইতেই হয়, ধ্বংস হইতে রক্ষা করাই মনুষ্যের নিয়ত কর্ম্ম, জ্ঞানে অজ্ঞানে মানুষ সর্ব্বদাই এই কার্য্য করিতেছে। তাই জগতে সমস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা সর্ব্ব সময়েই নানা ভাবে এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, "তুমি উহার হিত কর"—অর্থাৎ ও যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা কর, নানা ভাবে নানা কৌশলে এই উক্তিই বারংবার সমর্থিত হইয়াছে। বেশ, সকলেই যদি রক্ষণীয় হয় তাহা হইলে সকলেরইত একটু স্থান চাই; মনে কর, একজন একক একখানা কম্বলে শুইয়া আছে এমন সময়ে অন্য পাঁচজন আসিল, এমন অবস্থায় কাহারও ত শয়ন করা চলে না, সকলকেই উঠিয়া বসিয়া সামঞ্জস্য ভাবে বসিতে হয়—সামঞ্জস্য রক্ষার্থ তাহাকেও সংযত হইতে হইল, এই সামঞ্জস্য রক্ষণেই জগতের পরম কল্যান, ইহার ব্যতিক্রমেই যাবতীয় যুদ্ধ—অকল্যাণ-প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব। তাহা হইলে এই লোক রক্ষণ সামঞ্জস্যই আমাদের নিকষ পাথর। যে কোন কর্ম্মই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে বা বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহাই অবৈধ বা অন্যায়, যাহা তাহা করে না তাহাই বৈধ বা ন্যায়।

আশ্চর্য্য দেখ, আমরা এমন ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক ন্যায় অন্যায় স্থির করিতে চেষ্টা করি আর না করি, সামঞ্জস্যের জ্ঞান, ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান, অল্লাধিক সকলেরই

বর্ত্তমান। মনে কর, রমেশ এক বোতল গোলাপ জল চুরি করায় বিচারক তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, আমরা বলিতেছি দণ্ডটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে; আবার একজন সিঁদ কাটিয়া একজন লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার ৭ দিন কারাবাস হইলে—আমরা বলিতেছি দণ্ডটা বড়ই অন্যায় হইয়াছে—অর্থাৎ আরও বেশী শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, দোষের সহিত শাস্তির অনুপাত রক্ষা হয় নাই বলিয়াই আমরা ঐ কথা বলি। সর্ব্বকার্য্যেই এইরূপ—ন্যায়, অন্যায়, বৈধ, অবৈধ, উচিত, অনুচিত এই সামঞ্জস্য রক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে।

সুতরাং ভোগী না হইয়া ত্যাগী হও বলিলে অবৈধ ভোগ না করিয়া বৈধ ভোগ কর এইরূপই বুঝিতে হয়। তাহা হইলে অন্যায় ভোগও যেমন অনুচিত, অন্যায় ত্যাগও তেমনি অনুচিত। তুমি অসামঞ্জস্য ভাবে ত্যাগ করিলে, অন্যের অ-সামঞ্জস্য ভোগে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহাও করিতে নাই, তাহাও অন্যায়, তাহাতেও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না।

এ স্থলে আবার প্রশ্ন হইতে পারে:—কার্য্য মাত্রেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল আছে। কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষে অসামঞ্জস্য না ঘটিলেও পরোক্ষে যদি বিপরীত হয়; তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি?

ইহার উত্তর সেই জন্যই জ্ঞানীর আদর। প্রত্যেক কার্য্যই নানাবিধ কারণের ফল আবার প্রত্যেক ফলই নানাবিধ ঘটনা ঘটাবার কারণ। এই ওতঃ প্রোত সম্বন্ধের মধ্যে কোনটী লক্ষ্যাভিমুখী আবার কোনটী তাহার পরিপন্থী একমাত্র জ্ঞানীরাই অর্থাৎ যাঁহারা সমস্ত বিষয়ের ভাল মন্দ দুই দিকই দেখিতে পান, পারিপার্শ্বিক কারণ সমূহের উত্তমরূপ আলোচনা করিতে পারেন, কার্য্য-কারণ-লক্ষ্য বুঝিতে পারেন—তাঁহারাই পারেন, তুমি আমি হঠাৎ পারি না। বুদ্ধির দৃষ্টি সহজে হয় না, ইহা

সহজ সাধ্যও নয়—সকলের পক্ষে সুপ্রাপ্যও নয়, সুতরাং সে জন্য চিন্তিত না হইয়া নির্ণীত কর্ম্ম কর; আদেশ পালন কর, কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। বুদ্ধির দ্বারা না হয় কারণই দেখিতে পাইবে কিন্তু ফলেত সেই অনুষ্ঠানই কাম্য। আমি বুদ্ধিহীন হইয়াও অর্থাৎ ইহাতে 'কেন ক্ষতি হইবে,' 'কি ক্ষতি হইবে,' সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যের হেতু কি, তাহার ফলের ব্যত্যয়ে কি প্রত্যবায় ঘটিতে পারে, এত শত না বুঝিয়াও যদি "চুরি করিব না" বলি, তাহা হইলে আমারও যে ফল, আর তুমি এ সব "কেন ও কি'য়ের" তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়াও যদি বল "চুরি করিব না" তোমারই সেই শেষ এক জায়গাতেই,—ফল একই। সকলের সব জিনিষ বুঝিবার সুবিধা সামর্থ থাকে না, ধীরে স্থিরে, বিশেষজ্ঞের নিকট উপদেশ না পাইলে অনেক সময়ই উল্টা উৎপত্তি হইয়া দাঁড়ায়—সেই জন্যই হিতকামী বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করাই ভাল। *

কোন কার্য্যের ফলাফল কিরূপ হয়, কিরূপে তাহাকে লক্ষ্যাভিমুখী রাখিতে হয়, এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদের কতদূর দূরদৃষ্টি ছিল তাহার একটু সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি,—(হিন্দুর লক্ষ্য পরস্পর অবিরোধ—শান্তি, সুতরাং সে সেই লক্ষ্যেই চলিয়াছে)।

মনে কর, রাম একটি পুষ্করিণী কাটাইল। সে পুষ্করিণী দিয়াছে আর আমি তাহাতে জল আনিতে যাইতেছি এমত স্থলে তাহার একটু গর্ব্বানুভব করিবারই কথা। আর আমিও মানুষ, আমাকেই বা কেন

* বুঝিতে চেষ্টা করিওনা এ কথা বলিতেছি না। বুঝিতে চেষ্টা কর—কিন্তু তোমার বুদ্ধি অনুসারেই হঠাৎ ন্যায় অন্যায় স্থিরতর করিয়া লইওনা। এইটা এখন খুবই প্রবল। উভয় দিক আলোচনা করিবার অসামর্থ্যতা সত্ত্বেও নিজকৃত ধারণার জোরে লম্বা লম্বা তর্ক জুড়িয়া দিই। তাহাই করিতে নাই।

তাহার পুষ্করিণীতে জল আনিতে হইতেছে, আমারই বা নিজের একটা নাই কেন ?"—সুতরাং আমারও ক্ষোভের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। হিন্দু শাস্ত্রকার কি সুন্দর কৌশলেই তাহার গর্ব্ব ও আমার ক্ষোভ উভয়ই নিবারণ করিয়াছেন দেখুন—

হিন্দু বলিলেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা না করিলে তোমার ও পুষ্করিণীর জল অন্য লোকে ব্যবহার না করিলে, তোমার পুষ্করিণী দেওয়া নিরর্থক, ইহাতে তুমি পরলৌকিক কোন উপকারই পাইবে না। * সমাজকে বলিলেন—অপ্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিতে নাই—তাহা করিও না—"এখন রাম পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়হস্তে বিনীত ভাবে বলিলেন "তোমরা ইহার জল ব্যবহার করিয়া আমার মঙ্গল সাধন কর।" রাম দিয়া গর্ব্বিত হইতে পাইলেন না, আমি লইয়া ক্ষুব্ধ হইলাম, না, আমাদের মনে মনে বিরোধ উপস্থিত হইল না,—প্রতিদ্বন্দীত্ব জাগিল না—শান্তি অব্যাহত রহিল। কি চমৎকার ভাবেই সর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর হয় নাই, পূর্ব্ব প্রশ্ন—

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে **কোন ভোগ উপকরণ বৈধ, কোনটীই বা অবৈধ, কোন বৈধ ভোগোপকরণ কিরূপ ভাবে ভোগ না করায় অবৈধ ভোগ হইয়া যাইতেছে এ সব জানিবার উপায় কি ?** পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতি কর্ম্মের তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করা আমাদের প্রায় ব্যক্তিরই বুদ্ধির অতীত বিষয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে উপায় কি ?—ইহার কোন সরল উপায় আছে কি না ?—অতি সহজ উপায়ই আছে, বলি শোন—

---

* আস্তিক্য বুদ্ধি অর্থাৎ পরলোক বিশ্বাসই হিন্দুনীতির ভিত্তিভূমি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা স্বাস্থ্য রক্ষা করে বাঁচাইয়া রাখে এবং পরস্পরের সহিত বিরোধ উপস্থিত না করে সেই ভোগ উপকরণই বৈধ * আর সেই উপকরণ সীমা রেখা লঙ্ঘন না করিয়া ভোগ করিলেই বৈধ ভাবে ভোগ করা হয়। পাত্রের সামর্থ্যানুসারে ভোগ সীমাও ইতর বিশেষ ঘটে। কোন ভোগ উপনয়নের কতটুকু ভোগ করা বৈধ, আর কতটুকু ভোগ করাই বা অবৈধ, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি,—

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পুত্র 'বৈষ্ণব', ধনী পুত্র ইন্দ্রের সহিত একই স্কুলে, একই বেঞ্চে, একই 'মেসে' থাকিয়া শিক্ষালাভ করিল। এখন 'বৈষ্ণব'

---

* শিল্পের চরম উন্নতিই চারু শিল্প। আর এই চারু শিল্প প্রসূত দ্রব্যাদিই বিশিষ্ট বিলাস উপকরণ। ভোগেচ্ছাই যদি স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে এই চারু শিল্প প্রসূত দ্রব্যাদি ভোগ করা বা ভোগ করিতে ইচ্ছা করা অন্যায় হইবে কেন? সুতরাং—

নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা কেন, বিলাস দ্রব্যাদিও বৈধ ভোগোপকরণ—ঢাকার মসলিন, কাশ্মীরের শাল, মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তাদি, জিনিসের ঝাড়, ইটালির মার্ব্বেলের দ্রব্যাদি, প্রাচ্যের আতরগুলাব, পাশ্চাত্যের অডিকোলন ল্যাভেণ্ডার সবই বৈধ ভোগোপকরণ। তবে একটা কথা আছে,—ইহার ব্যবহার যদি আমার আত্মীয় পরিজন বন্ধু প্রতিবেশীদিগের সহিত বিরোধ জন্মায় তাহা হইলে ইহা তখনকার মত অবৈধ। কিন্তু বিরোধের হেতু কি?—তাঁহাদের নাই আমার আছে। বেশ, তাহা হইলে, হয় সেই সেই সামগ্রীর প্রাচুর্য্য বাড়াইয়া তাহা অনায়াস লভ্য করিয়া সকলেরই ভোগ সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে তখন আর বিরোধ থাকিবে না। (সুতরাং তাহা যতদিন না হয় ততদিনই ইহা অবৈধ) আর যদি তেমন অনায়াস লভ্য করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমাকেও শান্তি রক্ষার্থে ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে নচেৎ উভয়ের মধ্যে বিরোধ অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র অনুসারেই ভোগ উপকরণের বৈধাবৈধ নির্ভর করে। বর্ত্তমান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য "অগ্রণীর ইঙ্গিত" বলিবার সময় তাহা বলিব।

যদি ইন্দ্রের সহিত সমান ভাবে চলিতে চায়, তাহাতে তাহার দোষ কি? ক্রমোন্নতিই ত জীবের স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেই ত আর চলিবে না সামঞ্জস্যের হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার উপরেই ন্যায় অন্যায়ের নির্ভর—এ ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব যদি সীমা লঙ্ঘন না করিয়া থাকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কিছুই অন্যায় অবৈধ করে নাই। কিন্তু কেমন করিয়া জানিব যে 'বৈষ্ণব' সীমা রেখা লঙ্ঘন করিয়াছে কি করে নাই—তার এক মাত্র পরিচয়—সে যদি তার পরিবার পরিজন আত্মীয় প্রভৃতিকে তুল্যভাবে তাহার নিজের মত ভোগ-সুবিধা দিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে সীমারেখা লঙ্ঘন করে নাই। 'বেটার বাপ মরে ঝুড়ি বয়ে বেটার মাথায় ফরমেসে তাজ'—যদি না হইয়া থাকে, যদি বাপ বেটা উভয়েই ফরমেসে তাজ ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই করিবার যোগ্য—এবং তার করাই উচিৎ, না করিলে সামাজিক হিসাবে বরং তাহার প্রত্যবায় আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—আমার আপনার জন সকলকে লইয়া তুল্যভাবে যতটুকু ভোগ করিতে পারা যায় তাহাই বৈধ ভোগের সীমা রেখা, কিন্তু বিনিময়ে কিছু না পাইয়া অন্যের সহিত ভোগ করা অর্থাৎ তাহাকেও ভোগে ভাগ দেওয়া বিনা মমতায় হয় না—**তাই মমত্ব বোধের সীমার উপরই শান্তির সীমা নির্ভর করে।**

বৈধ ভোগ পাঁচজনকে লইয়া সমভাগে ভোগ করিতে গেলেই মমত্বের বিস্তৃতি ঘটে—আমিত্বের প্রসারণ হয়। কাজেই বিরোধ প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব কমিয়া যায়—একমাত্র **বিনিময়ই** মূল থাকিতে পার না, কাজে কাজেই তুমি আমি, ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেরই সহিত

সকলের পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিবার এক প্রাণতা আসে,—শান্তি অব্যাহত থাকে, এই জন্যই মনুষ্যত্ব অর্থে পরার্থপরতা—বিশ্বমানবের হিতৈষিনা। মমত্ব বোধের অতি বিস্মৃতির ইহাই চরম ফল—ইহাই মানবের চরম কল্যাণ। গৌরাঙ্গ, যীশু, বুদ্ধ সকলেরই এই মমত্ব বোধের অতি বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু নানা মহাপুরুষ কর্ত্তৃক নানাভাবে বারংবার ইহা প্রচারিত হইলেও মানব সমাজ কখনও পূর্ণ ভাবে ইহা পালন করিতে পারে নাই। দলাদলী, জ্ঞাতিত্ব, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব, অবৈধ ভোগ স্পৃহা অল্পাধিক চিরকালই আছে! এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে কি না কে জানে! *

কিন্তু জগৎ যে কবে—চির শান্তিধাম হইয়া উঠিবে তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা একদা যে শান্তিটুকু পাইয়াছিলাম, কেনই বা তাহা গিয়াছে, কি করিলেই বা সেই একদা প্রাপ্ত শান্তিটুকু ফিরিয়া পাইতে পারি তাহাই আমাদের আলোচ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের অতি বিস্তৃত মমত্ব-বোধ সম্ভবপর নয় এবং শক্তি হীনতার দরুণ অপাত্র হওয়ায়, অবৈধও বটে। এরূপ অবস্থায় সমগ্র জগতের কথা না ভাবিয়া, নিজেদের কথা ভাবাই যুক্তিযুক্ত।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, 'আপনার জন' সকলকে লইয়া, 'তুল ভাবে' অর্থাৎ তাঁদের সহিত ভাগে-ভোগেই অবিরোধ রক্ষার হেতু। এক্ষণে

---

* মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করিবেই,—প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করাই তার স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় ঐ প্রবৃত্তির মোড় ঘুরাইয়া দাও। এখন সে ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করিতেছে,—বৈধমার্গ আরম্ভ কর। সে তখন তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করিবে। পূর্ব্বেও সে এই ত্যাগ মার্গেরই প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করিয়াছে।

"আপনার জন" ও "ভাগে-ভোগ" এই কথা দুইটি বুঝিতে পারিলেই আমাদের বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

হৃদয় হইতে **আমার** বলার উপরেই 'আপনার' 'পর' নির্ভর করে। যে কোন ভোগ্য বস্তু লোকে তাহার পুত্র পরিবারকে না দিয়া একা ভোগ করে না, তাহাদের ভোগ বঞ্চনায় তাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ হয়, উহারা তাহার 'আপনার জন' অর্থাৎ উহাদের প্রতি তাহার মমত্ব আছে। এই মমতা সমস্ত গ্রামে প্রসারিত করিতে পারিলে, গ্রাম খানিকে হৃদয়ের সহিত "আমার গ্রাম" বলিতে পারিলে, বিরোধ নষ্ট হয়, আপদে বিপদে সুখ দুঃখে পরস্পরে মিলে মিশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়। নচেৎ "আমার দেশ" "আমার গ্রাম" বলিয়া উচ্চ চিৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলিলেও পারস্পরিক সহানুভূতি হইতে পারে না—হইবেও না। নিজের স্ত্রী পুত্র ব্যতীত, দাদা ভাই, খুড়ো জ্যেঠা, ভাইপো ভাগিনেয় দূরাত্মীয়, বন্ধু, ভক্ত ভৃত্য, গ্রামবাসী সকলকেই 'আপনার জন' মনে করিতে হইবে।

কিন্তু উচিৎ হইলেও, মন হইলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকলকেই যে সমান ভোগ সুবিধা দিতে পারা যায়, তা' যায় না। তাহা যায়ও না—যাওয়ার অবশ্যকও নাই। অধিকারী ভেদে ভোগ-ভাগের **মাত্রা ও প্রকার** উভয়েরই তারতম্য হয়।

কালীচরণ প্রশ্ন করিতেছেন—আমি রোজ লুচি খাই, গ্রামের ময়সা বাউরী তাহা পায় না—অতএব দু'খানা কম করিয়া খাইয়া ময়সাকে পাঠাইয়া দিলে, কিম্বা আমি গাড়ী চড়িয়া যাই, আমার গাড়ীতে ময়সাকে একদিন বেড়াইয়া আনিলেই তাহার সহিত অবিরোধে ভোগ অর্থাৎ ভাগে-ভোগ করা হইবে না কি?

কালী এখনও ভাগের ভোগ মর্ম্মার্থ বুঝেন নাই—অধিকারী ভেদে

ভোগ ভাগেরও তারতম্য হইবে। আর ময়সার যে শ্রেণীর অভাব, তাহার সেই শ্রেণীর অভাব দূর করাই অবিরোধ রক্ষার উপায়। তুমি গাড়ী চড়িতেছ বলিয়া ময়সা তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না, সে যদি কেহ হয়ত, তুমি ধনবান অন্য ধনবান হইতে পারে। সমশ্রেণীস্থ, সম-পদস্থ সম-অবস্থা সম্পন্নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীত্বের তীব্রতা অধিক, ধনবান ও গৃহস্থেও হইতে পারে কিন্তু তীব্রতা তত অধিক হইবে না—সুতরাং তুমি গাড়ী চড়িতেছ বলিয়া ময়সা তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না, তাহার সহিত তোমার ভাব-বৈরিতা জন্মিবে না, কিন্তু যদি তাহার ঘরে চাল না থাকে, সে খাইতে না পায় উপবাস দেয়, আর তুমি লুচি ভাজিয়া খাও, ময়রার সহিত তোমার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এক্ষত্রে ময়সাকে গাড়ী চড়াইয়া নয়, চাল পাঠানই তোমার ভাগে ভোগ বা অ-বিরোধ রক্ষার উপায়।

অধিকারী ভেদে ভোগ-ভাগের মাত্রা ও প্রকার দুই-ই ভিন্ন হয়—আবার নৈকট্যই সঙ্গত দাবীর প্রথমাধিকার প্রভৃতি—নিরূপণ করে। পিতা যদি পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই ভোগ করেন, পুত্র যদি পিতাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই ভোগ করে, কেমন হয়? নিকট বলিয়া উভয় পক্ষেরই ভোগে উভয় পক্ষেরই দাবী অধিক কি না?—কথায় বলা অপেক্ষা দাবীর প্রথমাধিকার প্রভৃতি চিত্রে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া একটী চিত্র দেওয়া গেল ;——

[চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখুন]

প্রথমেই 'আমি' বিন্দু হইতে আরম্ভ কর—
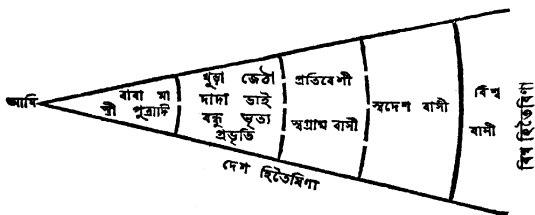
বিচারকালীন ইহার সহিত 'অবস্থানের' কথাও ভাবিতে হয়। নিকট অবস্থান হেতু অধিকারও বেশী। মামা দূর গ্রামে বাস করেন, এক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সংস্পর্শ কম হওয়ায়, বিরোধ সম্ভাবনাও কম। আমার এক সহোদর ভাই মান্দ্রাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, দূর অবস্থানহেতু তাহার সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ-দুখের সংস্পর্শ কম হওয়ায়, আমার নিজ গ্রামেই আমার যে এক নিঃসম্পর্কীয় এক প্রতিবেশী বাস করেন, তাঁহার সহিত সদা সংস্পর্শ হওয়ায়, তাঁহারই প্রতি সহানুভূতি বেশী আসে—অসহানুভূতিতে বিরোধ সম্ভাবনাও বেশী।

ইহার অধিক এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলিতে পারি না,—মোটের উপর মমত্ব বোধ সহ চলিলেই—মঙ্গল। আমি শাল গায়ে দিয়া চলিয়াছি, সঙ্গে খুড়া মহাশয় ছিন্ন ভিন্ন মোটা লুই গায়ে—কেমন সঙ্গত! কেমন শোভন!! তবে কাহার প্রতি ঠিক কি আচরণ করিতে হইবে তাহার একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া যায় না—হৃদয় হইতে "আমার" খুড়া মহাশয় বলিতে পারিলেই, তৎপক্ষে কি করা উচিত অনুচিত আপনিই স্থির হইয়া যায়; হৃদয় হইতে 'আমার'

বলার উপরই মমত্ব সীমার অস্তিত্ব, আর এই তোমার 'আমি', খুড়ার 'আমি'র সহিত যতই এক হইয়া যাইবে, যতই এই সীমা বন্ধন গণ্ডী সকল তুলিয়া লইতে পারিবে, তোমার 'আমি' বৃত্ত যতই প্রসারিত করিবে, ভোগে যতই সমতা আনিতে পারিবে, ততই অবিরোধ, ততই কল্যাণ, ততই শান্তি। আর,—

এই "ভাগে-ভোগ" তুমি যে দয়া করিয়া করিতেছ, কৃপায় ভিক্ষা দিতেছ তাহা নয়, তোমার নিজ প্রয়োজনার্থেই—তোমার নিজের শান্তি রক্ষার্থেই তুমি এরূপ করিতে বাধ্য, তোমার দান যে অন্যে গ্রহণ করিতেছেন ইহাতেই তুমি কৃতকৃতার্থ—**এইরূপ মনের ধারাই**—প্রকৃত অবিরোধ স্থাপনে সমর্থ। তাহা হইলে—শান্তি রক্ষার, অবিরোধ রক্ষার উপায়—বিরোধ কারণের—উচ্ছেদ করা

বিরোধ কারণ—'তোমার আছে আমার নাই......' ইহারই উচ্ছেদ করিতে হয়। সুতরাং এমত স্থলে—

"যে ভোগ উপকরণ সকলেরই অনায়াস-লভ্য কেবল মাত্র সেইগুলি ভোগ করাই প্রশস্ত (কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীদেরই সম্ভব, তোমার আমার নয়।)

আমরা গৃহী, আমাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ ভোগ উপকরণই শ্রেয়ঃ—আর যখন ঐ সীমাবদ্ধ ভোগউপকরণও অনায়াস লভ্য নাই,—বিনা প্রতিদান প্রত্যাশায় অর্থাৎ মমত্ববোধ সহকারে, পূর্ব্বোক্ত মন-ধরায়, তাহা ব্যক্তিক্রমে ভাগে-ভোগ করাই কর্ত্তব্য—

আর যে ভোগ উপকরণের ভাগে-ভোগ চলে না অথচ

ভোগ করা অনিবার্য্য তাহা কাহারও সমক্ষে না হইয়া গোপনে করাই বিধি।

ভোগ্য সীমাবদ্ধ হইলেই ভোগে সমতা আসিবে, এই সমতাই শান্তিপ্রসূ। বি-সমই—বিরোধ মূল; দ্বন্দ্ববিহীন শান্তিরক্ষার ইহাই একমাত্র উপায়।

[কার্য্যক্ষেত্রে কি কি করিলে ইহা কথঞ্চিৎ সম্ভব হয় অগ্রণীর ইঙ্গিত বলিবার সময় তাহা বলিয়াছি।]

ভোগ বাসনাই জীবের স্বাভাবিক সুতরাং—আমি তোমার ভোগ খর্ব্ব করিয়া নিজে ভোগ করিতে গেলেই তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিবে। আবার আমি তোমার ভোগ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে—অর্থাৎ আমার যেমন আছে তেমন ভোগ করিব—তোমার যেমন আছে তেমনি ভোগ কর, আমি তোমার ভোগ খর্ব্ব করিতেও চাই না, পক্ষান্তরে তোমার ভোগ করা হইল কি না তাহাও দেখিতে চাই না—আমি তোমার বিষয়ে ভাল মন্দ কিছুতেই নাই—তাহা বলিলেও চলিবে না—তাহারও ফল তোমায় আমায়, ধনী দরিদ্রে বিরোধ। তুমি ধনী দশ হাজার টাকার মোটরে চড়িয়া পাঁচ হাজার টাকার শাল গায়ে দিয়া মুক্তা পোড়ার চুণ দিয়া পান খাইতে খাইতে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়াছ—আর আমি অন্নাভাব ক্লিষ্ট দরিদ্র, তোমারই বাটীর ধারে ময়লার টবে নিক্ষিপ্ত তোমারই চিবান ডাঁটা তুলিয়া চিবাইয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছি। তুমি আমাকে কিছু মুখ্যভাবে এ অবস্থায় আন নাই সত্য কিন্তু তথাপি আমি যে তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতেছি মনে করিও না যে সে, কেবলই ভিখারীর আর্ত্ত চক্ষু—তোমার ঔদাসীন্যে তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ রহিল—সুযোগ পাইলেই—যুদ্ধ বিপ্লব

Bolshevism রূপে দেখা দিব। যে লণ্ডন সহরে সসাগরা ধরণীর বাণিজ্য নতশীর, সেই স্থলেই দরিদ্র শ্রমজীবির অন্নসংস্থান সমস্যা কি গুরুতর; যে ফ্রান্সের প্যারী নগরী সৌন্দর্য্যে বিলাসে ধরা রাজধানী—যেখানে হীরা মুক্তা পান্নার ছড়াছড়ি সেই স্থলেই দরিদ্রের ভূমধ্যে পয়-প্রণালীর ভিতর বাস, অন্নাভাবে ক্ষীণ, শীতে মুমূর্ষু এবং তথায়ই Les Miserables লিখিত হয়—উৎকট ভোগের এই উৎকট বৈষম্যচিত্র যেন আমরা ভুলিয়া না যাই—সুতরাং সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে নিজের ভোগের জন্য অন্য কাহারও ভোগ ক্ষুণ্ণ করা দূরের কথা, তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও সেই বিদ্বেষ আসিবে, ভাব বৈরিতা জন্মিবে, কাজেই কর্ম্ম বৈরিতার উদ্ভব হইবে, সুতরাং সুবিধা সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিদানে কিছু না পাইয়াও অন্যের ভোগ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তবেই—তোমাতে আমাতে, ধনী দরিদ্রে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব (বিচ্ছেদবিহীন মিলন) জন্মিবে। ইহাই মানবের চরম কল্যাণ—ইহাই সমাজ-বন্ধনের চরম উৎকর্ষ।

বর্ত্তমান Non-co-operation বা অসহযোগ আন্দোলনের মুল প্রেরণা বা Spiritual side ইহাই। কি ভাবে, কিরূপ মনের ধারায় ভোগ করিতে হইবে, ইহা লইয়াই প্রাচ্য প্রতীচ্যে দ্বন্দ্ব। নচেৎ ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ মানুষে দ্বন্দ্ব নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মন-ধারার সহিত অসহযোগই, প্রকৃত Non-co-operation প্রাচ্য সংযত ভোগের স্থলে পাশ্চাত্য উদ্দাম ভোগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই গোল হইয়াছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাই মানুষে মানুষে এ তীব্র দ্বন্দ্বের—এ তীব্র অশান্তির উৎপত্তি ঘটাইয়াছে, ইহা হইতে মুক্তি লাভই মুক্তি। শুধু ভারতের কেন? ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সমগ্র মানব জগতের ইহা হইতে মুক্তি লাভই—কাম্য, ইহাই জগতের—salvation.

দিন ছিল বটে যখন প্রাচীন ভারত দেশমঙ্গল দেখেন নাই, সমষ্টির মূল ব্যষ্টি এবং ব্যষ্টির মঙ্গলেই জগত মঙ্গল—এই ভাবেই বিশ্বের মঙ্গল দেখিয়াছিলেন; Survival of the fittest ভারতের নীতিতে স্থান পায় নাই—দেশগত, জাতিগত বা ধর্ম্মগত মঙ্গল নয়—সমগ্র জগতের জীবগত মঙ্গলই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু হিত করার অর্থ হিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে "অহিত হইতে না দেওয়া।"

সে সময়ে স্বচ্ছন্দ বসবাসের সরল উপকরণাদির অতি প্রাচুর্য্যবশতঃ পারস্পরিক ভোগ প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব তিরোহিত হইয়া সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় কলাবিদ্যাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল শান্তিও অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কালে অনাবশ্যকের দরুণ অনভ্যাস বশতঃ এই অহিত হইতে না দেওয়াটা, দয়াধর্ম্মের (মমত্ববোধের) বিরুদ্ধ বলিয়া ধারণা হওয়ায় সেই উদার সরল সাত্বিক জীবমঙ্গলকামী—ভারত নিজ মৌলিকত্বরক্ষার্থেও অসমর্থ হইয়া পড়িল।

কিন্তু ভারতের মূল প্রেরণা এখনও অব্যাহত, এখনও তাহার মমত্বের প্রসার (অপ্রাচুর্য্যজনিত অভাববশতঃ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও) লুপ্ত হয় নাই—এমত অবস্থায় প্রাচুর্য্য আনয়ন করিতে পারিলেই সে আবার জগতে এক মহা উদার 'জীবমঙ্গলকামী'—মৌলিক সভ্যতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকেই সাত্বিকভাবে ভাবাপন্ন করিতে সমর্থ করিবে। যদি কখনও সমগ্র বিশ্বে দ্বন্দ্ববিহীন ভ্রাতৃপ্রেম সম্ভব হয়, তাহা এই ভারত হইতেই উদ্ভব হইবে, কারণ যাহা শান্তির মূল—তাহা ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত—ইহাই আশা ও আনন্দের কথা।—সত্যই ভারত এখনও "চির গৌরবময়ী তুমি ধন্য।"

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতকে শান্তিমার্গের সাহায্য করে নাই। বিস্তৃত মমত্বপথে কিছু দেয় নাই—বরং ভারতের বিশ্ব লক্ষ্যের সঙ্কীর্ণতা সাধনই করিয়াছে। জগদ্ধাত্রীকপূজক ভারতের সীমাবদ্ধ দেশাত্মবোধ গ্রহণ শ্লাঘার কথা নয়, তবে অহিত হইতে না দেওয়াটাও যে একটা ধর্ম্ম—অনেক অকল্যানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ইহাই জানাইয়া দিয়াছে—পাশ্চাত্য সংস্পর্শে ভারতের ইহাই চরম লাভ। বিজ্ঞানের পূর্ণজ্ঞানেই Europeও আবার জ্ঞানের দর্শন পাইবে—Railway, Aeroplane wireless প্রভৃতি দূর অবস্থানের তিরোধান ঘটাইয়া, মানুষকে মানুষের নিকটবর্ত্তী করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি বর্দ্ধন করাইয়া এককালে সমগ্র মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেই হইবে। সুতরাং জড়বিজ্ঞানটা কিছুই নয় ওকথা বলিও না, কিন্তু Europe যে ভুল করিয়াছে তুমি যেন জড় বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে গিয়া সে ভুল করিও না।

Europeএর ভুল—সে ভোগ-উপকরণ-সংগ্রহ সুবিধার জন্য দেশাত্মবোধ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তাহা অবিরোধে ভোগ করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের যে মমত্ব বিস্তৃতি—অর্থাৎ অসামর্থ্যতা স্বত্বেও যে বিনা প্রত্যাশায় ভাগে-ভোগ প্রয়োজন, সেটার দিকে লক্ষ্য করে নাই। ফলে Europeএর প্রতি দেশে ধনী দরিদ্রে (Labour Capital)এ [illegible] দ্বন্দ, অস্বাভাবিক Bolshevism সর্ব্বত্রই উদ্ভব হইয়াছে।

তুমি যেন আত্মহারা হইয়া সেই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিও না, যদি কর অন্ত না হউক, শতাব্দী অন্তে তোমার দেশেও Bolshevismএর ভীষণ তাণ্ডব দেখা দিবে—ধনী দরিদ্রে ইহার অধিক দ্বন্দ্ব হইবে।

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী শস্যজ শিল্পজ প্রভৃতি যাবতীয় ভোগ উপকরণের প্রাচুর্য্য করণে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি অপরিহার্য্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী বাধাশূন্য আত্মভোগে প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রাচ্য প্রথানুযায়ী—বৈধভোগে—প্রবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের (ভোগোপকরণ সংগ্রহের ও অবিরোধ ভোগের) প্রকৃষ্টপন্থা।—ইহাই প্রাচ্যে প্রতীচ্যে সম্মিলন। ইহাই স্ব-হিতৈষিণা, 'স্বদেশ-হিতৈষিণা', ইহারই পূর্ণ বিকাশে —সমগ্র বিশ্ব হিতৈষণা।

অগ্রণীর ইঙ্গিত

এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহা "তত্ত্বের কথা" "কি ও কেন'র" কথা—ভাল মন্দ বিচারের কথা। এক্ষণে অত বিচার করিয়া বুঝি আর না বুঝি, কি কি কাজ করিলে আমাদের প্রাচ্য প্রথা মত চলা হইবে—তাহারই দু'একটী মোটামুটি সংক্ষিপ্ত নিদর্শন লইয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব।

আমরা দেখিয়াছি—বৈধ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভোগেই শান্তি। বিরোধ মূল—"তোমার আছে আমার নাই।" তাহা হইলে সকলেরই (সকলের না হইলেও অন্ততঃ অনেকেরই) আছে, এরূপ ভাবে ভোগ উপকরণের সীমা ঠিক করিতে হয়। এখন তাহা হইলে (সকলের পক্ষে না হইতে পারিলেও) অনেকেরই পক্ষে যাহা অনায়াস লভ্য, ততটুকু পর্য্যন্তই সীমা হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী—আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। (ধনবানের কথা তুলি নাই, কারণ তাঁহাদের সংখ্যাও কম এবং আবশ্যক স্থলে একটী অনুপাত করিয়া লওয়ায় কঠিন হইবে না।) মাসিক পাঁচ শত টাকা স্থায়ী আয় নাই এমন সংসারকেও আমরা গৃহস্থ বলিয়াই ভাবিয়াছি। মনে রাখিতে হইবে, আমরা পল্লী ও ছোট ছোট সহরের কথাই আলোচনা করিতেছি, তবে বড় সহরেও এ সব করা অকার্য্য নয় বরং করাই উচিত। বড় না করিলে ছোট করিবে কেন?

ভোগ্য-সীমা

পোষাক পরিচ্ছদ—

আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া অনাবশ্যক বাব (item) বৃদ্ধি অনুচিত; কাপড় চাদরই যথেষ্ট :—তা'সরুই হক্ আর মোটাই হক্।

কাপড় চাদর আমার বাড়ীতে যেরূপ প্রস্তুত হইবে আমি তাহাই পড়িব সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিরর্থক। বিদেশ গমন কালেই জামার আবশ্যক।

শীতকালে ছোট জামাই যথেষ্ট দামী দামী শীতবস্ত্রের কোট,সার্ট, আলখেল্লা (Over Coat) অনাবশ্যক। গাত্র বস্ত্রও ২০৲ টাকা অধিক মুল্যের নিস্প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতা দোষের নয় আড়ম্বরই দোষের। মোটামুটি কথা, কাটা কাপড়ের পোষাকের যত কম ব্যবহার হয় ততই ভাল।

আংটির সাধারণ সার্থকতা, কোন সময়ে হঠাৎ বিপদে পড়িলে কাজে লাগে—১৫৲ টাকার বেশী হওয়া নিস্প্রয়োজন। পল্লীতে বসিয়া সজ্জার জন্য আংটী ব্যবহারের কোন সার্থকতা নাই। ঘড়ির সোণার চেনের আবশ্যক কি ?—রেশমী কারইত যথেষ্ট।

সোনার বোতাম একেবারেই পরিত্যজ্য—ইহা কেবলই বিলাস। সাধারণ ঝিনুকের বোতামই সুরুচির পরিচায়ক।

মেয়েদের—

সাধারণ কাপড়ই যথেষ্ট—গ্রামান্তর গমন কালীন সেমিজ পড়া উচিত—নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত বডি, ব্লাউজ, জ্যাকেট একেবারেই বাহুল্য। শীতের দিনে একটা মোটা জামা ও একখানা ২০৲ টাকার

অনধিক মূল্যের গায়ের কাপড়ই যথেষ্ট। গৃহস্থ বাড়ীতে শাল দোশালার আবশ্যকটা কি?

সজ্জার সময়—মুর্শিদাবাদী ২০৲ টাকার অনধিক মূল্যের গরদের সাটীই যথেষ্ট। ৫০৲ টাকার পার্শী ১০০।১৫০৲ টাকার বারাণসী একেবারেই নিরর্থক। স্বর্ণাভরণের বাহুল্য ও দূষণীয়—

এক ভরির শাঁখা, পাঁচ ভরির অনন্ত, চার ভরির কণ্ঠাভরণ, কাণে দু'টী ফুল, নাকে সামান্য দামের নীলা চুনি পান্না পোখরাজাদি যা'হক বসান একটী নাককাটী, সাকুল্যে বার ভরি সোনা—চরণে যাবক, সীমন্তে সিন্দুর—ইহা ভিন্ন সতী লক্ষ্মীদিগের সাজ সরঞ্জাম—নিরর্থক অভিমান প্রসূ, আড়ম্বরমূলক, দ্বন্দ্বোভবকারী।

[আদ্যাশক্তি সতী শিরোমণীর অংশ ধারিণী জননিগণ, তোমরা কি দশ বৎসরের জন্য এ সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পার না মা। তোমাদের যে সকল বহুমূল্য তৈজসাদি আছে, দশ বৎসরের জন্য সে সব পেটিকায় আবদ্ধ কর, পরে যদি ইচ্ছা হয়, উপযুক্ত বুঝ, তখন বাহির করিও।]

এ প্রথা প্রচলিত হইলে "কন্যাদায়" সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবার আশা করা যায়—সেটাও যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সভা সমিতি করিয়া বিবাহের ব্যয় কমিবে না, উদ্দাম ভোগ থাকিতে ব্যয় কমিতে পারে না—সীমাবদ্ধ হইলেই কমিবার সম্ভব।

আহার—

নিত্য আহার—গুপ্ত ভোগের অন্তর্গত সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা—অবান্তর।

ক্রিয়া কাণ্ডে,—শাক ডাল চচ্চড়ি ঝোল বা কালিয়ার ২ খানা মাছ, অল্প কিছু ভাজা ও চাটনী (প্রত্যেক এক প্রকার), দই, ক্ষীর,

অর্দ্ধ পোয়া এবং যে কোন এক প্রকার মিষ্টির ১ বা ২ টাই যথেষ্ট। গৃহস্থ বাটীতে বহবারম্ভ পরিণামে ক্লেশপ্রদ।

নিজ বাটীর ভেতর ভেদ করবে না :—

বাটীর সব ছেলে মেয়েকে একই রকমের কাপড় চোপড় দিবে। তোমার ছেলে হয়ত একটু ভাল পড়িতে পাইত, তা হইল না। নাই বা হইল?—চকচকে পোষাকের চেয়ে মন পরিষ্কার থাকাই যে বেশী দরকার। বাটীতে যে কিছু খাদ্য দ্রব্য হ'বে, ভৃত্যদিগকেও তার অংশ দিবে। পরিমাণে কম হক্ না, তাতে ক্ষতি কি? *

উৎপন্ন দ্রব্যাদি যা হ'বে—

প্রতিবেশীবর্গকে কিছু কিছু দিলেই বা। পুরোহিত, মওয়ালী, ঘাট-ওয়ালা, দাই চৌকিদার, নাপিত, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রভৃতি কে, কাহাকেও বা দু'টী ক্ষেতের শাক, কাহাকেও বা চারটী গাছের আম, কাহাকেও

---

* এক পরিবারের মধ্যে ভোগে সাম্য থাকে। অ-সম ভোগেই ঠাঁই ঠাঁই হয়। এই অ-সম ভোগ প্রবৃত্তি ঘটাবারও কারণ ঐ পাশ্চাত্য (ভোগে-ভাগ শূন্য) 'অবাধ ভোগ' এবং তৎ-সম্ভূত (যদি কিছু ভাগে ভোগ করা যায়, তাহা যেন ভিক্ষাই দেওয়া হইতেছে, এইরূপ) মন ধারা। ভোগ্য সীমাবদ্ধ না হইলে—ভোগে সমতা না থাকিলে হাজার "ভাই, ভাই, ভেদ নাই ভেদ নাই" বলিয়া চিৎকার করিলেও একান্নবর্ত্তী পরিবার থাকিতে পারে না,—পারিবেও না। দাদা ভাইয়ে সহানুভূতি থাকে না—থাকিবেও না। 'দাদার পাতে সরে দুধে, আমার পাতে জলো' কিম্বা দাদা তুই গরুর জাব দে আমি ভোজ খেতে যাই, আর না হয় আমিই ভোজ খেতে যাই, তুই-ই গরুর জাব দে'—হইলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

[একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাল মন্দ দুই দিকই আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়—সে কথা "মানুষ হও" নামক পুস্তকে বিচার করিয়াছি।]

বা একটু জমীর গুড় দিলে তোমার কিছু বিশেষ কমবে না, অথচ তুমি উদাসীন না থাক্‌লে, তাহারাও তোমার বিপদে সম্পদে উদাসীন থাকিতে পারিবে না।

তত্ত্ব তল্লাসে—

গৃহ জাত কাপড়ই দিবে: কাপড় না থাকে তুলা দিবে। এটা অবশ্য লজ্জার কথা—কিন্তু বাজার হইতে কিনিয়া কাপড় দিয়া সে লজ্জা নিবারণের আবশ্যক নাই। আগামীতে যেন কাপড়ই দিতে পার, তদ্বিষয়ে অবহিত হবে।

জাঁক জমকে তত্ত্ব পাঠান'র সার্থকতা কি?—এক হাঁড়ি মিষ্টি তা' বাতাসাই হক্, আর যাই হক্, পাঠানই যে যথেষ্ট—আম সন্দেশ প্রভৃতি সাধারণতত্ত্বের খরচ তিন টাকার বেশী হওয়া বাহুল্যের পরিচয় মাত্র, বিশেষ তত্ত্বের খরচও দশ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়।

[যদি কেহ তোমার বাটীতে ইহার অধিক পাঠান, এই পরিমাণে রাখিয়া বাকীটা ফেরৎ দেওয়াই সঙ্গত—পাঠাইলেও ফেরৎ হয়, ইহা জানিলে তবে পাঠান বন্ধ হইবে।]

যান বাহনে—যদি স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকেন এবং কোন আত্মীয় বন্ধু তৃতীয় শ্রেণীতে যান, তুমি তাঁহার সহিত তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইবে। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়া, অন্য কোন কারণেই আমাদের Inter class (মধ্য শ্রেণীর) উপরে যাওয়া সম্পূর্ণই অন্যায়। সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীই যথেষ্ট। পায়ে হাটিয়াও যাওয়া যায় এমত দূরত্বে—পুরুষের পক্ষে সম্মান রক্ষার জন্য গরুরগাড়ী বা পাল্কী করিয়া যাওয়া ষোল আনা অবিবেচনারই কাজ।

এতটা করতে পারলে—এতটা সংযতভাবে চল্‌তে পার্‌লে, তবে

আবার প্রাচ্য ভোগ প্রথায় অভ্যস্ত হওয়া হবে। কেহ করুন বা না করুন তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই, গতানুগতিক হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু মনে করিলেও, অনেক সময় তা পারা যায় না—চাল চলনের বশে চলিতে হয়। এই 'চাল চলন' বদলাবার ভার—যাঁরা বড়, তাঁদের উপরই বেশী। ভাল মন্দে তাঁরাই বেশী দায়ী, কারণ ছোটদের বড়দের 'চাল চলনই' অনুকরণ করতে হয় যে। আবার সমাজে যাঁর প্রভাব যত বেশী, বড়ও তিনি তত।

তুমি শিক্ষক—ছাত্রেরা তোমারই অনুকরণ করিবে। তুমি বড় উকীল, বড় ব্যারিষ্টার, বড় ডাক্তার বড় জমিদার ছোটরা তোমাদেরই অনুকরণ করিবে। তুমি বড় চাকুরে অধীনস্থেরা তোমারই অনুকরণ নিরত। তুমি ভদ্র তুমি শিক্ষিত, তুমি গ্রামের দা' ঠাকুর, (বা মিঞা সাহেব) গ্রামবাসীরা তোমাদেরই পোষাক পরিচ্ছদ, হাব ভাব, ক্রিয়া কাণ্ড, তত্ত্ব তল্লাস, সাজ সজ্জা, বিলাস ব্যসন, আরাম আমোদ সকল বিষয়েরই যথা শক্তি অনুকরণ করিবে। তুমি সহর প্রবাসী ভদ্র—গ্রামস্থ ইতর ভদ্র আপামর সাধারণ কম বেশী তোমারই অনুকরণে মত্ত। এইরূপেই সহরের 'চাল' গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে তোমরাই যে বড়, তাই বলিতেছি তোমাদেরই সর্ব্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি আবশ্যক।

দেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার; খদ্দর পরিধান; কার্পাস উৎপাদন; ও দশের দোকান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদিগকেই প্রথমে সীমাবদ্ধ ভোগ প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে; নচেৎ পত্যন্তর নাই। তাই বলিয়াছি পল্লীবাসী সুহৃৎ

তোমার কর্ম্মক্ষেত্র 'তুমি নিজে আর তোমারই বা[illegible]ম'—আর সাফল্য 'তোমারই হাতে'। কিন্তু পারিবে কি ?

তোমার এই সব কার্য্যের আরম্ভ অনারম্ভই, তোমার চিত্ত গতির, তোমার সাফল্য অসাফল্যের, তোমার কর্ম্মশক্তির পরিমাপক মানদণ্ড, —তোমাকে চিনিবার নিকষ পাথর।

যে মোহের পথে ছুটিয়াছ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবে কি ?—যদি পার, তোমার শুভ, তোমার বংশের শুভ সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যান!—এই-ই আমাদের শেষ কথা।

বিপদের—প্রথম সাহায্য

'জলে ডোবা,' 'আগুনে পুড়িয়া যাওয়া,' 'গলায় দড়ি দেওয়া,' ভিঁড়ে কিম্বা ধোঁয়াতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি হঠাৎ বিপদ আপদে, চিকিৎসক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, আমরা নিজেরাই যাহাতে রক্ষা করিতে পারি সেটা জানা থাকা ভাল, কারণ অনেক সময়েই চিকিৎসক উপস্থিত হইবার তর সয় না।

জলে ডোবা

যত শীঘ্র পার নিমজ্জিত ব্যক্তিকে জল হ'তে ডাঙ্গায় আনিয়া তা'র কাপড় চোপড় আল্‌গা ক'রে দাও ও তা'র মুখের ভিতর যদি কোন আবর্জ্জনা থাকে তাহা বাহির করে দিয়ে তাকে উবুর করে তার ডান হাতের উপর কপাল রেখে শোয়াও। এইবার তার বুকের নীচে একটা ছোট পাতলা বালিশ দাও। রোগীর নীচের দিকের পাঁজরার উপর হাত রেখে, তিন সেকেণ্ড ধরে তা'র পিঠে চাপ দিতে থাক। তা'রপরে তা'কে ডান কাত কর; তিন সেকেণ্ড পরে আবার উবুর করে শোয়াও যতক্ষন পর্য্যন্ত তার পেটের ভেতরকার জল বের হওয়া বন্ধ না হয় ততক্ষণ এইরূপ করতে থাক। এতে শ্বাস প্রশ্বাসও ফিরে আসবার

সম্ভব, যদি না আসে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস [illegible]বার যে প্রণালী আছে তদনুসারে কাজ কর। ঐ প্রণালীর কথা নীচে লিখিয়া দিলাম। জল বা'র করবার জন্য পায়ে ধরিয়া ঘোরাণ প্রভৃতি যেন কখনও ক'রো না—বড় পরমায়ুর জোর না থাকলে আর এতে [illegible] বাঁচে না।

নিশ্বাস প্রশ্বাস চল্‌লে পর (তা'র আগে নয়) শুকনা কাপড় চোপড় গরম কম্বল বেশ করে গায়ে জড়িয়ে দাও, এইবার গরম জলের বোতল, কিম্বা ইট খুব তাতিয়ে, কাপড় মুড়ে, কিম্বা বালির পুটলী খুব তাতিয়ে, কিম্বা ন্যাকড়া তাতিয়ে,—পায়ের তলায় সেক লাগাও।—আর তাকে অল্প গরম দুগ্ধ কিম্বা চা' খেতে দাও।

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার প্রণালী

অবিলম্বে রোগীকে উবুর করে শোয়াও এবং বালিস হক, কাপড়ের পুটলি হক, যা হ'ক দিয়ে তার মাথাটা একটু উঁচু করে রাখ।

রোগীর মাথা সাম্‌নে রেখে এক হাটু পেতে তার কোমরের কাছে বস। তোমার হাত দুখানি তার পিঠের শেষ পাঁজরার হাড়ের উপর এমনি ভাবে রাখ যে তোমার বুড়া আঙ্গুল দুটী যেন প্রায় মাজার উপর শিরদাঁড়ার কাছে এসে পড়ে।

এইবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়া আস্তে আস্তে নীচের [illegible]ক হাতের উপর চাপ দাও, চাপ সম্ভব মত যেন হয়।—এতে নিশ্বাস বেরুবে। এইবার তোমার হাতের চাপ কমাবার জন্য (সাম্‌নের দিকে ঝোঁকার চেয়ে তাড়াতাড়ি) পিছু দিকে ঝোঁক,—কিন্তু কোন সময়ই হাত তুলে নিও না, মিনিটে ১৫ বার হিসাবে ক্রমান্বয়ে এইরূপ করতে থাক—সময় সময় একঘণ্টা পরেও রোগী জীবন পায়। অধীর হ'য়ো না।

[শুধু বইয়ে পড়ে রাখলে, দরকারের সময় কাজে লাগাতে পারবে না। পাঠশালের ছেলেদিকে মধ্যে মধ্যে এ বিষয় শিক্ষা দিবে। তাতে নিজেরও চর্চ্চা থাক্‌বে—তাদেরও শিক্ষা হবে।]

শ্বাস রোধ

যদ্দ্বারা শ্বাসরোধ হয়েছে অবিলম্বে তা' দূর করে ফেল, কিম্বা রোগীকে সেখান হ'তে স্থানান্তরিত কর, আবশ্যক হ'লে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বওয়াবার চেষ্টা কর।

গলায় কিছু আটকাইয়া গেলে, রোগীকে জোর করে হাঁ করিয়ে (তর্জ্জনী) আঙ্গুল দিয়ে তা' বার করবার চেষ্টা কর। যদি না পার, রোগীকে সামনের দিকে একটু ঝুকিয়ে দিয়ে, তার পিটে সহ্য করতে পারে এমন জোরে দুই একটা ধাক্কা মার। খুব সম্ভব বমি করে ফেলবে—তারপর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বওয়াবার চেষ্টা কর।

গলায় দড়ি দেওয়া

দড়ি কেটে দিয়ে দেহটাকে আস্তে আস্তে নামাও—যেন ধুপ করে ফেলে দিও না। গলার দড়ি সাবধানে খুলে বা কেটে দাও। তারপর, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর।

কোনরূপ বিষাক্ত গ্যাসে বা ধোঁয়াতে দম আটকাইয়া গেলে—একখান ন্যাকড়া ভিজাইয়া তোমার নিজের নাক ও মুখ বেঁধে ফেল। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে রোগীকে খোলা জায়গায় বা'র করে নিয়ে এস, চারিদিকে ভিড় জমতে দিও না। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস বহাবার চেষ্টা কর। বাতাস কর।

মূর্চ্ছা

ভয়, দুঃসম্বাদ শ্রবণ, উৎকণ্ঠা, দুর্ব্বলতা, অনাহার (হিষ্টিরিয়ার কথা পরে বলছি) প্রভৃতি নানা কারণে মূর্চ্ছা হতে পারে।

রোগীর কাপড় চোপড় আল্গা করে দাও। বাতাস কর। চারিদিকে লোক জমতে দিও না, কারণ খোলা হাওয়ার খুব দরকার।

রোগীকে চিৎ করে শোয়াও– মাথা (শরীর অপেক্ষা) অল্প নীচু করে রাখ। মাথায় বালিস দেবার দরকার নাই।

নাকের কাছে Smelling-salt ধরাই যথেষ্ট ; চোকে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও ; কাপড়-চোপড় আল্গা কর, জামা খুলে দাও। পেট হ'তে পা পর্য্যন্ত গরম কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও—এবং পায়ের তলায় গরম জলের বোতল বা ন্যাকড়া গরম করে সেক লাগাও। অল্প অল্প করে গরম দুধ খাওয়াও। যাঁতি প্রভৃতি দিয়ে দাঁত খুলবার কোন দরকার নাই।—এর চেয়ে গুরুতর মূর্চ্ছায়, কারণ অনুসন্ধান ক'রে, তারই চিকিৎসা করতে হয়। সুতরাং চিকিৎসক ডাক।

মাথায়—আঘাত

রোগীকে চিৎ করিয়া, মাথার তলায় সামান্য উঁচু [illegible]িস্ দিয়া, চুপ করিয়া শোয়াইবে—নড়া চড়া করতে দিও না। মুখ দিয়ে কিছু খেতে দিও না—দুধ জল কিছুই না। চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত এই অবস্থায় রাখবে।—অনেক সময়ই মাথায় চোট লাগলে রোগী স্তম্ভিতের মত হ'য়ে থাকে—এ অবস্থায় যত শীঘ্র পার চিকিৎসক আনবে। বাতাস করবে। ঠাণ্ডা জলের জলপটী দিবে, বরফ দিতে পারলে ভাল হয়।

সর্দ্দি গর্ম্মি

প্রায়ই বয়স্থ লোকের হ'য়ে থাকে। রোগী অর্দ্ধ অজ্ঞান বা অভি-ভূতের ন্যায় হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়—বিশেষ নিশ্বাস বেরোবার সময় ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে সময়ে সময়ে হাত পা অবশও হ'য়ে যায়।

মাথা অল্প উচু করে—রোগীকে চিৎ করে শোয়াও। ঠাণ্ডায় রাখ, জল, দুধ, কিছুই খেতে দিও না।—বাতাস কর, চিকিৎসক ডাক।

মৃগী

রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। মুখ নীল বর্ণ হয়, সময় সময় মুখ দিয়ে লাল পড়ে—এবং হাত পা আছড়াইতে থাকে। রোগের সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসে—এবং একটু পরেই কাজ কর্ম্ম করতে পারে। সময়ে সময়ে কিছুক্ষণ পরে আবার হয়। যাদের উপর্য্যপরি দু'বার আক্রমণ হয় তাদের খুব সাবধান থাকা দরকার।

রোগী যেন জিবটা কামড়াইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হবে—রুমালের এক কোণে একটা মোটা গিট বাঁধিয়া সেইটা দাঁতের মধ্যে দিলে আর কামড়াইতে পারবে না। কাপড় চোপড় আল্গা করে দাও। গলার আর বুকের উপরকার কাপড় চোপড় খুলে দাও। বাতাস কর। মাথাটা অল্প উচু করে ধরে রাখ। অনেক সময় চামড়ার গন্ধ নাকে গেলে মৃগীর খিচুঁনী কম হয়—চামড়া শোঁকাও—জুতা শোঁকাইলেই চলবে।

হিষ্টিরিয়া

প্রায়ই স্ত্রীলোকের হয়। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়, মাটীতে মুখ রগড়াইতে থাকে, কাঁদে, হাঁসে, চিৎকার করে, হাত পা ছোড়ে—সমস্ত শরীরটা যেন চেড়ে চেড়ে উঠ্‌তে থাকে। (মৃগীতে রোগী কখনও চিৎকার করে না) আক্রমণ অবস্থা কখনও বা দু' পাঁচ মিনিটও থাকে, কখনও বা দু চার ঘণ্টাও থাকে। উপর্য্যুপরি আক্রমণ হয়—দিনের মধ্যে ১০।১৫ বারও হয়।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও। বাতাস কর। গোলমরিচ একটা পিন বা ছুঁচের ডগে বিধিয়া আগুণে পোড়াইলে ধোঁয়া বাহির হবে, ঐ ধোঁয়া নাকের কাছে ধর, কাগজের ধোঁয়াতেও সারে; Smelling saltএর শিশিতেও কাজ হয়।

দাঁত খুলবার জন্য তাড়াতাড়ি করো না—জোর করে যাঁতি প্রভৃতি দিয়ে কদাচ দাঁত খুলতে যেও না, বা হাত পা অযথা জোর করে ধরে রাখ্‌তে গিয়ে রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে দিও না।

কানের ভিতর

ছোট পোকা বা পিপ্‌ড়ে ঢুক্‌লে সরিষার তৈল (সহ্য হয় এমন) গরম করে, ফোঁটা ফোঁটা করে দাও। এতেই পোকা মরে যাবে, পরে পিচকারী দিয়ে বা শলা দিয়ে আস্তে আস্তে বার করে দাও।

মটর বা অন্য কিছু ঢুক্‌লে, সেই কানটা নীচু করে (মাথাটা বাঁকাইলেই কানটা নীচু হবে) বিপরীত কানটার উপর হাতের তেলো দিয়ে চাপ দাও—খুব সম্ভব এতেই বেরিয়ে যাবে, যদি না যায়, খোঁচাখুচি করো না—চিকিৎসক দেখাও।

জল ঢুক্‌লে, সেই কানে আর একটু জল দিয়ে হঠাৎ কানটা কাত করে বিপরীত কানের কাছে মাথায় আস্তে আস্তে ঘা দাও—জল বাহির হয়ে যাবে।

চক্ষের ভিতর

পোকা পড়্‌লে—চোখ্‌ রগ্‌ড়াবে না। পরিষ্কার পাতলা নেকড়া দিয়ে আস্তে আস্তে বার করে দাও। কুটা পড়লেও ঐরূপ ব্যবস্থা করবে।

চূণ পড়্‌লে বা রং পড়িলে—ঝেড়ে ফেল, বাকীটুকু যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে এক ভাগ ভিনিগার ও পাঁচ ভাগ ঠাণ্ডা জল একসঙ্গে মিশাইয়া, অভাবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে, বেশকরে চোখ ধুয়ে ফেল। তার পর আস্তে আস্তে Olive তেল কিম্বা পরিষ্কার রেড়ীর তেল চোখে দাও। কদাচিৎ চোখ রগড়াইও না—চিকিৎসক দেখাও।

কুকুর বা শৃগালে কামড়াইলে

ক্ষতস্থানটা বেশ করিয়া, কার্ব্বনিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিবে। অভাবে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবে।

আকের গুড়, সরিষার তেল ও আকন্দের আটা একত্রে মিশাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। তণ্ডুল বাটিয়া তাহার মধ্যে ভেড়ার ৩ গাছি লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়। শিমুল বীজ (৭টী) সাত দিন সকাল বেলায় ইক্ষুগুড়ের সঙ্গে গিলিয়া খাইলেও উপকার হয়, কালী ঝাপের পাতা বাটিয়া দিলেও উপকার হয়—কিন্তু এ সকল অপেক্ষা কসৌলী বা শিলং যাওয়াই ভাল।

গরীবেরা স্থানীয় Subdivisional Officerকে জানাইলে তিনি কসৌলী বা শিলং যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাতায়াতের রেলভাড়া লাগে না এবং কি একজন লোকও বিনা ভাড়ায় রোগীর সঙ্গে যাতায়াত করিতে পায়। সেখানে ১৪ দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা হয়।—কসৌলী হিমালয়ের উপর সিমলা পাহাড়ের নিকট—এখানে এই জন্যই একটী পাস্তুর সাহেবের উদ্ভাবিত প্রণালীর গভর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।—শিলংয়েও একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিলংই নিকট।

ইন্দুর, মৌমাছি, বিছা, বোল্‌তা, ভিমরুল প্রভৃতিতে কামড়াইলে

ইন্দুর কামড়াইলে আকন্দের মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দাও, বোল্‌তা কামড়াইলে হুলটা বাহির করে দাও।—মধ্যে ফাঁপা চাবি চেপে ধরলেই কালো মত হুলটা ঠেলে উঠবে। সরিষা বা কেরোসিন তৈল লাগাও; মরিচ ঘসে দিলেও উপকার হয়; ওলের ডাঁটার আটা লাগাইলেও উপকার হয়; মধু বা গুড় লাগাইলে মৌমাছি কামড়াইলে উপকার হয়। বকুলের ছাল বা বকুলের বিচি জলে ঘসিয়া লাগাইলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোলে না—ইহা অব্যর্থ। কাপড় কাচা সোডা লাগাইলেও উপকার হয়।

হাতে চসী পোকা বা শুঁয়া বা বিছুটি লাগিলে

চসী পোকা লাগিলে—তেলাকুচার রস মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। শুঁয়া পোকা লাগিলে—বাঁশপাতারি ঘাসের রস বা পুঁই ডাটার রস মাথাইলে উপকার হয়।

বিছুটি লাগিলে—সরিষার তেলে উপকার হয়।

সাপে কামড়ান

প্রতিকার—দষ্ট স্থানের ৪ আঙ্গুল উপরে খুব কসিয়া তাগা বাঁধিবে। ছুরি দ্বারা দষ্ট স্থান চিরিয়া দূষিত কালো রক্ত বাহির করিয়া দিয়া উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দুই বার পুড়াইয়া দিবে। জয় পালের বিচি ঘসিয়া লাগাইয়া দিবে—অথবা Permanganate of Potas (একরকম বেগুনি রংয়ের গুড়া ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—একটা রোগীর পক্ষে এক আনার ঔষধই যথেষ্ট।) চেরা জায়গায় বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে। ঈশের মূল ও পাতা বাটিয়া দিলেও উপকার হয়। হুঁকার জলে দু আনা শ্বেত করবির শিকড় কিম্বা হুঁকার জলে শ্বেত জবার মূল বাটিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে তাহাকে আধ পোয়া সরিষার তেল খাওয়াইয়া দিবে। রোগীর মস্তকে ঠাণ্ডা জলের ধারাণী দিতে থাকবে। যতক্ষণ রোগীর চক্ষু সাদা এবং শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ না করবে ততক্ষণ ধারানি দেবে। এই ঔষধটী ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরীক্ষা করিয়া 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাপে কামড়ানর এখনও অব্যর্থ ঔষধ জানা যায় নাই সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ওঝা ডাকা ভাল—আমি স্বচক্ষে অনেক রোগীকে ওঝার দ্বারা আরাম হইতে দেখিয়াছি। ভাল ওঝা হইলে রোগী অনেক সময়ই রক্ষা পায়। কিন্তু সাবধান, যেন বাঁধাটা তাড়াতাড়ি খুলতে দিও না।

আগুনে পোড়া বা ঝলসিয়ে যাওয়া

আগুনে, গরম ঘিয়ে বা তেলে পুড়ে যায়—গরম জল প্রভৃতিতে ঝলসিয়ে যায়। যাতেই হক দগ্ধ জায়গায় হাওয়া লাগাবে না।

দগ্ধাঙ্গে মাত গুড় লেপন করিলে উপকার হয়; গোল আলু বাটিয়া দিলেও উপকার হয়; ঘৃতকুমারীর রস অথবা নারিকেল জলের সহিত চূণ মিশাইয়া লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা উঠে না। সোরার জলে দগ্ধ স্থান নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে জ্বালা নিবারিত হয়। ঘা হইয়া গেলে—অশ্বত্থের সাদা ছাল চূর্ণ ও গুগ্‌গুল চূর্ণ একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদাহ জন্য ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মেথিলেটেড স্পিরিট বা ব্রাণ্ডিতে নেকড়া ভিজাইয়া স্থানের উপর রাখিলে জ্বালা বন্ধ হয় এবং প্রায়ই ফোস্কা পড়ে না। কিন্তু খুব সাবধান, স্পিরিট বা ব্রাণ্ডী দিতে হলে আট দশ হাতের ভিতর কোন রকমে আগুন না থাকে—থাকলে দপ করে সব শুদ্ধ জ্বলে উঠবে। আগুনে পোড়ার পর যদি শরীর কাঁপিতে থাকে তাহা হইলে কুসুম কুসুম গরম দুধ খাওয়ান ভাল। পোড়া বেশী হইলে অবিলম্বে চিকিৎসক ডাক। সুচিকিৎসা না হইলে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

হঠাৎ কাপড়ে আগুণ ধরিলে—মাটীর উপর শুইয়া পড়িতে হয় ছুটোছুটি করলে আরও বেশী জায়গায় ধরে যায়। নিকটে কম্বল অন্য কিছু মোটা কাপড় থাকিলে তাই দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আগুণ নিবাইয়া দাও—সাবধান যেন নিজের কাপড়ে আগুন না ধরিয়া যায়। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে হয়—লজ্জা করতে নাই। অন্যথায় জীবন যাবার সম্ভাবনা।

ঘরে আগুন লাগিলে—কি করা কর্ত্তব্য—স্বাস্থ্য বিভাগের 'এঁদো ডোবা'র কথা বলিবার সময় বলিয়াছি, তথায় পাঠ কর।

বিষ খাওয়া

চিকিৎসক ডাকতে পাঠাও—সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও নীচের লিখিত মত ব্যবস্থা কর। ঘরের ভিতর ঢুকে রোগী কি বিষ খাইয়াছে তারই অনুসন্ধান করবে। ঘরের কোন জিনিষই ফেলে দিও না। কাপড়ে অনেক সময় যে বিষ খাইয়াছে তার দাগ থাকে—দাগগুলি বেশ করে শুঁকে দেখলেই কি বিষ খেয়েছে তা টের পাওয়া যায়। এতে যদি না পাওয়া যায়—নিশ্বাসের গন্ধ; ঠোঁটের অবস্থা; ঘুম-ঘুম ভাব এবং চোকের তারা এই কয়টি পরীক্ষা করে দেখলে :—কি খাইয়াছে তা' ঠিক করতে পারবে।

বমি করাতে হলে—গরম জল খাওয়াবে; গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাবার চেষ্টা করবে। জলে নুন গুলিয়া খাওয়াইবে; নস্য কিংবা লবণ ও সরিষার গুড়া এক সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলেও বমি হয়। গুহ্য দ্বারে পেপের নল বা তামাক খাবার নল অল্প একটুকু প্রবেশ করাইয়া তামাকের ধুয়ার ফুঁক দিলে বমি হয়। নলের ডগায় অল্প তেল মাখাইয়া লইও নচেৎ রোগীর ব্যথা লাগবে—দু' তিন ইঞ্চি প্রবেশ করাইলেই যথেষ্ট।

কি বিষ খেয়েছে তা বুঝে নিয়ে তদনুপাতে ব্যবস্থা কর।

শেঁকো—খাইয়া থাকিলে—বমি করাবে। ডিমের সাদা অংশটা (হল্‌দেটা নয়) জলের সঙ্গে খাওয়াবে।

তুঁতে—বমি করাবে; ডিমের সাদা অংশ খাওয়াবে; চিনি খাওয়াবে, সোডা খাওয়াবে।

টিন—অনেক সময় টিনের খাবার বিষাক্ত হয়। বমি করাও, ডিমের সাদা; চিনি; দুগ্ধ খাওয়াও।

আফিং—চোখের তারা ছোট হয়ে যায়; বমি করাবার চেষ্টা করবে—কিন্তু এতে বমি হওয়া শক্ত।

দুগ্ধ শূন্য কড়া চা, কফি, খাওয়াবে। কিছুতেই ঘুমাতে দিবে না—চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবে; এবং শুতে না দিয়ে পাইচারী করিয়ে বেড়াবে।

কদাচিৎ ঘুমুতে দিও না—ঘুমুলে এই ঘুমই তার শেষ ঘুম হবে।

বিষক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপার খুটিয়ে লেখা হ'ল না, কারণ নিজেরা তার ব্যবস্থা করা যায় না—চিকিৎসক চাই। চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত বমি প্রভৃতির চেষ্টা কর—এবং অবিলম্বে চিকিৎসক ডাক।

নেশায় বিপদ

অনেক সময় নেশা বেশী হইয়া বিপদ উপস্থিত হয়—সিদ্ধি—খাইয়া বেশী নেশা হইলে—তেঁতুল গুলিয়া খাওয়াও, কাঁঠালের পাতার রস খাওয়াও, জল গরম করিয়া বগলে, শিরদাঁড়ায়, স্কন্ধে গামছা ডুবাইয়া সেক দাও; মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাল; চোখে মুখে জলের ঝাপটা দাও বরফ পাইলে মাথায় বরফ দাও। বাতাস কর; ঘুমাইয়া পড়িলে জাগাইও না। দুধ, মিষ্টি, পান—খাইতে দিও না। ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।

অজ্ঞান হইয়া পড়িলে—Sal volatile খেতে দাও। ২০ ফোঁটা এক ছটাক জলে দাও। ইহা উত্তেজক ঔষধ।

গাজা, চরস, প্রভৃতি ধোঁয়ার নেশায়—বেশী নেশা হইলে—খুব একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও; মাথা বেশ করিয়া ধুইয়া দাও; মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাক। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখ; ঘুম পাইলে জাগাইও না।

আফিং গুলি, চণ্ডু;—আফিংয়ের বিষ ক্রিয়ার ন্যায় চিকিৎসা। কাঁচা আফিংয়ে বমি করাও) কড়া চা, কফি খেতে দাও; চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দাও! ঘুমাইতে দিও না।

মদ—খাইয়া বেশী নেশা হইলে—বমি করাও, রোগীকে শোয়াইয়া রাখ; ঠাণ্ডা জল খেতে দাও, বাতাস কর। শিরদাঁড়ায়, কোষে বা পায়ের তলায় বরফ বা ঠাণ্ডা জল দাও।

রক্তপাত

অনেক সময় ছুরি, দা, কাঁচি প্রভৃতিতে কাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হয়। রক্ত বন্ধ করার বিশেষ আবশ্যক। কাটা জায়গায়—দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়। গোয়ালে লতার পাতা হাতে রগড়াইয়া ক্ষত জায়গায় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়—জোড়া লাগে। রেড়ীর তেল দিয়া বা হলুদের গুড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও রক্ত বন্ধ হয়—জোড়া লাগে। মাথা ফাটিয়া গেলে—নেকড়া পোড়ার ছাই, অল্প চূণ ও চিনি একত্রে এই তিনটী মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয় এবং জোড়া লাগে।

যেমন রক্তই বাহির হক্ না—খুব চাপিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি শিরা ছিঁড়ে যায় তাহা হইলে ছিন্ন জায়গার কিছু উপরে তাগা বাঁধার মত করিয়া শক্ত দড়ি দিয়া, রুমাল দিয়া, কাপড়ের পাড় দিয়া—খুব কসিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়—ইহাতে শিরা হইতে রক্তস্রাব কমায়। পরে দূর্ব্বা চিবাইয়া, বা গোয়ালে পাতা, বা হলুদ গুড়া দিয়া কাটা জায়গাটা বাঁধিয়া দিতে হয়। শির কাটিয়া গেলে, যেখানে কাটিয়াছে তার ২।৪ আঙ্গুল উপরে একটী ছোট ঢিলে, দু'পুরু ন্যাকড়া জড়াইয়া ঐ শিরের উপর দিয়া তার পরে ঐ ঢিল সমেত কসিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, ঢিলটা থাকার

দরুণ জোরে চাপ পাওয়ায় রক্ত বন্ধ হয়—যতক্ষণ ঐ সব যোগাড় হইবে ততক্ষণ আর এক ব্যক্তি ছিন্ন শিরটার উপরে খুব জোরে চাপিয়া রাখ।

রোগীকে কদাচ, উত্তেজক পানীয় (চা, মদ প্রভৃতি) খাইতে দিও না ইহাতে রক্তস্রাব বাড়ায়। প্রায় যেখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একেবারে ছুঁফাঁক হইয়া পড়িয়াছে—এমত স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া কর এবং অবিলম্বে চিকিৎক ডাক—দেরী হইলে রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

থেঁতলাইয়া যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া

রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখ যদি হাত পা ভাঙ্গিয়া থাকে (প্রায়ই ভাঙ্গে না—মচকাইয়া যায়) শক্ত সোজা কাটী (যেমন শরের কাটী কিম্বা বাশের বাখারি) ভাঙ্গা জায়গার কিছু উপর হইতে নীচু পর্য্যন্ত দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও। হাড় স্থানচ্যূত হইলে চিকিৎসক ভিন্ন উপায় নাই—এ অবস্থায় রোগীকে স্থির রাখাই কর্ত্তব্য।

অপামার্গ (চচ্চড়ে) বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, খুব শীঘ্র মচকানর ব্যাথা দূর হয়। নুনের পুটনী করিয়া সেক দেওয়াও ভাল। নুনে হলুদে প্রলেপ দিলে ব্যাথা যায়। গুড়ে চূণেও খুব ভাল।—আগে চূণ দিয়া পরে গুড় দিতে হয়। ভাজা তেঁতুল বীজের সহিত নিমুখোর ডঁ[illegible] বাঁটিয়া লাগাইলে; কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া একটু সোরা সহ মিশাইয়া লাগাইলে উপকার হয়।

থেঁতলাইয়া গেলে—যতদূর সম্ভব মাংসগুলিকে তাহাদের স্বস্থানে বসাইয়া দিয়া রেড়ীর তৈল ও হলুদ দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলে বেদনা ও জোড়া লাগা দুইই খুব শীঘ্র হইবে।

২য়—পরিশিষ্ট

সংক্রামক

রোগের প্রতিকার

আমাদের দেশে প্রধানতঃ কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ও ডেঙ্গুই—সংক্রামক ভাবে দেখা দেয়।

(১) হইলেই বা কি করিতে হইবে? এবং (২) যাহাতে সংক্রামকভাবে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তৎপক্ষে প্রতিকারই বা কি? দুই বিষয়েই দেখিতে হইবে।

কলেরা অপেক্ষাও ম্যালেরিয়াতে সর্ব্বনাশ বেশী হয়, তাই প্রথমে ম্যালেরিয়ার কথা বলিয়া পরে কলেরা প্রভৃতির কথা বলিব।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার পুরোপুরি চিকিৎসার কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে অনেক সময় এমন হয়, রোগীর হঠাৎ কোন উপসর্গ এমন ভাবে বাড়িয়া উঠে যে তখনি যা হক্ একটা প্রতিকার না করিতে পারিলে রক্ষা পাওয়া ভার। চিকিৎসক প্রায়ই দূরে—এমন অবস্থায় লোক পাঠাইয়া খবর দিয়া তাঁহাকে আনাবার সময়ই পাওয়া যায় না, আবার রাত্রে হইলে ত—পর দিন সকাল বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত খবর পাঠানই শক্ত। লোকও সব সময় পাওয়া যায় না—যাঁরা পাড়াগাঁয়ে বাস

করেন, তাঁরা এসব বিষয়ে বিশেষ ভুক্তভোগী—তাঁরা এসব খবর বেশ ভাল করেই জানেন।—সেইজন্য হঠাৎ বিপদে, যেমন মনে কর, "কম্প দিয়া জ্বর এল আর রোগী অচৈতন্য হ'য়ে গেল"—এরূপ সব অবস্থায় কি কি করতে হয় এবং চিকিৎসক না হয়েও, কি কি করতে পারা যায় সেই সব কথাই বল্‌ব।

ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটী অবস্থা—কম্প দিয়ে জ্বর আসে; জ্বর ফুটলে গায়ের তাত বেশী হয়; ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।—সব জায়গাতেই যে এই তিনটী অবস্থা বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট হয় তা হয় না—কম্প আর ঘাম খুব কম বা বেশীও হ'তে পারে। জ্বর ছাড়ে আবার ছাড়েও না—যাহা ছাড়ে তার নাম সবিরাম, আর যাহা ছাড়ে না নাম স্বল্প বিরাম বা Remitent। এই জ্বরের সঙ্গে নানা রকম উপসর্গ এসে উপস্থিত হয়—তাতেই বিপদ বাড়ায়। ম্যালেরিয়ার মারাত্মক উপসর্গ গুলির কথা মোটামুটি এক এক করে বল্‌ছি।

কম্পের সময় বিপদ—

(১) কম্প বেশী হইলে হয়ত রোগী অচৈতন্য হইয়া যায়।

(২) স্তম্ভিত বা ভ্রমি যাওয়ার মত হয়।

(৩) হাতে পায়ে ভয়ানক খাল ধরে।

কম্পের সময় রোগী স্তম্ভিত বা অচৈতন্য হ'য়ে পড়লে তার দু'হাতের তেলোয়, দু'পায়ের তেলোয়, দু'উরুতে, উপর পেটে, দু'বগলে, দু'পাঁজরে—এই কয়টি জায়গায় সেক দিবে।

জল খুব গরম করিয়া বোতলে বা শিশিতে ভরিয়া বেশ করিয়া ছিপি আঁটিয়া দাও, যেন বেরুতে না পারে। যদি সহ্য করতে না পারে তাহা হইলে পাতলা ন্যাকড়া বা কাগজ জড়াইয়া সেক লাগাও।

যদি ঘরে শিশি বোতল না থাকে, আগুনে ইট তাতিয়ে দিলেও চলবে—যদি ইটও না থাকে—বালির পুঁটলী করে দিবে। কিন্তু বালি শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়—এইজন্য বারে বারে গরম করে নেবে। বালিও না পাও কাঁথা কম্বল যা' পাও তাই আগুনে তপ্ত ক'রে দিবে—অন্ততঃ ন্যাকড়ার পুটলী করেও উপরোক্ত জায়গাগুলিতে সেক লাগাবে।

সেক দেবার সময় ক্ষণিকক্ষণ ফাঁক দেওয়া হবে না—সেইজন্য একটা দিতে থাকবে আর একটা গরম করতে থাকবে, এটা ছেড়েই ওমনি ওটা বদলিয়ে নেবে—ক্রমান্বয়ে এইরূপে অবিচ্ছেদ সেক চালাও।

মাথায় জলপটি দেবে—জলপটীর ন্যাকড়াখানি যেন ফর্সা আর পাতলা হয়। কদাচ যেন পুরু করে পটি দিও না, এতে জলপটী দেওয়া না হয়ে মাথায় পুলটিশ দেওয়ার কাজ হয়ে যাবে—পটি যত পাতলা হবে ততই ভাল। জলপটি দিয়ে তার উপর আস্তে আস্তে বাতাস কর, —এতে জলটা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কিন্তু একবারে শুকাইতে দেওয়া হবে না, শুক্‌নো শুক্‌নো হলেই আবার জল দেবে—পটির জল যত ঠাণ্ডা হয় ততই ভাল—বরফ হ'লে আরও ভাল, কিন্তু আমাদের পাড়াগাঁয় ত আর বরফ পাওয়া যায় না—কাজেই ঠাণ্ডা জলই দিবে। জল দিতে ভয় পেওনা—জলে কোন অনিষ্ট হবে না বরং উপকারই হবে।

রোগীর যদি গিলবার অবস্থা থাকে, তাহা হইলে তাকে দুধ, (১ ভাগ দুধ ৩ ভাগ জল) গরম জল, গরম চা যা পাও খাওয়াবে। কিন্তু যেন বেশী গরম দিয়ে জিব পুড়িয়ে দিও না—সহ্যমত গরম দাও। নিজে একটু জিব দিলেই বুঝতে পারবে যে রোগীরও সহ্য হবে কি না।

এই রকম করে—বাহিরে সেক, ভিতরে গরম দুধ, ও মাথায় জলপটী দিলে অনেক স্থলেই ভাল হবে, এতেও যদি চৈতন্য না হয় কাজেই

চিকিৎসককে ডাকিবে—কিন্তু চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত এই রকম প্রক্রিয়া করতে থাক।

কম্পের সময়—হাতে পায়ে খাল্ ধরতে পারে—এ অবস্থায় দু'বগলে আর উপর পেটে সেক দেবার ব্যবস্থা করবে আর সঙ্গে সঙ্গে শুটের গুঁড়ো দিয়ে যেখানে যেখানে খাল্ ধরছে, খুব ভাল করে ঘসে দিবে—এতেই খাল্ ধরা ক্ষান্ত পড়বে। হাতের তেলো প্রভৃতিতেও সেক দিবে।

তড়কা—ছেলেদের কম্পের সময় আর এক বিপদ—তড়কা। জ্বর ফুটলেও তড়কা হয়। তড়কা হবে কি না ভাবভঙ্গি দেখে আগেই ঠিক করতে পারা যায়। তড়কা হ'বার লক্ষণ—থেকে থেকে চম্‌কে উঠা। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয়, ছেলে বুঝি কোন রকম ভয় পাইয়াছে। হাতের তেলো পায়ের তলা ঠাণ্ডা হয়—গলা কপাল খুব গরম হয়। চখের কোন লাল হয়। আর মাথা দিয়ে যেন আগুনের ভাব বেরুতে থাকে।—কিন্তু এই ঘন ঘন চম্‌কে উঠাই—সব চেয়ে নিশ্চিত লক্ষণ।

তড়কা হবার আগেও বটে, পরেও বটে—দু'হাতের তেলোয়, দু'পায়ের তেলোয়, দু'বগলে সেক দেবে, মাথায় জলপটি দেবে।

ছেলেটীর মাথা ও গলা বাদে সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে হক্, দু'তো করে কাপড়ে হক্ বেশ করিয়া মুড়িয়া মাথার উপর গাড়ু বা ঘটি করে হিম জলের ধারানি নিয়ত দিতে থাক্‌বে। আর মধ্যে মধ্যে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিবে। তড়কা গেলে মাথা কামিয়ে—মাথায় জলপটি দেবে। জল দিতে ভয় করো না—জলে অপকার হবে না বরং উপকারই হবে!

গাত্রদাহ—গায়ের তাত এমনি বাড়ে যে রোগী বিছানা ছেড়ে মাটিতে শুতে চায়। গাত্রদাহে অস্থির হয়। তা নিবারণের উপায়—ঘরে যদি ভিনিগার থাকে, ৩ ভাগ জলে এক ভাগ ভিনিগার দিয়া সেই

জলে গামছা বা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ এমনি করিয়া মুছাইয়া দেবে যেন তার গায়ে জলের দাগ পড়ে—গামছা খুব বেশী না নিংড়িয়ে একটু ভিজে ভিজে রাখলেই চলবে। যদি ভিনিগার না থাকে কেবল গরম জলেই ঐ রকম করলে চলবে, কিন্তু জলের তাত যেন গায়ের তাতের চেয়ে কম হয় নৈলে আরাম বোধ হবে না। বার কতক এমনি করলেই গাত্রদাহ নিবারণ হবে।

পিপাসা—জল খেতে দিবে। আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে জল বেশী দিতে নাই। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল যতবার খাইতে চায় ততবারই দিবে—এতে কিন্তু করো না, একটু একটু করে দেবার দরকার নাই আশ মিটিয়ে জল খেতে দেবে। অল্প স্বল্প মিছরীর সরবৎ নেবুর রস দিয়ে দেওয়াও ভাল। (কেবল যে রোগী জোলাপ লইয়াছে, কিন্তু এখনও জোলাপ খোলে নাই তাহাকে ঠাণ্ডা জল দিতে নাই—গরম দিতে হয়) বারে বারে খুব বেশী বেশী জল খাইলে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতে হয়।

মৌরির পুঁটুলি জলে ভিজাইয়া পুনঃপুনঃ চুষিলে বা মৌরি ভিজান জল (মৌরি নয়) পুনঃপুনঃ দুই এক চামচা করিয়া পান করিলে; ছোট এলাচের খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে বা অল্প পরিমাণে ঈষৎ অম্ল পরিষ্কার আমানী (কাঁজি) পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। অশ্বত্থের শুকনো ছাল আগুনে পোড়াইয়া অঙ্গার করিয়া জলে দিয়া ঐ জল ছাকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়।

মাথাধরা—সময় সময় রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। বালতী বা গামলায় গরম জল ঢালিয়া রোগীর পায়ের নীচেকার গিট দুটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিতে হয়। যেন ফোস্কা না পড়ে—সহ্য মত গরম দিবে। বেশী গরম হইলে ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া লও। মাথার

ঠাণ্ডা জলের পটি দাও। পনের বিশ মিনিট গরম জলে পা ডুবাইয়া থাক—এরূপ করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সেই রকম অসুদ দেওয়াই বিশেষ দরকার।

জোলাপ—জোলাপ না খুলিলে কুসুম কুসুম গরম জল এক গ্লাস খাওয়াবে। পেটের উপর গরম কাপড় রাখিবে, পেটে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। ঠাণ্ডা লাগিলে জোলাপ খোলে না। জোলাপের অসুদ খাইয়া বেশ ভাল করিয়া দাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা জল খাইবে না।

দাস্ত খুব বেশী হইতে থাকিলে অনেক সময় রোগী একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাকে ঠাণ্ডা জল খাওয়াবে—চিনি কিম্বা মিছ্রীর সরবতও দিতে পার—চিকিৎসকে সংবাদ দিবে—আর একটী মুষ্টিযোগ লিখিয়া দিলাম এটীও করবে।

কাট সিমের পাতার রস ছটাক খানেক অল্প একটু পানে খাবার চূণের সঙ্গে মিশাইয়া খাইয়া ফেলিবে—ইহাতে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। কবিরাজী সোনামুখীর জোলাপেও ইহাতে কাজ হয়।

কম্পের সময়ই হ'ক্ আর জ্বর ফুটলেই হ'ক্ যদি বারে বারে বাহ্যে হয় এবং রোগী অবসন্ন হ'য়ে পড়ে সেটা বন্ধ করার দরকার। নৈলে হঠাৎ বন্ধ করা ভাল নয়—তাহাতে পেটের ফাঁপও হ'তে পারে

জ্বরাতিসার—জ্বরের সঙ্গে পেট-নাবা থাকলে তা'কে জ্বরাতিসার বলে।

আমলা বাঁটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে গোল করিয়া আলি দিয়া মধ্য-ভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কাঁজির সহিত আমের ছাল বাঁটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতিসার নিবৃত্ত হয়।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা সোহাগার খই এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে প্রবল আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

আম, জাম ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

গুটিকতক বাবলা গাছের কচি পাতা বাঁটিয়া খাইলেও অতিসার নিবৃত্ত হয়।

রক্তভেদ—রোগী—হঠাৎ মারা যেতে পারে। সকল উপসর্গের চেয়ে এইটাই ভয়ানক। রক্তভেদের কারণ নানাবিধ— পেটে কোন রকম ঘা ঘো লাগান; কড়া জোলাপ লওয়া; যাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে, তাদের তা' বন্ধ হ'লে, মেয়েদের ঋতু পরিষ্কার না হলে, টাইফয়িড্ জ্বরের শেষে, প্রভৃতি নানা কারণে রক্তভেদ হ'তে পারে—এতে চিকিৎসক ডাকবারই সময় পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা—গুহ্যদ্বার দিয়ে বরফ জল পিচকিরি করে ভিতরে দিলে রক্তভেদ বন্ধ হয়। বরফের লম্বা টুকরো গুহ্যদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ না রক্তভেদ বন্ধ হয় এক খানার পর একখানা দিতে হয়। পেটে বরফ দিতে হয়। বরফের ছোট টুকরো গিলে খেতে দিবে।

তাল বাগড়া ছেঁচিয়া তাহার রস আধছটাক খানেক পান করাইলেও রক্তভেদ নিবারিত হয়।

কষ জলের পিচকিরি দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। বাবলার ছাল বকুলের ছাল আর পিয়ারার ছাল হাঁড়িতে সিদ্ধ করে ফটকিরির গুড়ো মিশাইয়া পিচকিরি দিতে হয়। জল বেশ ঠাণ্ডা না হ'লে পিচকিরি দিও না। কষ জল তৈয়ারী করার সময় না পেলে তিন

পোয়া ঠাণ্ডা জলে ৪ ড্রাম (এক কাচ্চা—১½ তোলা) ট্যানিক এসিড আর সওয়া তোলা ফটকিরি মিশাইয়া—পিচকিরি দাও। পিচকিরী দেবার সময় রোগীকে বাঁ কাত করে শোয়াও।

পাড়াগাঁয়ে বরফ না পাওয়া গেলে—ঠাণ্ডা জলই দিতে হবে। জল খুব ঠাণ্ডা করবার উপায় বলছি—

পাঁচ ছটাক নিশেদল আর পাঁচ ছটাক সোরা আলাদা আলাদা জায়গায় বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া একটা বড় মালসা বা গামলায় রাখ। তার পর তাতে সের খানেক জল ঢেলে দাও।

তিন পোয়া আধ সের জল ধরে এমন একটা গ্লাস বা ঘটিতে জল ভরে ঐ গামলার ভিতর বসাইয়া দাও, দেখ, যেন গামলার জল ঘটিতে না ঢুকে। একটু পরেই ঐ জলটা বরফের মতই ঠাণ্ডা হ'বে—এখন এই ঘটির জল পিচকিরি করে দিলে, প্রায় বরফ জল দেওয়ার কাজ হবে। ঐ জল একটু একটু খেতেও দিতে পার—আর পেটের উপর ঐ গামলা এমনি জুতবরাত করে তুলে ধর যে গামলার ঠাণ্ডাটা রোগীর পেটে লাগে অথচ চাপটা না পায়। ঠাণ্ডাটা লাগানই না দরকার।

পথ্য—ঠাণ্ডা পানীয়। গরম দুধ, গরম জল প্রভৃতি কোন গরম জিনিষই দেবে না। চিবাইয়া খাইতে হয় এমন কোন জিনিষই খাইতে দেবে না।

বমি—রক্তভেদের পর বমিই বড় ভয়ানক উপসর্গ। বমি দু' রকম—আসল বমি আর তাড়শ বমি। কিন্তু, ঠিক কি কারণে বমি হইতেছে তাহা না জানিতে পারিলে—বমি থামান শক্ত।

মুড়ি ভিজার জল (মুড়ি নয়) অল্প অল্প করিয়া খাওয়াইলে বমি ও পিপাসা দু'ই-ই থামে। সোডা খাওয়াইলে, চূণের জল খাওয়াইলে

অম্বলের দরুণ বমি থামে। বরফ টুকরো খাওয়াইলে সব রকম বমিই থামে। উপর হাতে বাহুতে খুব শক্ত করিবা তাগা বাঁধিলে তাড়ণ বমি কমে। নেবুর পাতা, গোলাপ জল, অডিকলোঁ প্রভৃতি শুঁকিলেও অনেক বমি বন্ধ হয়। শশার গন্ধ ও তার আতির জলটা অনেক সময় উপকার করে, চন্দন নাভির চারিদিকে দিলেও উপকার হয়। কচি তালশাসের জলে অনেক সময় বমি বন্ধ হয়। দূর্ব্বার রস খাওয়াইলে রক্ত বমি বন্ধ হয়।

পথ্য—খুব অল্প অল্প করিয়া, চূণের জল মিশান এক বল্কা দুধ। নুন দেওয়া জল আরোরুট। বা খুব পাতলা বার্লি ওয়াটার।

হিক্কা।—অনেক সময় হিক্কাই শেষ উপসর্গ।

খুব নিশ্বাস টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে ছাড়। একবারে না বন্ধ হয় দু'বার চারবার কর।

উপর পেট বেড়িয়া কসিয়া কাপড় বাঁধিলেও বন্ধ হয়। নস্য কি নাকে কাটি দিয়া উপর্য্যুপরি হাঁচিলেও বন্ধ হয়। হঠাৎ অন্যমনস্ক করিতে পারিলেও বন্ধ হয়। খুব এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইলেও বন্ধ হয়।

একটু দোক্তা আর একটু কর্পূর একত্রে কিম্বা কেবল শুকনো হলুদ অথবা মাষকলাই কলকেতে সাজিয়া টানিলে হিক্কা বন্ধ হয়। ছুঁচ দিয়া বিঁধিয়া একটা গোলমরিচ প্রদীপের শিশে পোড়াইয়া তার ধোঁয়া নাকে টান্‌লে হিক্কা তখনি তখনি বন্ধ হয়।

আনারসের পাতার রস আধ ছটাক (২॥০ তোলা) একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া কয়েকবার খাইলেই ক্রমির হিকি বন্ধ হয়।

শশার বীজের শাস (এক আনা পরিমাণে) পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়।

ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম একআনা বা তাহারও কম কিঞ্চিৎ মধুর সহিত অবলেহ করিলে অতি প্রবল বমি ও হিক্কা বন্ধ হয়।

অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ৩টী ফল দগ্ধ করণান্তর তাহা জলে ভিজাইয়া সেই জল আধছটাক মাত্রায় সেবন করিলে বমি ও হিক্কা নিবারিত হয়।

রক্তপ্রস্রাবে—উপরোক্ত মত জল ঠাণ্ডা করিয়া নাভির উপর রাখিবে। ঠাণ্ডা জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে—সরবৎ খাওয়াও ভাল। ডাব ঠাণ্ডা করিয়া খাইলেও উপকার হইবে।

প্রস্রাব আটকাইয়া গেলে—ক্ষুদে নুনি শাক ১ ছটাক আর সোরা ½ তোলা একত্রে বাঁটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। তেলাকুচের শিকড় কাঞ্জিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। কর্পূরের গুড়া প্রস্রাবের দ্বারে দিলেও প্রস্রাব হয়। ছোট এলাচের গুঁড়া মধু দিয়া অবলেহ করিলেও প্রস্রাব হয়। শশার বিচির শাস, ছোট এলাচ, কুমড়ার বিচির শাস এক সঙ্গে মিশাইয়া মধু দিয়া অবলেহ করিলে অথবা জলের কলসীর নীচকার থিতেনো মাটী, নীলবড়ি আর রজনীগন্ধার গেঁড়ো একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সদ্য সদ্য প্রস্রাব হয়।

পেট ফাঁপা—তল পেটে বেশ করে সাবান মাখাতে হয়। রেড়ীর তেল মাখলেও কমে। তার্পিন তেলের সেক দিলে খুব বেশী উপকার হয়। মুক্তাবর্ণী নামক গাছের পাতা গুহ্যদ্বারে লাগাইয়া দিলেও উপকার হয়। সামান্য পেট ফাঁপায় সোডা খেলেই কমে।

তার্পিনের সেক—প্রথমে জল গরম করিয়া তাতে গামছা বা কম্বল ছেঁড়া ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া জল বাহির করিয়া দাও। পেটে তার্পিন তেল বেশ করিয়া ছড়াইয়া দাও। এইবার ঐ কম্বল গরম গরম পেটের উপর দিতে থাক। স্বেদকালীন মধ্যে মধ্যে ফাঁক দেওয়া

হবে না। একটা গরম আসিলে তবে হাতেরটা আবার গরম করিতে যাও—এইভাবে ক্রমান্বয়ে ২০ মিনিটে সেক। যদি দাস্ত হইয়া যায় ভালই, না হয় আবার আধ ঘণ্টা পরে আবার আরম্ভ কর। পেটে মোটা কম্বল চাপাইয়া রাখ যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রংকাইটিস—প্রভৃতি বুকের রোগে রোগীকে সোঁতা মাটীতে শোয়াইও না। তার উপায়, গুঁড় চূণ ঘরের মেঝেতে পুরু করিয়া দিয়া তার উপরে খড় পাতিয়া তার উপরে বিছানা করিয়া দিবে। চূণে সোতা হ'তে দেয় না—চূণের এ একটা মহৎ গুণ। অভাবে পুরু করিয়া খড় পাতিয়া দিবে।

বুকে পিঠে তার্পিন তেলের সেক দিবে—কি রকমে তার্পিন তেলের সেক দিতে হয় পেট ফাঁপায় তাহা বলিয়াছি।

তার্পিন তেল না যোটে, আকন্দ পাতা বুকে পিঠে বসাইয়া নুনের পুঁটলী করিয়া খুব সেক করিবে। এক এক বার আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেক করিবে দিন রাত্রে ৭।৮ বার সেক করতে পারলে খুবই ভাল, বলতে গেলে সেকই এক রকম দরিদ্রের পক্ষে জীবন।

গরম জলের ভাব দেবে—পাঁচ ছয় হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল ঘরের ভিতর আনিয়া তার মুখ খুলিয়া দিবে—মসারি থাকিলে মসারি ফেলিয়া এক হাঁড়ি ভাব তাহার ভিতর দিবে। এতে রোগীর নিশ্বাস লওয়ার সুবিধা হবে।

ডাক্তারকে সংবাদ দিবার সময় নাড়ীর আর নিশ্বাসের বেগ আর গায়ের তাতের কথা অবশ্য অবশ্য লিখবে।

সুস্থ মানুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার পড়ে*

" " নিশ্বাস " ১৮ " "—তাহা হইলে ১

---

* ছেলেদের, বুড়োদের অল্প তফাৎ হয়।

বার নিশ্বাসে ৪ বার নাড়ী। ইহার গোলমাল হইলে বুকের রোগ এখনও যায় নাই ঠিক করবে। নাড়ীর বেগ নিশ্বাসের চেয়ে বেশী হওয়াও খারাপ। আবার নিশ্বাসের বেগ নাড়ীর বেগের চেয়ে বেশী হওয়াও খারাপ। সুতরাং এ সংবাদটা ডাক্তারকে দেওয়া চাই-ই চাই।

এক মিনিট নাড়ী ধরিয়া গুণিলেই বুঝিতে পারিবে—তার বেগ কত ?

" পেটের উপর একটী পাতলা কিছু রাখিয়া তার উঠা নামা লক্ষ্য কর্‌লেই বুঝিতে পারিবে মিনিটে সেইটা কতবার উঠা নাবা কর্‌ছে। উঠা কিম্বা নাবার একটা গুন্‌লেই যথেষ্ট, দুটা গোনার আবশ্যক নাই, কারণ যতবার উঠিয়াছে ততবারই ত নামিয়াছে। পেটের উপর এক টুকরা কাগজ রাখলেও উঠা নাবা বুঝতে পারবে।

রোগীকে দাঁড়াইতে দিবে না—হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সহ্য মত দুধ খেতে দিবে। মাংসের যূষ খাওয়ান ভাল, মোটের উপর রোগী যাহাতে দুর্ব্বল না হইয়া পড়ে সে দিকে নজর রাখিবে। পথ্যই বল আনে—ঔষুদে আনে না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতিতে একেবারে বিশ্রাম করবে। কোন রকমেই উঠা হাঁটা করবে না—দুধ, সাগু, বার্লী প্রভৃতি খাবে—দাঁতে চিবান জিনিষ খাবে না।

আমরা মোটামুটি ম্যালেরিয়ার হঠাৎ বিপদের কথা বলিলাম এইবার চিকিৎসককে পত্র দিবার কথা বলিব।

অনেক সময়ই চিকিৎসক দূরে থাকেন। রোজ রোজ ভিজিট দিয়ে আনাও শক্ত। এ অবস্থায় তাঁকে পত্রে সংবাদ দিতে হয়—কিন্তু রোগীর সমস্ত অবস্থা উপযুক্ত লোকদ্বারা ভাল করিয়া লিখাইয়া না লইতে পারিলে, সে পত্র পড়িয়া ঔষধ দেওয়া যায় না—

দিলেও বড় ফল হয় না। কোন কোন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পত্র লিখিতে হয় তাহার একটা মোটামুটি তালিকা দিচ্ছি :—

রোগীর নাম...........

বয়স..বাসস্থান..................

রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস...........(প্রথম দিন দিলেই চলে, প্রত্যহ দিবার প্রয়োজন নাই।

জ্বরের অবস্থা—গায়ের তাত কত পর্য্যন্ত বাড়ে? কখন বাড়ে?

" " " " " " কমে? কখন কমে?

মাথা ....(ভার বোধ, শূলুনী. বেদনা প্রভৃতি)।

চক্ষু, জিহ্বা, নাক.........(চক্ষু লাল কি না, জিহ্বার রং, ভিজে না শুকনা, সরল না থসথসে প্রভৃতি)

দাঁত, কান, গলা........ (মাড়ী ফুলিয়াছে কি না কানে বেদনা আছে কি না......ঢোক গিলিতে গলায় ব্যাথা প্রভৃতি.........

প্লীহা, লিভার, পেট.........কোন বেদনা আছে কি না? পেট জ্বালা পোড়া করে কি না ফাপ আছে কিনা? প্রভৃতি—

বাহ্যে প্রস্রাব........পরিষ্কার আছে কি না? কতবার হয়, রং ও পরিমাণ কেমন?

বুক, পাঁজরা, কাশি.........নাড়ীর বেগ, নিশ্বাসের বেগ, গয়েরের রং, পরিমাণ ও আটা এবং কাশি বাড়িতেছে কি কমিয়াছে প্রভৃতি—

সাধারণ অবস্থা.........ভুল বকিতেছে কি না? কাশি তুলিতে খুব কষ্ট হইতেছে কি না? অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাথা আছে কি না? জ্বর দিনে দু'বার হইলে সে সংবাদ; পথ্যাদি কি দেওয়া হইতেছে প্রভৃতি—

ম্যালেরিয়ার ব্যাপারে—এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পত্র দিতে হয়। সব সময় যে সবটা লিখিতে হয় তাহা নয়, যেটার কোন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে তাহার কথাই লিখিতে হয়, আর সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত সংবাদ দিতে হয়—যেমন নিউমোনিয়া রোগীর নাড়ীর বেগ নিশ্বাসের বেগ প্রভৃতি অবশ্য দেয়। তালিকা অনুযায়ী একটু হিসাব করিয়া লিখিলেই চিকিৎসকের প্রায় চক্ষে দেখার মতই কাজ হইবে।

অবান্তর হইলেও আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের 'হুকা' খাওয়া এবং দোকানে কিম্বা রেলষ্টেষন প্রভৃতিতে 'চা' খাওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক এবং রোগ সংক্রমনের হেতু, তাহা আর বলিবার কথা নয়। হয়ত বা কাহারও কুৎসিৎ ব্যাধি আছে, কাহারও যক্ষা বা কুষ্ঠব্যাধি আছে সকলেই (না জানিয়া) সেই-ই একই হুকায় তামাক বা একই পাত্রে বা চা খাইতেছি—ইহা কখনও করিবে না—তামাক খাইবার জন্য ছোট একটা মুখনল রাখিবে—চা' সরবৎ প্রভৃতি (যথা তথা) খাইতে হইলে মাটীর নূতন পাত্রে খাইবে—না পাও খাইবে না।

পথ্যাদি

অনেক সময় পথ্য নিয়মমত প্রস্তুত না হওয়ায় রোগ বাড়াইয়া দেয় সে সম্বন্ধে কতকগুলি ইঙ্গিত করিতেছি।

মানমণ্ড—সচরাচর ছ' ভাগ শুষ্ক মানের গুঁড়া ১৯ ভাগ জলে সিদ্ধ করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কিম্বা

CASE REPORT. *

(পল্লী-মঙ্গল—২য় তালিকা)

Name.	নাম		ধীরেন,
Age	বয়স	...	২২ বৎসর,
Case.	রোগ	...	জ্বর, বুকবেদনা,
Day.	দিন	...	৬ দিন
Date.	তারিখ	...	১৫ই কার্ত্তিক

এই নক্সার নমুনামত (বিবরণ লিখিয়া রাখিলে চিকিৎসকের চিকিৎসা করিবার বিশেষ সুবিধা হয়।) বাড়িতেছে কি কমিতেছে, অন্য দিনের তুলনায় রোগী কেমন আছে—তাহাও সহজে জানা যায়। সু চিকিৎসার পক্ষে এটী বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং খাদি স্বতন্ত্র কাগজে অতি অবশ্য অবশ্য এইগুলি নিয়মিত ভাবে লিখিয়া রাখিবে।

Time সময়	Temp. গায়ের তাপ	Puls. প্রতি মিনিটে নাড়ীর বেগ	Respi. প্রতি মিনিটে নিশ্বাস	Time. সময়	Vomit. বমি পরিমাণ ও প্রকৃতি	Stools. দাস্ত পরিমাণ ও প্রকৃতি	Urine. প্রস্রাব পরিমাণ ও প্রকৃতি	O. compl. অন্য কোন উপসর্গ মূর্চ্ছা হিক্কা	Time. সময়	Medicine ঔষধ: Mixture. মিক্শ্চার	Medicine ঔষধ: Pill etc. পিল	Medicine ঔষধ: Fomentসেক Injec—Doucingডুস	Time. সময়	Food পথ্য খাদ্য, পানীয়, পরিমাণ	Remarks. মন্তব্য
দিবা—৩টা	১০৩·২	১১৬	৩৬						৩টা	১দাগ					
				৩॥টা		১ বার পরিষ্কার খোলসা									
৬টা	১০৩	১১২	৩০										৫টা	বার্লি.	
															ঘাম অল্প অল্প ৫টার সময়
									৬টা		১ পিল				
													৬টা	জল ১গ্লাস	
				৫টা			১বার								
												তার্পিনের সেক ১৫ মিনিট			
									সন্ধ্যা—৭টা						

* সমিতি হইতে প্রকাশিত ৪ দিনের ব্যবহারোপযুক্ত ছাপান খাতা আকারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, মূল্য—/০ আনা মাত্র।

অপর কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মান চূর্ণ ও একভাগ চাউলের গুঁড়া দেওয়া যায়।

সুজীর রুটী—আবশ্যক মত সুজী এক ঘণ্টা আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ৫।৭ মিনিট উত্তমরূপ মাখিয়া একটী গোলাকার ডেলা প্রস্তুত করিবে, পরে একটি পাত্রে জল দিয়া অগ্নিতে চড়াইবে। যখন জল ফুটিবে, তখন সেই সুজির ডেলাটী তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। ১০।১২ মিনিট কাল সিদ্ধ হইলে নামাইয়া সেই ডেলাটী উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া, খুব পাতলা এবং ছোট ছোট রুটী করিবে। রুটীগুলি যাহাতে বেশ ফুলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

দুগ্ধ ও দারুচিনি—আধ সের টাট্‌কা দুগ্ধ, দারুচিনির সহিত এইরূপে সিদ্ধ করিবে, যেন দুগ্ধে দারুচিনির উত্তম গন্ধ হয়, পরে প্রয়োজন মত রোগীকে পথ্যার্থ প্রদান করা যাইতে পারে।

ভাতের মণ্ড——পুরাতন চাউল অর্দ্ধ ছটাক, জল /১ সের একত্র মিশাইয়া বিশ মিনিট পর্য্যন্ত অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে চিনি সংযুক্ত করিয়া পথ্যার্থ দিবে। রোগীর ইচ্ছানুসারে দুগ্ধ কিম্বা নেবুর রস উহার সহিত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা স্নিগ্ধকারক ও পোষক এবং জ্বর, প্রদাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদিতে ব্যবহার্য্য।

অর্দ্ধছটাক পুরাতন চাউলের গুঁড়া জল আধ সের, একত্রে মিশাইয়া মৃদু উত্তাপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হয়, ততক্ষণ ফুটাইবে। আবশ্যক হইলে, ইহার সহিত মৎস্য বা মাংসের ব্রথ (যূষ) দিতে পারা যায়। ইহা অতি লঘু আহারীয়।

পুরাতন আতপ চাউল এক ছটাক উত্তমরূপে ধুইয়া একটি পাথরের থালে উত্তমরূপে ঘষিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চাউলের গাত্র না

ক্ষয় হইয়া যায়। পরে খানিক জল দিয়া চাউল ধুইয়া লইয়া অগ্নির তাপে ফুটাইয়া, মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা দুগ্ধ, লেবুর রস কিম্বা মাংসের সহিত পথ্যার্থ দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর, অতিসার এবং উদরাময় পীড়ায় ব্যবহার্য্য।

সাগু—উত্তম সাগু এক তোলা আড়াই পোড়া জলে, দুই ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে পনের মিনিট পর্য্যন্ত অগ্নি সন্তাপে ফুটাইয়া, উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে সাগু প্রস্তুত হইবে। রোগীর ইচ্ছা বা তাহার পীড়ার অবস্থানুসারে ইহাতে চিনি, লেবুর রস, লবণ মিশ্রিত করিবে। রোগীর পরিপাক শক্তি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

এরারুট—উত্তম এরারুট এক তোলা অল্প জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ছয় ছটাক ফুটিত জল উহাতে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ সময় উহা উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাত্রস্থ এরারুট অগ্নিতে চড়াইয়া তিন চার মিনিটকাল আবর্ত্তন করিলে এরারুট প্রস্তুত হইবে। তৎপরে নামাইয়া আবশ্যক বোধে লবণ, লেবুর রস বা চিনি মিশ্রিত করিবে। পরিপাক শক্তি ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত প্রকারে জলের সহিত প্রয়োজন মত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার করিতে পার।

খৈ-মণ্ড—টাট্‌কা খই না বাছিয়া কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, যে ঘন মাড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই খইয়ের মণ্ড বলে।

দাইলের যুষ—মুদ্গ ও মসুরাদির যুষ প্রস্তুত করিতে হইলে, দাইলের আঠার গুণ জল সহ, তাহা পাক করিতে হয়, এবং তাহাতে স্নেহ, লবণ ও মসলা অতি অল্প পরিমাণে দিতে হয়। দুই

তিনটী তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও অল্প ধনে বাটা ব্যতীত অন্য মসলা দেওয়া উচিত নহে।

যবের মণ্ড—জল তিন পোয়া, নিস্তক্ যব এক ছটাক। প্রথমতঃ যবকে উত্তমরূপে শীতল জলে ধুইয়া পরে আবৃতপাত্র মধ্যে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রয়োজন মত শর্করা সংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

দুগ্ধসিদ্ধ ডিম্ব—একটী তরুণ কুকুটাণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার কুসুম লইয়া উত্তমরূপে তপ্ত দুগ্ধের সহিত মিলাইবে, পরে শর্করা সংযুক্ত করিয়া পথ্যার্থ দিবে। ইহা লঘুপাক ও পুষ্টিকারক পথ্য।

অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ব—কুক্কুটাণ্ডকে স্ফুটিতজলে দুই মিনিট পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া তুলিয়া লইয়া, ঐ অণ্ডের লালার কিয়দংশ মাত্র অতি কোমলরূপে সংযত করিয়া, অবশিষ্ট সমুদায়কে কোমল রাখিবে। এই অবস্থায় ডিম্ব ভাঙ্গিয়া লালা এবং কুসুম উত্তমরূপে একত্রে মিলাইয়া পরে কিঞ্চিৎ লবণ এবং রোগীর ইচ্ছানুযায়িক গোলমরিচ সংযুক্ত করিয়া দিবে। ইহা পুষ্টিকারক ও অতি লঘুপাক পথ্য।

মাংসের ব্রথ (যুষ)—ছাগল, ভেড়া কিংবা মুরগীর পাছার মাংস অর্দ্ধসের অতি উত্তমরূপে কুটিয়া লইয়া এক পোয়া শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে অগ্নি তাপে দু' ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া আস্তে আস্তে জ্বাল দিবে, পরে উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ১৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া, নামাইবে। তাহার পর ফ্লানেল কিম্বা ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে লবণের সহিত মিলাইয়া রোগীর পথ্যার্থ দিবে। কখন কখনও চিনি কিম্বা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

চুণের জল—আধ তোলা টাট্‌কা চূণ (পানে খাবার) একটা বড় বোতলে দিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়া বোতল পূর্ণ কর। বেশ করিয়া ঘোলাইয়া দাও—ঘণ্টা দুই পরে যখন চূণ বেশ তলায় থিতাইয়া যাইবে—উপরের জলটী আস্তে আস্তে ঢালিয়া লও। ইহাই ডাক্তারি চূণের জল (Lime water) বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন ব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকিবে।

বার্লি—ছোট এক চামচা বার্লি লইয়া সের দেড়েক জলে (সাধারণ জল খাবার গ্লাসের তিন গ্লাস) বেশ করিয়া গুলিয়া মৃদু আগুনে চাপাও (কয়লার জ্বাল হইলে বেশী জল দিও) পরে গ্লাস দেড়েক জল থাকিতে নামাইয়া বেশ পাতলা ও ফর্সা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া রোগীকে ব্যবহার করাও—অন্ততঃ এক ঘণ্টা সিদ্ধ না হইলে বার্লি ভাল হয় না। "চাপাইলাম আর নামাইলাম" করিয়া যে বার্লি প্রস্তুত হয় তাহা কুপথ্য।

আমরা চিকিৎসকের অনুপস্থিতকালে ম্যালেরিয়ার হঠাৎ বিপদ-আপদে কি করিতে পারি দেখিলাম; এইবার কি হইলে ম্যালেরিয়া না হইতে পারে তাহাই দেখিব।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

মোটামুটি কথা তিনটী—(১) সেঁতসেঁতে জায়গায় থেক না (২) উপযুক্ত আহার করবে (৩) যাতে মশক দংশন না করতে পারে, তারই ব্যবস্থা করবে।

১। মজা ও হাজা পুষ্করিণীগুলির পানা ও পঙ্ক উদ্ধার করিতে হইবে। গ্রামের পয়ঃ প্রণালীগুলি পরিষ্কার রাখিবে।

২। ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল, গ্রামের মধ্যে যত না থাকে, ততই ভাল।

৩। প্রত্যেক গৃহস্থ সন্ধ্যার সময় প্রতি গৃহে ধুনা-গুগ্‌গুল পোড়াইবেন।

৪। শরীর খারাপ বোধ হইলেই উপযুক্ত পরিমাণে (৫ গ্রেণ) কুইনাইন, লেবুর রস সহ খাইবেন।

যদি কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহেন ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক সমিতিকে লিখিলে সাদরে উত্তর প্রেরিত হইবে—অনেক সময়ে ইঁহারা অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ঠিকানা—Anti Malarial Society Ld.. 1/2 A Premchand Boral St. Calcutta.

উপযুক্ত সরিষার তৈল অভ্যঙ্গ করিয়া মর্দ্দন করিলে (লেপন নয়) মশক প্রভৃতির দংশনও কম হয়—ত্বক দিয়া বিষ প্রবেশের হেতুও বিনষ্ট হয়।

কলেরা হ'লে কি করিবে?

অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য লও। অনেক সময় চিকিৎসক এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া যায়—সে সব স্থলেও বটে এবং যেখানে নিতান্তই চিকিৎসক পাবে না সেরূপ স্থলে লিখিত মত চিকিৎসা করবে। একেবারে চিকিৎসা না হওয়া অপেক্ষা, যা' হয়। কিন্তু এ রোগে অব্যবসায়ী কেন, চিকিৎসকেরাই হিসাব না করে চিকিৎসা করলে—রোগীর রক্ষা পাওয়া ভার—অন্যে পরে কা' কথা। সে যাহা হ'ক, একান্ত চিকিৎসক না পেলে বেশ বুঝে সুজে লক্ষন গুলি মিলিয়ে ঔষধ দেবে—

ঔষধের বারম্বার পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়, কিম্বা ২।৩।৪টী ঔষধ পর্য্যাক্রমে দেওয়াও উচিত নয়। ভেদের জন্য এক প্রকার ঔষধ, খিচুনীর জন্য আর এক প্রকার ঔষধ একসঙ্গে দিতে হইবে না, লক্ষণ দেখিয়া এমন একটী ঔষধ বাছিয়া লইবে, যাহাতে সমস্ত বা অধিকাংশ লক্ষণের চিকিৎসা হইতে পারে। তাহাতেই সমস্ত উপসর্গের চিকিৎসা করা হইবে। ভেদ বমি হইতেছে, খিচুনী হইতেছে—এস্থলে একমাত্র কুপ্রেম দিলেই ভেদেরও চিকিৎসা হইবে, খিচুনীরও চিকিৎসা হইবে স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যক নাই। লক্ষণ প্রাবল্যে ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। শক্তি ৬, ১২, ৩০ যেটা বোঝ তাই ব্যবহার করিবে।

কলেরার লক্ষণ—চাল ধোয়ানী বা কুমড়া পচা জলের মত দাস্ত; বমি; পিপাসা; প্রসাব বন্ধ। কিন্তু সব চেয়ে এই **চাল ধোয়ানী জলের মত বা কুমড়া পচা জলের মল দাস্তই ইহার নিশ্চিত লক্ষণ।**

পিপাসায় যত বার জল খেতে চায় দেবে, জল না দিলে অপকার হবে। খানিকটা জলে মুড়ি ভিজিয়ে, মিনিট ১৫ পরে সেই জলটা ছাঁকিয়া (মুড়িটা নয় জলটা) অল্প অল্প করে খাওয়ালে একসঙ্গে বমি ও তৃষ্ণা দুয়েরই উপকার হবে। বরফের টুক্‌রা খাওয়াও ভাল। কিন্তু বেশী খাওয়া ভাল নয়।

ডাক্তার পাও বা না পাও কলেরায় দাস্ত বমি আরম্ভ হ'লেই ক্যাম্ফর (Camphor) দিবে।

রুবিনীর ক্যাম্ফর বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় (দাম চার আনা শিশি।) মাত্রা প্রতিবারে ১—৫ ফোঁটা, কিঞ্চিৎ চিনি, বাতাসা, বা মিশ্রীর গুঁড়োর সঙ্গে দিবে।

রুবিনীর ক্যাম্ফর না থাকে গুঁড় কর্পূরই জলের সঙ্গে দিবে। মাত্রা ৪ হইতে ১০ গ্রেন। বারে বারে অন্ততঃ তিন চার বার ১৫ মিনিট অন্তর দিবে। যদি লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ কমে আসে, তা হলে এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা, ছ' ঘণ্টা অন্তর এক আধ বার দিলেই হবে। রোগের তীব্রতা কমে গেলেই অসুদও দূরে দূরে দেওয়া উচিত। কর্পূর না পাওয়া গেলে একোনাইট ১× দিবে।

কর্পূরে উপকার না হ'লে (পূর্ব্বে কর্পূর ব্যবহার না হয়ে থাকলেও) **খাল** ধরলে আর কর্পূর দেবে না। খাল ধরবার ঔষধ কুপ্রাম আর সিকেলি।

কুপ্রম—হাতে পায়ে খাল ধরে! প্রথমে আঙ্গুলে খাল ধরে এবং তেলোয় গুটিয়ে আসে—(হাত বোজানর মত হয়।) সিকেলি—আঙ্গুল ছড়িয়ে যায়। দু একটা আঙ্গুল বুজে এলেও বাকী গুলা ছড়িয়ে থাকে। (কুপ্রামের সঙ্গে সিকেলির এই তফাৎটী মনে করে রেখ।)

বমি বাহ্যে বাড়তে থাকলে—ভিরেট্রাম-আলব খুব ভাল ঔষধ!

ভিরেট্রাম—ভেদ জলবৎ, রং ঈষৎ সবুজ তলায় পচা কুমড়ার ন্যায় শাদা শাদা ছ্যাকরা দেখা যায়। ভেদ কালীন পেট খামচিয়ে ধরা, বাহ্যে বমি করার পর অত্যন্ত অবসন্নতা। প্রবল পিপাসা, ঠাণ্ডা জল পরিমাণে অধিক খায় কিন্তু খাবার পরেই তাহা হুড় হুড় করে উঠে যায় প্রথমে রেচন পরে বমন। চখের তারা সঙ্কুচিত হয়ে যায়, প্রসাব বন্ধ ত আছেই।

রিসিন, রিসিনাস, কমুনিস—একটা ভাল ঔষধ। ইহার লক্ষণ প্রায়ই ভিরেট্রামের ন্যায়, কেবল কয়েক ক্ষেত্রে তফাৎ আছে—

ভিরেট্রামে পীড়ার উদ্রেক হঠাৎ, মল সবুজ বর্ণ, তলায় ছ্যাকড়া, রেসিনাসে পীড়ার উদ্রেক ক্রমশ, মল সাদা বা পরিষ্কার এবং তাহাতে খণ্ড খণ্ড (epithelial ভাসে) *

মাস্করিণও এ অবস্থার একটী ভাল ঔষধ, ভিরেট্রামের সঙ্গে তার প্রভেদ—ভিরেট্রামে—প্রথম হইতেই প্রবল তৃষ্ণা, মল ঈষৎ সবুজ বর্ণের জল, তলায় অল্প পরিমাণে ছেকড়া ছেকড়া অধঃক্ষেপ, প্রথমে রেচন পরে বমন।

---

* Epithelial—কাগজ খুব ফেঁসো করিয়া ছিঁড়িলে যেরূপ দেখিতে হয় অনেকটা সেইরূপ।

মাস্করিণে—তৃষ্ণা থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। মল রক্তিম বর্ণের জল, তলায় অধিক পরিমাণে ছেকৃড়া ছেকৃড়া অধঃক্ষেপ প্রথমে বমন পরে রেচন।

আর্সেনিক'ও এ অবস্থার আর একটা ভাল ঔষধ—

আর্সেনিকের লক্ষণ—অত্যন্ত গাত্রদাহ; পিপাসা খুব, কিন্তু জল এক সঙ্গে বেশী খাইতে পারে না, অল্প একটু একটু খায়। নিয়ত প্রবল কাট বমি। শরীরের ভিতর গরম বোধ—বাতাস করিলে ভাল লাগে। পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালা বোধ, কিছু খাইলে বা বমন করার পর বৃদ্ধি। হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অবসন্নতা। শরীরে দাহ না থাকিলে এরূপ স্থলে একোনাইট (মূল আরোক) ½ ফোঁটা প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর দেয়।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগীর 'কুপ্রম' লক্ষণ—খাল ধরার সঙ্গে 'আর্সেনিক' লক্ষণ—অস্থিরতা বর্তমান; এরূপ অবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে 'কুপ্রম' ও 'আর্সেনিক' ব্যবহার করিতে হয়।—এ অবস্থায় 'কুপ্রম আর্সেনিকোজম্' (১২) বা 'আর্সেনাইট অব কপার' দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিমাঙ্গ অবস্থায় শ্বাস কষ্ট স্থলে ইহার ব্যবহার উৎকৃষ্ট।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় রোগীর হাতে পায়ে খাল না ধরিয়া পেটে খাল ধরে, তজ্জন্য পেট গেল পেট গেল বলিয়া চিৎকার করে আবার খাল থামিলেই পেটের বেদনা যায়।—এ অবস্থায় 'কুপ্রম সালফিউরিকাম' (৬) দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

'কলচিকাম'—মল জলময়, দলা দলা শ্লেষ্মাখণ্ডযুক্ত, মলত্যাগে পেট কামড়ানী থাকে না প্রায়ই পেটের ফাঁপ দৃষ্ট হয় হয়।

ফস্‌ফরস—মলে চর্ব্বির ন্যায় দানা বর্ত্তমান; অত্যন্ত তৃষ্ণা, জল পান করিবার একটু পরেই উষ্ণ জল বমন; পেট ফাঁপা ও কল কল করা, মলদ্বার ফাঁক ও অসাড়ে মল নিঃসারিত হওয়া।

রোগীর মোহভাব বর্ত্তমান থাকিলে আণ্টিমটার্ট উপযোগী।

হিক্কায়—কুপ্রম খুব ভাল। কচি তাল শাঁসের জলও খুব ভাল!

রোগী হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে—লক্ষণ বুঝিয়া পূর্ব্বের কথিত ঔষধগুলিই ব্যবহার করিতে হয়—একোনাইট—সবল যুবা অত্যন্ত মৃত্যু ভয়, নাড়ী খুব দুর্ব্বল কিন্তু অনিয়মিত নহে।——একোনাইটের মূল আরোক ১ ফোঁটা ১॥০ ছটাক জলে দিয়া তাহারই সিকি কাঁচ্চা ৫।৩০ মিনিট অন্তর ব্যবহার্য্য।

ক্যাম্ফর:—পূর্ব্ব উক্তের ন্যায় অবস্থার সময় ইহা ব্যবহার্য্য, শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা, একোনাইট্ অপেক্ষা অধিক থাকা সত্ত্বেও, উৎকণ্ঠতা সে পরিমাণে নহে; আক্ষেপ ও খেঁচুনী বর্ত্তমান; শরীরের সর্ব্বত্র শীতল ও আঠা আটা ঘাম; বমন ও রেচনের অভাব!

ভিরেট্রম্ (৬):—ইহার জ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, যদি পূর্ব্বে ইহা ব্যবহৃত না হইয়া থাকে।

রিসিনস্ (৬):—জ্ঞাপক লক্ষণ বর্ত্তমানে, পূর্ব্বে ব্যবহৃত না হইলে।

কুপ্রম্ (১২):—খালধরা, বমন, রেচন প্রভৃতি উদরের গণ্ডগোল বর্ত্তমান, মধ্যে মধ্যে হৃৎকম্পন!

আর্সেনিক (৩০):—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, নিয়ত অস্থিরতা, নিয়ত বক্ষে চাপ বোধ; অত্যন্ত অস্থিরতা অথচ নাড়ী অনিয়মিত, অভ্যন্তরে দাহ বোধ; শ্বাসগ্রহণে বাধা।

কার্ব্বো ভেজ (১২):—রোগী অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে; বমন নাই, রেচন নাই, শরীর শীতল, জিহ্বা ঠাণ্ডা, ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস,

রোগী মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে। আর্সেনিক ব্যবহারের পর, বিশেষতঃ যদ্যপি প্রথম হইতেই রোগীর উত্তাপ হইবার কোন চেষ্টা না থাকে, ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ডাঃ সরকারের মতে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার সত্বেও (যথা আর্সে, ভিরেট্রম্ ইত্যাদি) শরীর ক্রমশঃ হিম হইলে, ইহা বিশেষ উপকারক ; পেট ফাঁপা ও মলে দুর্গন্ধ থাকিলে ইহার দ্বারায় অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সময়ে সময়ে রোগীর অন্ত্র হইতে মলের পরিবর্ত্তে কেবল রক্ত নির্গত হয় ; এরূপ স্থলে কার্ব্বো বিশেষ উপকারক !

হাইড্রোসিয়ানিক আসিড (৩,৬) সায়ানাইডম্ (৬)—"নাড়ী নাই ; শীতল ও আঠা আঠা ঘর্ম্ম বর্ত্তমান , অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ ; স্থিরদৃষ্টি ; চক্ষুর মণি বিস্তৃত ; শ্বাসক্রিয়া—ধীরে ধীরে, গভীর, খাবি খাওয়ার ন্যায়, বা অতি কষ্টে বা দমে দমে এবং ইহার অন্তর কালে রোগীকে দেখিতে অতি মৃতবৎ ; এরূপ স্থলে ইহাই একমাত্র ঔষধ।" ডাঃ সরকার

উদরাময়-কলেরা ও কলেরা-উদরাময়

কথনও কথনও পূর্ব্বে উদারময় হইয়া শেষে কলেরায় পরিণত হয় আবার কথনও কথনও কলেরা ভাল হইয়া গেলেও (অর্থাৎ কলেরার দাস্তর মত চাল ধোয়ানী বা কুমড়া পচা জলের মত দাস্ত ভাল হইলেও) উদরাময় হয়, তাহারও চিকিৎসা কলেরারই মত—

এ অবস্থায় 'এ্যাকোনাইট' 'ওপিয়ম' 'পডো' 'ইপিকাক' 'সলফার' বেশী কাজ করে। তাহাদের লক্ষনাবলী—

একোনোইট—নাড়ী দ্রুত অথচ ক্ষীণ ! তাপ বা শীত বোধ। রৌদ্রে ঘোরা ; ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাম বন্ধ হওয়া ; ভয় পাইয়া পীড়া ;

মল সাদা বা পিত্ত মিশ্রিত, শীতাসহিষ্ণুতা। সর্ব্বদা বস্ত্রাবৃত থাকিতে ইচ্ছা।

ক্যাম্ফর :—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উদ্রেক, শীত বোধের অভাব; ঘর্ম্ম থাকিলে তাহা শীতল ও আঠা আঠা; বস্ত্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা; নাড়ী সূতার ন্যায়, কিন্তু তাহার প্রতিঘাত স্বাভাবিক; দাস্ত কালচে ও মল পদার্থ পূর্ণ।

ইপেকাকুয়ানা (১২) :—নিয়ত গা বা বমি করা। মল সবুজ ও ফেনাযুক্ত।

ওপিয়ম্ :—অন্য কোন ঔষধের লক্ষণের অভাব; ঔদরাময়িক বিসূচিকার প্রাবল্য। (১২)।

ফস্ফরিক আসিড (১২)—ছেয়ে বর্ণের, তরল, অধিক পরিমিত, ও বেদনা বিহীন, মলত্যাগ; জিহ্বা শ্লেষ্মা পূর্ণ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ, মলত্যাগে তাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি না হওয়া।

সল্ফর (৩) :—মধ্য রাত্রির পর হঠাৎ মলবেগ হওয়ায় রোগীকে বিছানা হইতে দৌড়াইতে হয়।

নক্স ভমিকা :—অতিরিক্ত পান ভোজন হেতু পাকস্থলী অম্লসঞ্চয়; নিষ্ফল মলবেগ।

পল্সেটিলা :—ঘৃত বা তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন হেতু উদরাময়, বিশেষতঃ রাত্রিতে; মল ঈষৎ সবুজ, জলময়, শ্লেষ্মাপূর্ণ; জিহ্বায় শাদা লেপ, শীত বোধ সত্ত্বেও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা; গৃহমধ্যে থাকা অসহ্য (৩-৬)।

কোন কোন স্থলে, পডফিলম্, চায়না, প্রয়োজন হয়।

কলেরা ও উদরাময়ের প্রভেদ।

উদরাময় ও বিসূচিকার অনেক সময়ে প্রভেদ করা কঠিন হইয়া পড়ে ; উভয়েতেই, ভেদ, বমন, খালধরা, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি থাকিতে পারে, অথচ একটি মারাত্মক, অন্যটী নহে। নিম্নে ইহাদিগের কয়েকটী বিভিন্নকর লক্ষণ দেওয়া গেল।

(১) নাড়ী ;—উদরাময়ে দুর্ব্বল হয় না, যদি হয় তাহাও সামান্য ; কলেরায় অতি শীঘ্রই দুর্ব্বল হয়।

(২) স্বর ভঙ্গ ;—উদরাময় ইহা হয় না, কলেরায় হয়।

(৩) চক্ষু ও মুখ বসা ;—উদরাময়ে সামান্য, কলেরায় অধিক।

(৪) শরীর ;—উদরাময়ে শরীর উষ্ণ থাকে, কলেরায় শরীর হিম হইয়া পড়ে।

(৫) প্রস্রাব ;—উদরাময়ে প্রায় বন্ধ হয় না, হইলেও শেষাবস্থায় অল্প-ক্ষণের জন্য ; কলেরায় প্রস্রাব শীঘ্রই বন্ধ হয় ও তাহা অধিক কাল থাকে।

(৬) দাস্ত ;—উদরাময়ে মল পাতলা হয় বা জলবৎ হয়। কলেরায় মল চাল ধোয়ানী জলের মত,—বা কুমড়া পচা জলের মত বা ফেনের ন্যায় শাদা হয়।

উপরোক্ত লক্ষণ গুলি বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায়ই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

কলেরার সময়ে ব্যবহার্য্য ঔষধ সহ—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স যে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়—নিম্নে দু' একটী নাম লিখিয়া দিলাম, দাম মায় ডাক মাশুল ৪৲ টাকার বেশী নয়।

চাটার্জ্জি এণ্ড কোং ১২৯।১ বহুবাজার, কলিকাতা, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইকনমিক ফার্ম্মেসী ৮৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বটকৃষ্ণ পাল,

খোংরাপটী কলিকাতা King & Co হ্যারিসন রোড, কলিকাতা সর্ব্বত্রই ভাল ঔষধ পাওয়া যায়।

যদি হোমিও প্যাথিক ঔষধও না থাকে তাহা হইলে "শ্বেত আপাংয়ের (অপামার্গ— চচ্চড়ে, হুড়হুড়েও বলে) একটু শিকড় সাতটী গোলমরিচের সহিত বেশ করিয়া বাঁটিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর তিন বার খাইলে উপকার হয়। এ ঔষধটীর ব্যবহার জানা নাই, অনেক বন্ধু বলেন তিনি ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন—তাই সন্নিবিষ্ট করিলাম। যদি কোন চিকিৎসাই সম্ভব না হয়, তখন দিয়া দেখিলে মন্দ কি? যদি কেহ ফল পান, দয়া করিয়া সাধারণের হিতার্থে আমাদিগকে জানাইবেন।

গ্রামে কলেরা রোগ বিস্তার-নিবারণের নিয়মাবলী।

ব্যক্তিগতনিয়ম—

যাঁহারা কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবেন; তাঁহারা কার্ব্বলিক সাবান ও ফেনাইল জলে,* বা 'হাই ড্রার্জ পার ক্লোরাইড Hyderg percholoride জলে হাত উত্তম রূপে না ধুইয়া কোনরূপ খাবার জিনিষ বা পানীয় জল প্রভৃতি স্পর্শ করিবেন না।

---

* ফিনাইল, বাজারে বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়, এক বোতলের দাম ৷৷• আনার অধিক নয়—২• ভাগ জলে ও ১ ভাগ ফিনাইল দিতে হয়। মাঝারী এক বালতি জলে, মাঝারী নারিকেল মালার এক মালার কিছু অধিক দিলেই যথেষ্ট। জলের রং বেশ ঘোরাল সাদা হইলে আর দেবার দরকার নাই।

হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড (Hyderg Percholoride) ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়—চার আউন্সের বর্ত্তমান বাজার দর চার আনা। পাঁচ সের জলে চা চামচের এক চামচ (এক ড্রাম গুঁড়া) দিতে হয়। একটু বেশী পড়িয়া গেলেও ক্ষতি নাই। মাটির পাত্রে এই জল রাখিবে—ধাতু পাত্রে রাখিতে নাই।

কলেরা রোগ প্রধানতঃ খাবার জিনিষ বা খাবার জলের ভিতর দিয়াই আক্রমন করে। এ নিয়ম যথাযথ পালন না করিলে শুশ্রূষাকারীদেরও কলেরা হইবার সম্ভাবনা! আবার এরূপ স্পর্শিত জিনিষ খাইয়া অন্যেরও কলেরা হইতে পারে।

এক প্রকার সূক্ষ্ম পোকা, খাদ্য ও জল বা দুধ ইত্যাদি পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই এ রোগ উৎপন্ন হয়—এ পোকা বেশী গরম সহ্য করতে পারে না। এই জন্য দু' বেলাই টাটকা রান্না করে খাবে। খাবার জিনিষ একটু (বেশী নয়) গরম থাকতে থাকতে খাওয়াই ভাল।

সাধারণের ব্যবহৃত পুকুরের জল না খাইয়া—নিজ বাটীতে কূপ থাকিলে তাহার জলই ভাল। জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাবে। ফিলটার করিতে পারিলে আরও ভাল। খাবার জল ও দুধ উত্তমরূপে না ফুটাইয়া খাইবে না। কলেরার সময় দীর্ঘকাল খালি পেটে থাকিবে না এবং রাত্রি জাগিবে না। ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর লঘু পাচ্য জিনিষ খাবে।

অতি ভোজন, গুরু ভোজন, দুষ্পাচ্য বা পচা দ্রব্যাদির ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি রকমের তরকারী আদৌ খাবে না! কাচা ফল মূল খাবে না! মৎস্য মাংস খাবে না!

ঘন ঘন বরফ বা বরফ জল পান করিবে না। ভোরে তৃষ্ণায় কাতর হইলেও (নিয়মিত সময়ে মল ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কখন জলপান করিবে না! মনে সদাই স্ফূর্ত্তি রাখিবার চেষ্টা করিবে।

খাবার জিনিষের উপর যাহাতে মাছি বসিতে না পারে এজন্য সকল রকমের খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। কলেরা রোগীর

মল মূত্রে ও বমিতে মাছি বসিয়া সেই মাছি কোন খাদ্য দ্রব্যে বসিলে যে ব্যক্তি সেই খাদ্য খাইবে তাহারই কলেরা হইতে পারে।—মল মূত্রে ঘুঁটের ছাই ও ফিনাইল ঢালিয়া দিবে।

কলেরা রোগীর বিছানা ও কাপড় ইত্যাদি কোন পুষ্করিণী বা নদীতে কিম্বা কোন কূপের ধারে কাচিবে না। কলেরা রোগীর ময়লা কোন পুষ্করীণী, নদী বা কুপের জলের সহিত মিশিলে যে ব্যক্তি ঐ জল ব্যবহার করিবে তাহারই কলেরা হইতে পারে!

কলেরা রোগীর বিছানা মল, মূত্র ও বমনাদি খড়ের উপর রাখিয়া কেরোসিন তেলের সাহায্যে পোড়াইয়া দিবে তাহা না হইলে মাঠে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবে।

কাপড়চোপড় ফেনাইলজলে ভিজাইলে, কিংবা জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে কিম্বা হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক দোষ নষ্ট হইবে!

কলেরার সময় এক টুক্‌রা কর্পূর নেকড়ায় বাঁধিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার আঘ্রান লওয়া ভাল। তামার তাগা বা পয়সা ফুটা করিয়া ধারণ করাও কলেরার প্রতিসেধক!

রোজ বাটীতে ধুনা পোড়াইবে।—বাটীর নর্দ্দমাদি পরিষ্কার রাখিবে এবং তাহাতে ফিনাইল জল ছড়াইয়া দিবে।

সামান্য পেটের অসুখ হইলে অগ্রাহ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিবে।

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে কলেরা হইলে, সে গ্রামে যাইবে না। কিম্বা সেই গ্রামের কোন জিনিষ ব্যবহার করিবে না। যদি একান্তই না গেলে না চলে তাহা হইলে সে গ্রামে অধিকক্ষণ থাকিবে না, সেগ্রামে কোন

জিনিষ খাইবে না, পান তামাকও না এবং তথা হইতে যত শীঘ্র সম্ভব নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পরিধেয় কাপড় চোপড় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া গরম জলে উত্তমরূপে ফুটাইবে অথবা হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে এবং হাত মুখ ভাল করিয়া ধুইবে।

রোগের অন্তে রোগীর গৃহে চুণ ফিরাইবে। মাটীর হইলে গোবর মাটী দিয়া নিকাইয়া লইবে!

সাধারণগত নিয়ম—

পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যে কোন পুকুর পুষ্করিণী নির্দ্দিষ্ট করিবে। [কি প্রণালীতে সংক্রামক ব্যাধির সময় নিজেরাই আইন সঙ্গত ভাবে "জরুরী রিজার্ভ" করিতে পারা যায়—স্বাস্থ্য অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছি, তথায় দেখ।]

গ্রামের মধ্যে আগুন করিয়া করিয়া গন্ধক আলকাতরা কর্পূর পোড়াইবে। অল্পকালব্যাপী হরি সঙ্কীর্ত্তন, ৺রক্ষাকালী পূজা, পীর মঙ্গল প্রভৃতি করাও ভাল ইহাতে দৈব কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের বলও বাড়ে।

বেশী বাড়াবাড়ি হইলে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ কিম্বা বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলীকে ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ কলিকাতায় সংবাদ দিতে হয়। [স্বাস্থ্য অধ্যায় দেখ]

উপরি উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিলে—কলেরা সংক্রামক ভাবে নিজ গ্রামেও ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না—অন্য গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িবে না।

———

প্রসূতি-মঙ্গল

প্রসূতি ও শিশু রক্ষার উপায়

ইংলণ্ডের সহিত তুলনায় আমাদের বাঙ্গলাদেশে প্রসূতির অকাল-মৃত্যু পঞ্চাশ গুণ অধিক। নবজাত শিশুর মৃত্যুর হার আরও বেশী। এক কলিকাতা সহরেই গড়ে এক হাজার শিশুর মধ্যে ৩১০ জনের অকালমৃত্যু হয়। বোম্বাইয়ে সংবাদ আরও ভয়ঙ্কর—তথায় এক হাজার শিশুর মধ্যে গড়ে সাত শত শিশু অকালে কাল কবলিত হয়।

'আঁতুর ঘর'—'আগুন'—'শয্যা দ্রব্যাদি'—'খাদ্য'—'কুসংস্কার—ও উপযুক্ত "ধাত্রীর অভাবই" ইহার কারণ।

"আঁতুর ঘর"—যার মেজে স্যাঁতসেতে, যে ঘরে আলো যায় না, বাতাস খেলে না, জানালা নাই, দুর্গন্ধ উঠে, এমন ঘরে আঁতুর ঘর করিবেন না। সাধ্যমত ভাল ঘর নির্ব্বাচন করিবেন।

"আগুন"—আগুন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন, যেন ঘরে ধোঁয়া না হয়। বাহিরে আগুন করিয়া, ধোঁয়া গেলে আগুনের জায়গাটা ঘরে আনিবেন। গুলের আগুন না করাই ভাল, গুল ধরিবার সময় যে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ উঠে তাহাতে বায়ু বিষাক্ত হয়। গুল, পাথর কয়লা (coal) অপেক্ষা কাঠের বা কাঠ কয়লার আগুনই ভাল। ছেলে

পোয়াতীকে সেক দেওয়া, সরিষার তৈল মাখান, রোদে বসান ব্যবস্থা খুব ভাল।

'শয্যা দ্রব্যাদি'—প্রসূতির ব্যবহারের জন্ম মান্ধাতার আমলের অপরিষ্কার ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া কাঁথা প্রভৃতি না দিয়া, সাধ্যানুসারে শয্যা দ্রব্যাদি দিবেন। পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে এমন জিনিষ দেবেন না। মাদুর প্রভৃতি দিতে হইলে, নূতন মাদুর উত্তমরূপে কাচিয়া শুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

প্রসূতির ব্যবহার্য্য ন্যাকড়া প্রভৃতিও যেন বেশ পরিষ্কার হয়। ধোপা বাড়ীর কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিবেন। অগত্যা সাবান জলে কিম্বা সাজি মাটির জলে বেশ করিয়া ফুটাইয়া, জলে উত্তমরূপে কাচিয়া— শুকাইয়া ব্যবহারার্থ দিবেন।

দুধ খাওয়াইবার বাটিটী যেন প্রত্যেক বারই উত্তমরূপে ধৌত করা হয়। পলিতাটীও যেন প্রতিবার নূতন দেওয়া হয়। আঁতুর ঘরের ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষপত্রে যেন কোনরূপ দূষিত পদার্থ লাগিয়া না থাকে বা অপরিচ্ছন্ন না হয়।

'খাদ্য'—প্রসূতির বলাবল বিচার করিয়া যেন খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। খুব বেশী খাওয়ানও ভাল নয়, আধপেটা রাখাও ভাল নয়, দীর্ঘকাল খালি পেটে রাখাও ভাল নয়। চার পাঁচ ঘণ্টা অন্তর অন্তর কিছু খাইতে দেওয়া ভাল। সকাল সকালই খাইতে দিবেন নইলে "পিত্তি পড়িয়া" শরীর অসুস্থ হইবে। গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিতে হয়। অবশ্য অবশ্য জল দিবেন। জল না দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল। জলে অপকার করে না বরং উপকারই হয়। ঘি, ঝাল, প্রভৃতি পথ্যাদির প্রথা যাহা আছে তাহা খুব ভাল।

'কুসংস্কার'—শুচিবাইএর দোহাই দিয়া, প্রসূতিকে কেবলমাত্র দাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণেই রাখিবেন না। খাদ্য, পথ্য, ঔষধ, শয্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিজে তত্ত্বাবধান করিবেন।

প্রসূতি বা জাত শিশুকে ধনুষ্টঙ্কার বা অন্য কোনরূপ রোগাক্রান্ত দেখিলে, বিশেষতঃ জাত শিশু (ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া) কাঁদিলে "পেঁচোয় পাইয়াছে" না ভাবিয়া (ওঝা ডাকার পরিবর্ত্তে) বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিবেন। এই ভুলে যে কত সুকুমার জীবন বিনা চিকিৎসায় নষ্ট হয় তাহা আর কি বলিব।

'ধাত্রী'—উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায়, দাইরা অনেক সময় প্রসূতির জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। শিক্ষিতা ধাত্রী পাইলে অশিক্ষিতার সাহায্য লইবেন না। সর্ব্বত্র না হইলেও যেখানে শিক্ষিতা ধাত্রী আছে সেখানে এ ব্যবস্থা চলিতে পারে। *

নাড়ী কাটিবার সময় বাঁশের নীলের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার (মরিচা ধরা না হয়) ধারাল কাঁচি ব্যবহার করিবেন। ব্যবহারের পূর্ব্বে কাঁচিখানিকে খুব ফুটন্ত জলে অন্ততঃ ১৫ মিনিট ফুটাইয়া লইবেন। খুব কড়া সূতায় না বাঁধিয়া নরম অথচ শক্ত সূতায় নাড়ী বাঁধাইবেন।

দেশে ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকেরাই ধাই বা শুশ্রূষাকারীর কাজ করিয়া থাকে, কদাচিত তাহাদিগকে হাত পা বেশ করিয়া সাবান দিয়া না ধুইয়া আঁতুর ঘরে ঢুকিতে বা কোন জিনিষ ছুঁইতে দিবেন না। যে হাতে শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পলিতা প্রস্তুত করিতেছে, ক্ষণ পূর্ব্বে সেই

---

* সুবিখ্যাত ধাত্রী-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতদসম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

হাতেই হয়ত ঘুঁটে দিয়া আসিয়াছে। নখের ভিতর সামান্য একটু ময়লা ছিল, ভাল করিয়া হাত না ধোয়ায়, ক্রমে তাহা দুধের সঙ্গে শিশু শরীরে প্রবেশ করিয়া খোকার জীবনান্ত ঘটাইল।—কার্ব্বলিক সাবান ব্যবহার করিবেন।

প্রথা আছে আঁতুর উঠিয়া গেলে, ধাইরা নখ কাটে—প্রথমেই যাহাতে নখ কাটে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

তাহাদিগের পরিহিত বস্ত্রাদি প্রায়ই অত্যন্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। নিজেরা একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দিবেন। যতক্ষণ আপনার বাটীতে থাকিবে ততক্ষণ যেন আপনার দেওয়া বস্ত্রই পরিধান করে। পরদিন ব্যবহারের জন্য, যাবার সময় কাচিয়া রাখিয়া যাইবে।

প্রসূতিরও নিত্য কাপড় বদলাইবেন—একই কাপড়ে রাখিবেন না। শিশুর ব্যবহার্য্য ন্যাকড়া প্রভৃতি নিত্য কাচিয়া শুকাইয়া লইবেন—একই ন্যাকড়া ব্যবহার করিবেন না।

উপরোক্ত নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালিত হইলে অধিকাংশ সময়েই প্রসূতি ও শিশুর অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে। যদি গৃহ আনন্দময় রাখিতে চান—অবিলম্বে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

গরু (মহিষ) চিকিৎসা*

আমাদের দেশে পশু চিকিৎসার বড়ই দুরবস্থা। নানান দিক ভাবিয়া আমরা এই অধ্যায় হঠাৎ আপদ বিপদ ছাড়া, অন্যান্য রোগেরও বিষয় কথঞ্চিৎ লিখিলাম। সমস্ত বিষয় বেশ করিয়া খুঁটিয়া লেখা এরূপ পুস্তক হইতে পারে না, সে জন্য পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। যাই হ'ক, যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি কাজ চলিয়া যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস,—গো ও মহিষের চিকিৎসা প্রায় এক প্রকার, সুতরাং এক সঙ্গেই সমস্ত লিখিত হইল প্রথমে 'সাধারণ ব্যাধির' কথা বলি, পরে "মড়কের" কথা বলিব :—

ঔষধের মাত্রা—পূর্ণ বয়স্ক ও সবল পশুদেরই পক্ষে পূর্ণ মাত্রা। দুর্ব্বল বা অল্প বয়স্কদের জন্য অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিবে। আমরা সমস্তই পূর্ণ মাত্রা দিলাম। যে সব জায়গায় ঔষধে ৩।৪ দ্রব্যের প্রয়োজন, যদি ৪টী না পাওয়া যায় ৩ বা ২টী বা ১টী যাহা পাওয়া যায় তাহাই খাওয়াইবে। উহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ারও সম্ভব।

* ইহার অভিজ্ঞতা অধিকাংশই ডাক্তার পাল ও ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—(শিবপুর কলেজের ডিরেক্টর মহাশয়ের Cattle Disease) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথমে আর একটী জানিবার বিষয়, কোন সময়ে 'গো মোড়ক' উপস্থিত হইলে কিম্বা কোন বিষয়ে 'বিশেষ' জানিতে হইলে **গভর্ণমেণ্টের** নিয়োজিত স্থানীয় পশু-চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া ভাল। প্রতি জেলাতেই এইরূপ কর্ম্মচারী আছেন। কি ভাবে তাহাদের সাহায্য পাওয়া যায়, 'নক্সা হাসিল অধ্যায়ে 'গরুর' কথা বলিবার সময়ে তাহা বলিয়াছি।

মচকিয়া—কোনরূপ আঘাত লাগিলে বা মচকিয়াগেলে—সোরা ১ দফা, নিশাদল ১ দফা খানিকটা তারপিন তৈল সহ মালিস করিবে। টাট্‌কা গোবর গরম করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়।

অপামার্গ (চচ্চড়ে, হুড়হুড়েও বলে) হলুদ আতপ চালের সঙ্গে বাটিয়া বেদনা স্থানে বাঁধিয়া দিবে।

শিং ভাঙ্গিলে—ঘুটের ছাই, চুল, নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে ভাল হইবে।

আগুনে পুড়িলে—কলা গাছের পচা এঁটে (গোড়া) বাঁটিয়া দিলে সমস্ত যন্ত্রণার শান্তি হয়—ঘা হয় না। অভাবে নারিকেল তৈল অল্প চূণের সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দগ্ধস্থানে তুলায় করিয়া লাগাইয়া দিবে।

রক্তপড়া—কোনরূপে কাটিয়া গিয়া যদি রক্ত পড়ে—তামাকের গুল গুঁড়া করিয়া সরু ন্যাকড়ায় ছাঁকিবে। পরে সেই চূর্ণ কাটা জায়গায় দিয়া, কলা পাত মুড়িয়া বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে, হলুদ চূর্ণ (গুঁড়া হলুদ) দিলেও চলে। গোয়ালে লতাও রক্ত বন্ধের বড় অমুদ।

দরদ্—লাঙ্গলা গরু মহিষের ঘাড়ে বেদনা হইলে, মেদি পাতা বাটিয়া গরম গরম চাপাইয়া দিতে হয়। শামুকের জল কিম্বা বেণী

বেদনা হইলে গো-চর্ব্বি ঘাড়ে মর্দ্দন করিলেও আরোগ্য হয়। গো-চর্ব্বি মুচি বাড়ীতে পাওয়া যায়।

ঘুটি বা ঘুটকে—দু' প্রকার; সাধারণ ঘুটকেতে কেবল রোম উঠিয়া যায়—ঘুটের ছাই বা ঘর নিকানো বানী নেতা ঘসিয়া দিলে উপকার হয়।

কালা ঘুটকে—রোম উঠিয়া যায়; ঐ স্থান রক্তবর্ণ হয়, শেষে কালো বর্ণ হইয়া ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়ে, ঘা হয়, (ফুলিয়া উঠে না।)—কেলি কদম্ব গাছের ছাল ও হলুদ সমভাবে বাসী হুকার জলের সহিত বাটিয়া লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়। রোজ নূতন প্রস্তুত করিতে হয়—বাসি ব্যবহারে ফল নাই। খাঁটি সরিষার তৈল দিলেও উপশম হয়।

বাঁটে ঘা—বেশ করিয়া বাঁট ধুইয়া, (যদি ধুইতে না দেয় তাহা হইলে এমনিই) ঘি বা মাখন বা ননী লাগাইলে সারে। যদি অধিক কাটে বা পুঁজ পড়ে—ফটকিরি, মোম, সবেদা সম ভাগে ঘিয়ের সহিত গলাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া বাঁটে লাগাইতে হয়। প্রথমে ঘি ও মোম এক সঙ্গে গলাইয়া পরে ফটকিরি ও সবেদা মিশাইতে হয়। মাটীর বা পাথরের বাটীতে তৈয়ারী কর, ধাতু পাত্রে রাখিওনা। মোম না পাইলে শুধু ঘিয়েও কাজ চলে।

প্রসবদ্বার ফাটা ঘা—নারিকেল তৈলে রশুন ভাজিয়া (রশুন বাদ দিয়া) ঐ তৈল লাগাইলে ভাল হয়।

পিনাস ঘা—নাকে হয়, প্রতিকার না করিলে পশু শীঘ্রই মারা পড়ে—মেটে সিন্দুর ১ তোলা, কেশুরের রস, ও ঘোড়ার মূত্র (দুই-ই এক ছটাক মাত্রায়) একত্রে শিশিতে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখ—দিন ২।৩ পরে একটু একটু লাগাইয়া দাও। মহিষের নাকে ঐরূপ

ঘায়ের নাম সোমরা। চিকিৎসা একই প্রকার। মেটে সিঁন্দুরের সহিত শামুকের জল দিলেও আরাম হয়। বাগাসন পাতার রস সহ সরিষার তেল মিশাইয়া নাকে দিলেও উপকার হয়।

কাউর ঘা—গরু মহিষের স্কন্ধে (যে জায়গায় কড়া পরিয়াছে) এক প্রকার ঘা হয়। খুব সুর সুর করে বলিয়া নিজেরাই ঘর্ষণ করে। এক ছটাক মতিহার দোক্তা জলে ভিজাইয়া রাখ। ১২ ঘণ্টা ভিজার পর আগুনে চাপাইয়া দাও, সিদ্ধ কর। যখন বেশ ঘন হইয়া আসিবে উহার সহিত এক ছটাক খাঁটি সর্ষপ তৈল মিশাও। ৫।৭ দিন ব্যবহারে ভাল হইবে। তালের মাড়ির সঙ্গে কলি চূণ মিশাইয়া অথবা শিয়ালগোজার রস দিলেও উপশম হয়।

জিবে ঘা—চেতল মাছের আঁশ ভস্ম করিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া দুই ঘণ্টা মুখ বাঁধিয়া রাখিবে॥ দিনে একবার—চার পাঁচ দিনেই ঘা শুকাইয়া যাইবে। অশ্বত্থ ছাল ভস্ম করিয়া দিলেও চলে।

পোকা—ঘায়ে পোকা হইলে (মাস্তে পড়াও বলে) খানিকটা মরার মাথার খুলি গলায় বাঁধিয়া দিবে—আর সামান্য একটু চূর্ণ করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। পোকার এটী বড় ভাল অসুদ। (মহিষের বেলায় খাটে কি না ঠিক জানি না।) আতার পাতা বাঁটিয়া কলিচুণ সহ লাগাইলে মাস্তে পড়া ভাল হয়।

পাটের বিচি বাঁটিয়া ঘায়ে দিলে পোকা নষ্ট হয়। সকাল বেলায় উঠিয়া জল না ছুঁইয়া এক টানে একটা অপামার্গের (আপাঙ—চচ্চড়ে হুড়হুড়েও বলে) শিকড় তুলিয়া গরুর গলায় বাঁধিয়া দিবে—ইহাতেও পোকা মরিয়া বা বহির্গত হইয়া যায়।

ফিনাইল (জল না দিয়া) বা কার্ব্বলিক তৈল (নারিকেল তৈলের সহিত মিশাইয়া) লাগাইয়া দিলেও পোকা বিনষ্ট হয়।

নুটী—মাথার গর্ত্তে সরিষার তৈল দিতে হয়। অল্প পরিমাণে ঘল ঘসে (দ্রোণ) গাছের রস নাকের ভিতর ঢালিয়া দিলেও হয়।

কৃমি—লক্ষণ, রোম শিথিল। টানিলে উঠিয়া আইসে। চামড়ার ভেতর চাপিলে যেন বজবজ করে। ধেড়ানী (পাতলা বাহ্যে) বেশী হয়। হুঁকার জলের সহিত গোটা কতক কাগজী নেবুর পাতা বাটিয়া ৩।৪ দিন খাওয়াও। লবণ ১ তোলা, হীরাকসের গুঁড়া ২ আনা এক সঙ্গে কলাপাত মুড়িয়া খাওয়াও।

পেট ফাঁপা—কদম পাতার রস আধপোয়া একেবারে খাওয়াইয়া দিতে হয়! অথবা গুড় আধপোয়া ও কাঁচা হলুদের গুড়া এক ছটাক মিশাইয়া সেবন করাইলে ভাল হয়। পেট কামড়ানিতেও শেষোক্তটি উপকার করে। অনাহারের পর অধিক খাইয়া পাকস্থলীর প্রদাহে ইহা উপকার করে।

শূলরোগ—পেট কামড়ানী খুব অধিক হইলে, গাঁদাল পাতা, বিট লবণ, ইসবগুল, ধনিয়া তিসি সম ভাগে লইয়া (২ তোলা প্রত্যেকটী ভাতের মাঁড়ের সহিত সেবন করাইলে উপকার হয়। চা-খড়ি চুর্ণ ও কাঁটা নটের শিকড় ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে উপকার হয়।

রক্ত দাস্ত—সামান্ত হইলে নাটার ডগা, গুলঞ্চ, রক্ত কম্বলের গেঁড়ো; নিমের ছাল—প্রত্যেক এক তোলা একত্রে বাটিয়া কলাপাত মুড়িয়া সেবন করাইতে হয়। চিড়ের কুঁড়ো অথবা চালের কুঁড়োর সঙ্গে রক্ত কম্বলের গেঁড়ো বাটিয়া খাওয়াইলে অথবা কুড়চি সিদ্ধ জল খাওয়াইলেও উপকার।হয়।—ইহা রক্ত মূত্রেরও ঔষধ

রক্ত মূত্র—পরিষ্কার মাড় খাওয়াইবে। মাড়ের সঙ্গে দেড় ছটাক গুড় ও এক ছটাক দেশী (ধেনো) মদ মিশাইয়া দিবে। শক্ত খাদ্য দিবে না। নারিকেল ফুল বাঁটিয়া জলের সহিত খাওয়াইলেও সারে।

উদরাময়—আশু প্রতীকার না হইলে গরু মারা পড়ে। পলাশ গঁদ সওয়া তোলা, চিরতা চূর্ণ বার আনা, চা-খড়ি চূর্ণ ছয় আনা, আফিং এক আনা, এই সকল চূর্ণ করিয়া এক ছটাক দেশী মদের সহিত ভাতের মণ্ডের সহিত খাওয়াইবে।

সামান্যরূপ উদরাময়ে—চিড়ের কুঁড়ো ও চাঁপাকলা একত্র করিয়া অথবা বাঁসের পাতা কিম্বা চালতের পাতা খাওয়াইলেও আরোগ্য হয়।

রক্তামাসাশয়—উদরাময়ের পরিণামে হয়! আফিং—একআনা সবেদা আট ছটাক, চা-খড়ি চূর্ণ ১ ছটাক—এই তিনটী খাওয়াইলেই কমে। শক্ত ঘাস বা খড় খৈল দিতে নাই। ঈষৎ গরম মাড় খাওয়ানই ভাল। মাড়ের সঙ্গে অল্প একটু গুড় দিলে আরও ভাল!

রক্তদুগ্ধ—অনেক সময় দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়—কিঞ্চিত রেড়ীর বা তিসির তেলের সহিত হাঁসের বা মুরগীর ডিমের সাদা অংশটা ৫।৭ দিন খাওয়াইলে ভাল হয়!

সান্নিপাত জ্বর—তাল শাখার রস, তেলাকুচার গাছের শিকড়, শ্বেত করবীর শিকড়, কালজিরা প্রত্যেক এক তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া খাওয়াইতে হয়।

সূতিকা জ্বর—প্রসবের পর দুগ্ধজ্বরে—দেশী মদ্য খাওয়াইলেই আরোগ্য হয়।

জ্বরে—কালজীরে ২ তোলা ও আয়াপানের শিকড় ১ তোলা একত্র বাঁটিয়া খাওয়াইলে বিলক্ষণ ফল হয়। কেবলমাত্র দেশীয় (ধেনো) মদ খাওয়াইলেও উপকার হয়।

বসন্ত

অত্যন্ত ছোঁয়াচে ও মারাত্মক। যখন হয় তখন এক এক গ্রামের পালকে পাল হইয়া থাকে। খুব সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাড়াবাড়ী হইলে গো-বৈদ্য বা জিলার পশু চিকিৎসককে সংবাদ দিবে।

লক্ষণ—গায়ে অত্যন্ত বেদনা, শুইয়া থাকে; কিছু খায় না, জাবর কাটে না; ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়; জিহ্বা কাঁটা কাঁটা হয়, প্রস্রাব বাহ্যে প্রায়ই বন্ধ কখনও বা ছেড়ায়। নাদে রক্তও থাকে। বসন্তের গুটী বা ফুস্কুরি কখনও হয় কখনও বা হয়ও না! (হওয়াই ভাল লক্ষণ)

চিকিৎসা—বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে শিমুল বীচি ইহার মহৌষধ। তিন দিন সেবন করাইতে হয়।

প্রথম দিনে	প্রথম বার ২৫টী	দ্বিতীয় বার ১৮টী	তৃতীয়বার ১০টী
দ্বিতীয় দিনে	" ১৫টী	" ১০টী	(নাই)
তৃতীয় দিনে	" ১০টী মাত্র		

বাঁটিয়া কচি কলাপাত মুড়িয়া খাওয়াইতে হয়। গরু মহিষ কমজোর বা বয়স কম হইলে প্রতিবারে ৫।৭টী বিচি কম করিয়া দিতে হয়।

পথ্য—খড় খৈল শুকনা ঘাস নিষিদ্ধ; মাড় খাওয়ানই ভাল; জল গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে খাওয়াইবে। জল কম দেওয়াই ভাল।

বেশী রক্ত বাহ্য হইতে থাকিলে—কর্পূর বার আনা, সোরা বার আনা, চিরতা—বার আনা, ধুতুরার বীজ—সিকি তোলা, ধেনো মদ—আধ পোয়া,—একত্রে মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল ধেড়ানী থাকিলে মাজুফল খুব গুড়ো করিয়া বার আনা মাত্রায় উক্ত ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে! কন্টিকাড়ির শিকড় একটা আড়াইটা গোল মরিচের সঙ্গে খাওয়াইলে আরাম হয়। ইহা বসন্তের প্রতিষেধকও বটে।

গলাফুলা

বড় ভয়ঙ্কর রোগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়ে। রক্ত দূষিত হইয়া এই পীড়ার উদ্ভব হয়। লক্ষণ—নাক মুখ হইতে লাল ঝরে। মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, কখন কখন জিহ্বায় ঘা হয়, গলা ঘড় ঘড় করে, নাদ প্রসাব বন্ধ হইয়া যায় কখন কখন কোন কোনটীর ধেড়ানী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—মাথা নিচু করিয়া থাকিলে লাল ঝরিলে (যে রোগেই হক্ না কেন) ভাবরা দিবে।—নূতন হাড়িতে ঘুটের আগুন করিয়া তার উপর কাপাসের বীজ, ঝিঙ্গের শুকনা খোসা, ছাঁচি কুমড়ার শুকনা লতা, সরিষার শুকনা গাছ ও তাল গাছের শুকনা মোচ—সবগুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া হাড়ির ভেতর আগুনের উপর দাও। অত্যন্ত ধূম হইতে থাকিবে—ঐ ধোঁয়া গরুর নাকের নীচে ধর—জ্বলিয়া উঠিলে তুষ দিয়া নিবাইয়া দাও—অত্যন্ত লালাস্রাব হইয়া মাথা পাতলা হইবে।

গন্ধক চূর্ণ ২ তোলা ও শুণ্ঠি চূর্ণ—১ তোলা আধসের ভাতের কিম্বা মসিনার মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াও।

সিমলা—পশ্চিমা। (খুঁড়িয়ে)

এক প্রকার গো মড়ক! যাহার হইয়াছে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পাল হইতে আলাদা না করিলে পালকে পাল সকলেরই হওয়ার সম্ভাবনা।

লক্ষণ—উদর যেন দম সম হইয়া থাকে; মাথা নীচু করিয়া থাকে! নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়,—পেটের বাম দিকটা যেন ফুলিয়া

উঠে, নড়ে চড়ে না ; খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে। পায়ে ঘা হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় দেশী মদ আধ তোলা, শুঁটের গুঁড়া দেড় ছটাক, গোলমরিচের গুড়া দেড় তোলা গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়া পান করাইবে। অথবা পুরাতন গুড় ৭ তোলা, গন্ধকের গুড়া ৭ তোলা, লবন ১০ তোলা শুঁটের গুঁড়া ১৷৷০ তোলা জলে গুলিয়া ঠাণ্ডা হইলে খাওয়াইবে।

রোগ বাড়িলে—অর্থাৎ খোঁড়াইতে আরম্ভ করিলে—আরসুলা ১টা, পলতা ৫ তোলা, ছোট পেয়াজ ৫ তোলা, অশ্বত্থ গাছের শিকড় ২৷৷০ তোলা, কুল গাছের শিকড় ২৷৷০ তোলা একত্রে বেশ চন্দনের মত করিয়া বাঁধিয়া কলাপাত মুড়িয়া খাওয়াইয়া দিবে।

পায়ে মালিস করিবার জন্য—আকন্দ পাতা ৪।৫টা, গোবর ১ ছটাক, কাঁকড়ার মাটি ১ ছটাক, জল সের খানিক একত্রে বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে পা চুঁইয়া দিতে হয়। তার্পিন তেল ও কর্পূর একত্রে মালিস করিলেও উপকার হয়।

মাথা নীচু করিয়া থাকার জন্য ভাবুরা দিতে হয়। ভাবুরার কথা গলাফুলোয় বলিয়াছি। ছোট বাছুরের দুধ সিমলা হইলে, বোতলার চাক পোড়া ছাই, অথবা বাতাসার সঙ্গে শিমুল ফুল পোড়া ছাই—জলের সঙ্গে গুলিয়া খাওয়াইলে আরাম হইবে।

বেঙ্গা—আওয়াও।

মারাত্মক রোগ—আশু চিকিৎসা না হইলে প্রায়ই বাঁচে না!

লক্ষণ—আহার বন্ধ করে, কান ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা ও কানের শিরা কৃষ্ণবর্ণ হয়, শরীর শীতল ও কাঁটা কাঁটা হয়। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকে। মুখে ফেনা ভাঙ্গে।

চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় ডুমুর পাতা খাওয়াইলে এবং জিবে ঘসিয়া দিলে উপকার হয়। রোগ বাড়িলে, মাথা ভারী হইলে আদা, গোল মরিচ ও কিঞ্চিৎ কুকুসিমার রস একত্রে নাকের ভিতর ঢালিয়া দিবে।

কাঁচা হলুদ ৪ ছটাক, কুকসিমার মূল ৩ তোলা, নিমের পাতা ১ কাঁচ্চা একত্র বাঁটিয়া ৩টী বড়ি কর, প্রাতে, দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যায়—একটি একটি বড়ি খাওয়াও।

মুক্তাবর্শীর মূল চূর্ণ—দেড় তোলা, আপাঙ্গের মূল চূর্ণ দেড় তোলা খাওয়াইলেও উপকার হয়। গোল মরিচ চূর্ণ ৩ তোলা অন্নমণ্ড ১ সের একত্র খাওয়াইলেও ফল হয়।

সর্প দংশন

সময়ে চিকিৎসা করিতে পারিলে ফল হয়। দেরী হইলে প্রায়ই বাঁচে না।

ঘলঘসে পত্রের রস নাকে ঢালিয়া দিলে উপকার হয়। একটী কলমী শাকের ডাঁটা গরুর পুচ্ছের অগ্রদেশ হইতে মুখ পর্য্যন্ত মাপিয়া খাওয়াইবার প্রথা আছে।

ভাল ঔষধ কিছু নাই! ওঝার চিকিৎসাই ভাল।

বিষ চিকিৎসা

মুচিরা প্রায়ই সেঁকো বিষ, কুঁচিলা, মাদার প্রভৃতি গোপনে খাওয়ায়—উদ্দেশ্য চামড়া প্রাপ্তি!

অল্প বিষ খাইলে উপকার হয়, বেশী খাইলে প্রায়ই হয় না! সময়ে চিকিৎসা হইলে উপকার হয়, বেশী দেরী হইলে প্রায়ই বাঁচে না।

চিকিৎসা—গন্ধকের গুড়া ১ পোয়া, শুঁটের গুড়া দেড় পোয়া, ভাতের মণ্ডর সহিত খাওয়াইতে হয়।

সর্ব্বজয়ার মূল দেড় ছটাক, বেশ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াও।

(তিসির) মসিনার তৈল তিন পোয়া, গন্ধকের গুঁড়া, দেড় ছটাক একত্র করিয়া ভাতের মণ্ডর সঙ্গে খাওয়াও—ইহাতে বিষদোষ নিবারিত হইবে। জল খাইতে দিও না—তিসির মাড় দিতে পার।

সাপের খোলস খড় ঘাস প্রভৃতির সঙ্গে সাপের খোলস পেটে গেলে,—লোম উঠিয়া যায় ও দাগড়া দাগড়া হইয়া ফুটিয়া উঠে।

আড়াইটী গোল মরিচের সহিত এক কাঁচ্চা পুরাতন বেগুন গাছের শিকড় বাটিয়া কিঞ্চিৎ দধি দিয়া খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

বোড় পোকা—খাইলেও গরুর লালা নিঃসারণ হয়; গলা ফুলিয়া উঠে; অনেকটা বিষাক্ত হওয়ার ভাব হয়—

কর্ণদ্বয়ের অগ্রভাগ ছিঁড়িয়া সামান্ত রক্ত বাহির করিয়া দিবে। এবং কানের ডগার মাংস সামান্ত একটু (সর্ষপ পরিমাণ) কলার সহিত খাওয়াইবে।

এইবার আমরা গরু (মহিষের) দুগ্ধ বৃদ্ধির বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া এ প্রস্তাব শেষ করিব।

দুগ্ধবৃদ্ধি

উপযুক্ত পরিমাণে লবণ, কাঁচাঘাস, ও খেসাড়ির (তেওড়া) ডাল, ও লাউ দিয়া ক্ষুদের যাউ, ও কিঞ্চিৎ গুড় খাওয়াইলেই দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। লবণের মাত্রা—আধ ছটাক।

লবণ—১ ছটাক, নালি গুড়—১ পোয়া, পিঁপুলচূর্ণ—১ তোলা ভাতের মাড়—আধ সের, সিদ্ধ মাসকলাই—আধ সের—একত্রে ১০।১২ দিন প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে খাওয়াইলে খুব বেশী দুগ্ধ বাড়ে।

পিপুলের গুড়া, ডাইল, মাষকলাই, (মাত) নালি গুড়, ভাতের মাড়, আমানি, লবণ, বাঁশের পাতা, (রেড়ী গাছের) খুব কচিডগা (কচিই চাই নচেৎ খারাপ হইবে) যোয়ান—প্রত্যেক একছটাক, জাবের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ খুব অধিক হইয়া থাকে।

কাটানটের গাছ, লাউ, মাষকলাই ও ক্ষুদের যাউ এই সকল গুড় ও লবণ মিশাইয়া খাওয়াইলেও দুগ্ধ বাড়ে।

সরিষা খইলই ভাল—তাহাই খাওয়াইবে কদাচ রাই সরিষা বা রেড়ীর খৈল দিতে নাই।

বাবলার ফলে দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়; থোড়ে পাতলা হয়, এ সব খাদ্য অধিক দিতে নাই। গরুর মুখেই দুধ—ভাল করিয়া কাঁচা ঘাস ও সময়ে সময়ে একটু লবণ গুড় হইলেই যথেষ্ট হয়। পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে সব গরুই উপযুক্ত দুগ্ধ দেয় নচেৎ শুধু 'মসলা' খাওয়াইয়া দুগ্ধ বাহির করা যায় না—ইহাই এ বিষয়ের সার কথা!

শ্রীযুক্ত যতীভূষণ দে বলেন—আড়াইটা শ্বেত জবার পাতা আষাটের জল দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে রক্ত দুগ্ধ কিম্বা পালান চড়চড়ানি সারে।

'কার্পাস-কথা

সব জায়গাতে একই রকম কার্পাস ভাল জন্মে না। দেশের মাটী ও জল বায়ুর ভেদে ফসলেরও ভেদ হয়। বঙ্গেরও সর্ব্বত্র একই প্রকার কার্পাস ভাল জন্মিবে না—যতদূর সম্ভব কোথায় কি প্রকার জন্মিতে পারে, তাহার বিবরণ দিতেছি :—

কার্পাস তিন প্রকার—(১) বাৎসরিক জাতীয় (Annual cotton).
(২) গুল্ম জাতীয় (Shrub cotton).
(৩) বৃক্ষ জাতীয় (Tree cotton).

প্রথমে কার্পাসের কথা বলি পরে চাষ বীজ সার প্রভৃতির কথা বলিব।

বাৎসরিক কার্পাস (Annual Cotton)

বাৎসরিক কার্পাস প্রতি বৎসর চাষ করিতে হয়। একই গাছ দু' বৎসর থাকে না, থাকিলেও ফল ভাল হয় না। বাৎসরিক কার্পাস—

ঢাকাই; দিনাজপুরী; বিদর্ভ (Berar); হিঙ্গন ঘাট; নবসারী; ধারবার (Dharwar); নর্ম্ম; চীনা; মৈশর; (Egyptian); Sea Island; Upland Georgian; Carolina Prolific; New

Orlians ; Texas wool—প্রভৃতি নানা রকমের আছে ! কয়েকটির কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি—

'ঢাকাই'—পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও ইহার চাষ হয়—চেষ্টা করিলে বঙ্গের সর্ব্বত্রই জন্মিতে পারে! এই জাতীয় তুলা—সূক্ষ্মতন্তু, দীর্ঘ প্রসারী, অত্যন্ত কোমল অথচ টেকসই ও উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ। *

বীজ ঈষৎ লালাভ কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায়। গাছ ৩।৪ হাত উচ্চ ও স্বল্প শাখা বিশিষ্ট। বিঘা প্রতি ফলন প্রায় আধমন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আবাদ করিতে হয়—সরস বালিয়াস বা দোয়াঁস মাটীতেই ভাল জন্মায়।

দিনাজপুরী—দিনাজপুর অঞ্চলে এক জাতীয় ক্ষুদে কার্পাস দেখা যায় ; মাঝারি এঁটেল জমিতে ইহার চাষ হয়, সর্ব্বত্রই (বেড়ার ধারে প্রভৃতি জায়গায়) যে কার্পাস দেখা যায় তাহা ইহারই প্রকারভেদ ; তুলা মোটা আঁশ, ফলন খুব কম, বিঘায় ১০ সেরের অনধিক। ইহার চাষ করা সুবিধা নয়।

বিদর্ভ—(Berar) তুলা উৎকৃষ্ট জাতীয় ; সূক্ষ্মতন্তু বিশিষ্ট ; উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ ;—বিঘা প্রতি ফলন আধমন ; কিছু নীরস অথচ

---

* পূর্ব্বে ইহা হইতেই বিখ্যাত ঢাকাই মসলীন প্রস্তুত হইত। যত্নের অভাবে অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই পূর্ব্বের ভাব ধারণ করিতে পারে। যে মার্কিণী তুলার এত নাম সেও এই তুলারই প্রকার ভেদের বংশধর, কিন্তু বীজ—সার, কর্ষণ প্রভৃতির উৎকর্ষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে এখন তাহাকে এ তুলারই বংশধর বলিতে সঙ্কোচ হয়। "যতনেই রতন"—যত্ন না করিলে অবনতি অনিবার্য্য।

উদ্ভিজ্য সার পূর্ণ মাটীতেই ভাল হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, মাসে লাগাইতে হয়! পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুন্দর হইতে পারে।

হিঙ্গনঘাট—(Hinganghat) এদেশের জল বায়ু সাত্মা মার্কিণী জাতি। ইহার চাষ অত্যন্ত লাভজনক; ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ হইতেছে; উদ্ভিজ্য সার পূর্ণ দোয়াশ বা মাঝারী এঁটেল মাটীতেই ভাল হয়। বিঘা প্রতি ৩০ সেরেরও অধিক তুলা পাওয়া যায়; তুলা—সূক্ষ্ম, কোমল, উজ্জ্বল শুভ্র; আঁশ ১৵১৷৹ ইঞ্চি দীর্ঘ ৪০ নং সূতা প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী; বৈশাখ জৈষ্ঠ চাষের সময়। পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুন্দর হইতে পারে।

নবসারী—কেহ কেহ ইহাকে (Broach) বলিয়া থাকেন; হিঙ্গনঘাট জাতীয় কার্পাসের নিম্নেই ইহার স্থান। প্রতি বিঘা ফলন আধ মন; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ চাঁষের সময়; নিম্ন বঙ্গের পশ্চিম ভাগ ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ইহার চাষ বিশেষ সুবিধাজনক!

ধারবার—ফলন প্রতি বিঘা—২৫ সেরেরও অধিক; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ; সরস ভূমি ও সরস বায়ুতে ভাল জন্মে না। বঙ্গের উত্তর পশ্চিম ভাগে জন্মিতে পারে।

নর্ম্ম—বিহার—ত্রিহুত ও যুক্ত প্রদেশে হয়। এঁটেল দোয়াশ মাটীতেই ভাল হয়। দেখিতে অনেকটা ক্ষুদে কাপাসের ন্যায়—ফলন আধ মনেরও অধিক; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

মৈশর—(Egyptian) প্রচুর জলসেচের আবশ্যক; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই প্রশস্ত কিন্তু বঙ্গে তাহা হইবে না—বর্ষার জল নামিয়া গেলে নদী তীরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে লাগাইতে হইবে। নদীর পলী মাটী

উত্তম সার সুতরাং আর স্বতন্ত্র সার লাগিবে না। ইহা বড়ই জল পিয়াসী সুতরাং জল সেচনের সর্ব্বদা উপযুক্ত বন্দোবস্ত চাই। বর্ষা বহুল কিম্বা সরস আবহাওয়ায় ভাল জন্মে না; পশ্চিম বঙ্গের শুষ্ক ভূমিতে এবং গঙ্গা, শোন ব্রহ্মপুত্র, গণ্ডক, বানমতী, কুশী, কমলা, দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদ নদীর উভয় উপকূলেই ভাল জন্মিতে পারে।

তুলা—উজ্জ্বল শুভ্র কোমল অথচ টেকসই, আঁশ—১।৷৹ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রসারী। তুলার মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা।

জমিতে চাষের উপযুক্ত কতকগুলি বার্ষিক কার্পাসের বিবরণ দিলাম—অন্য গুলি এখনও আমাদের জল বায়ুতে বাঁচিবার মত হয় নাই; সুতরাং সে গুলির বিবরণ দেওয়া বর্ত্তমানে নিরর্থক উল্লিখিত কার্পাস সকল মধ্যে হিঙ্গন ঘাট ও মৈশরই ভাল। হিঙ্গন ঘাট যথা তথা হইবে, মৈশরের বিশেষ যত্ন চাই।

কিন্তু আমাদের এখন নানা কারণে সব চেয়ে বেশী আবশ্যক গুল্ম জাতীয় 'ওলনা' কিম্বা 'বাংগী' কার্পাসের চাষ করা।

গুল্ম জাতীয় (Shrub Cotton)

গুল্ম জাতীয় কার্পাসও নানা প্রকার—বুড়ি, গারো পাহাড়ী, রাম কার্পাস, দেব কার্পাস, ব্রাহ্মণ কার্পাস, শূদ্র কার্পাস, রক্ত কার্পাস। Nankeen, Ceylon, Mexico, Stanley প্রভৃতিও গুল্ম কার্পাসের অন্তর্গত। 'ওলনা' ও 'বাংগী ইহারাও এই জাতীয়।

বুড়ি—তুলা শুভ্র, সূক্ষ্ম, কোমল, ৪০ নং সূতার উপযোগী দোআঁশ কাঁকুড়ে মাটীতেই ভাল জন্মে রীতিমত গাছ হইলে ২/০ মনের উপর (বিঘা প্রতি) হইতে পারে গাছ ৩।৪ হাত দীর্ঘ—৭।৮ বৎসর জীবিত

থাকে। সিংভূম মানভূম অঞ্চলে অল্প বিস্তর চাষ হয়। বঙ্গদেশের অনেক জায়গাতেই ইহার উপযুক্ত চাষ লাভজনক। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে লাগাইতে হয়।

গারো পাহাড়ী—গারো পর্ব্বতে জন্মায়। বঙ্গে কোথায়ও কোথায়ও ২।১০ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তুলা ফাটিলে বাবুয়ের বাসার মত ঝুলিতে থাকে এইটিই ইহার বিশেষত্ব, আঁশ মোটা—আহমদপুর বোলপুর অঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে চেষ্টা করা উচিত।

ওলনা—প্রচুর শাখা প্রশাখাময় গাছ ৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়—১০।১২ বৎসর জীবিত থাকে, অসংখ্য ফল ধরে, অন্যান্য গুল্ম জাতীয় গাছের ২।৩ বৎসরের পর হইতেই ফলন কম হয়—ওলনার কমে না, বরং বাড়ে। সেঁচের আবশ্যক নাই, এবং ৪।৫ দিন ডুবিয়া থাকিলেও হঠাৎ মরে না, সম্বৎসর ধরিয়া ফলে, বৎসরে প্রত্যেক গাছ হইতে এক পোয়ারও অধিক তুলা পাওয়া যায়। তুলা ১ হইতে ১॥ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, অতিশয় শুভ্র, চিকণ, কোমল ও দীর্ঘ প্রসারী; দোআঁশ ও বালিআঁশ মৃত্তিকায়, বাটীর পতিত জায়গায়, পুকুর পাড়ে সুন্দর জন্মে। নিম্ন বঙ্গের সর্ব্বত্রই জন্মিতে পারে ইহার চাষ বিশেষ লাভজনক। গ[illegible] লাগাইবার সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ; চারা অন্য জায়গায় তৈয়ারী [illegible]রয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ছয় হাত অন্তর বসান উচিত।

বাহুগী—প্রচুর শাখা প্রশাখাময় গাছ—উচ্চে ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত হয়, ১০।১২ বৎসর কাল জীবিত থাকে,—অসংখ্য ফল ধরে প্রত্যেক গাছ হইতে বাৎসরিক আধসের তুলা পাওয়া যায় সম্বৎসর ধরিয়া ফলে, বিঘা প্রতি ১০ মনের উপরও সবীজ তুলা পাওয়া যায়। এরূপ ফলন কোন কাপাসের নাই তুলা উজ্জ্বল শুভ্র, কোমল, সূক্ষ্ম, আঁশ ১ ইঞ্চি হইতে ১॥ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রসারী; দোআঁশ বালিআঁশ

মৃত্তিকাতে, বাস্তর পতিত জায়গায়, পুকুর পারে উত্তম জন্মে **নিম্ন বঙ্গ উত্তর বঙ্গ** সর্ব্বত্রই ইহা সুন্দর জন্মায়। চাষ অত্যন্ত লাভজনক। গাছ লাগাইবার সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ! **আরও একটী কথা**— এই উভয় প্রকার কার্পাস হইতেই ২০ হইতে ৪০ নং সুতা অনায়াসে প্রস্তুত হয়—একটু ধীরে কাজ করিলে অতি সহজেই ৮০ নং পর্য্যন্ত কাটা যায়! **বিশেষ গুণ** চরকায় বা টাকুতে পাক খাইবার সময় কখনও হঠাৎ বেশী কখনও হঠাৎ কম বাহির হয় না—এবং বেশী পাক খাইলেও ছিড়িয়া যায় না বাংগীর বীজ একত্র থাকায় পিঁজিবার আবশ্যক হয় না; একেবারেই সুতা কাটা যায়। কিন্তু ওলনার বীজ ছাড়ান একটু কষ্টকর। বাজারেও ইহাদের কদর বেশী—এমন কি ইংরেজ সওদাগররাও উপযুক্ত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইতে সদা প্রস্তুত!

১৯০৭ সালে কলিকাতা Shaw Wallace Co. মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। তখনকার সস্তার বাজারেও ইহার ৸৵০ আনা সের দাম হইয়াছিল।

Dear Sir,

We are in receipt of your letter of the 3rd instant together with a Sample of Tree Cotton. * * * The lint is fine, soft free from Stains. Staples 1¼ to 1½ inch equal to 7½d 8d per lb packed in bales of 400 lbs each. 9. 2.07.

লোকের প্রবৃত্তি—সার, মাটী, জলসেচন, পরিশ্রম, ব্যয়, উৎপন্ন ফসলের হার প্রভৃতি সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ওলনা অথবা বাংগী লাগানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাংগীর ইংরাজী নাম—Gossypium Acuminatum Barbadense.

দোঁয়াস, বালিয়াস, এঁটেল বা যে সকল ভূমিতে সজী তরকারী উৎপন্ন হয় এমন কি নোনা জমিতেও ইহা হইতে পারে—কিন্তু দোঁয়াশ জমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বৃক্ষ জাতীয় (Tree Cotton)

Tree Cotton—Caravonica wool and silk প্রভৃতি বৃক্ষ সকল বস্তুতই মধ্যম আকারের স্থায়ী বৃক্ষ বিশেষ!—কিন্তু ইহার চাষ এখনও এদেশে সফল হয় নাই। Mamara, Gossypium প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারা যায় কিন্তু নিরর্থক। আমাদের কি হইলে তুলা হইতে পারিবে তাহা জানাই প্রয়োজন, নাম জানা লইয়া ত কথা নয়।

এখন বীজ—সার—জমির চাষ—প্রভৃতির কথা বলি—

জমি যে সকল জমি প্রথম বর্ষাতেই জল প্লাবিত হয় বা জমি নিম্ন বা জলা, সে জমি কার্পাস চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যে জমিতে বর্ষার জল জমিয়া থাকে তাহাতে কার্পাস জন্মে না। নিছক এঁটেল মৃত্তিকাও কার্পাসের পক্ষে প্রশস্ত নয়।—দোয়াঁশ জমিই সর্ব্ববিধ কার্পাসের পক্ষে প্রশস্ত।

১। যে ভূমিতে প্রচুর পরিমানে উদ্ভিজ্জ সার আছে ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ—এরূপ জমিই উৎকৃষ্ট—

২। বহুকাল সঞ্চিত গাছ পানা পাতা পচা জমি, ও বা বন কাটা জমি খুব ভাল—ইহাতে উত্তরূপ কার্পাস জন্মিতে পারে। উড়িষ্যা মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ, আসাম, চট্টগ্রাম, কুচবিহার ও উত্তরবঙ্গের পাশ্চাত্য প্রদেশে—এইরূপ নূতন জমি প্রচুর।

৩। যাহাতে সব্জী জন্মিয়া থাকে এরূপ সাধারণ দোঁআশ জমিও খুব ভাল—বঙ্গের সর্ব্বত্রই কম বেশী এরূপ জমি আছে।

এই তিন প্রকার জমিতেই বার্ষিক কার্পাস মাত্রই উত্তম জন্মিবে, বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় কার্পাসও উত্তম হয়।

তবে গুল্ম জাতীয় কার্পাস লোকে বাস্তু, উদ্‌বাস্তু ও বাগান হইবার মত জায়গাতেই বেশী লাগায়—বঙ্গের প্রতি গৃহস্থই ইহা লাগাইতে পারে এবং লাগানই উচিত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৫।৬টী বাংগী বা ওলনার গাছ এক ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট—সুতরাং ২৫।৩০টী গাছ হইলেই একটী সাধারণ গৃহস্থের সমস্ত বৎসরের তুলার খরচ চলিয়া যায়।

সার—নীলের সিটী, পচা গোময়, ছাই, পুষ্করিণী পয়ঃপ্রনালী প্রভৃতির পাঁক, গোয়ালের আবর্জ্জনা, সোরা, গোমুত্র হাঁড়ের গুড়া, খৈল, ছাগ মেষ প্রভৃতির বিষ্ঠা জমির অবস্থা অনুসারে যথা উচিত ভাবে প্রয়োগ করিতে হয়।

নীলের সিটী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, সুবিধা থাকিলে বিঘা প্রতি ২০।৩০ ঝুড়ি দিতে হয় খুব ভাল সার।

পচা গোবর প্রভৃতিও খুব ভাল সার—তবে ইহা শুকাইয়া ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়—নচেৎ জমীতে কীটাধিক্য ঘটে।

টাটকা গোমূত্র গাছের গোড়ায় দিতে নাই—ইহাতে গাছ "ঝান" খাইয়া যায়। পচাইয়া দিতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে খুব পচা গোমূত্র গাছের গোড়ার গোড়ায় দিলে ফসল ভাল হয়।

হাঁড়ের গুড়া—জমি চাষ করিবার সময় ছিটাইয়া দিতে হয়, বিঘা প্রতি জমি অনুসারে—১/ মনই যথেষ্ট। খুব সরু হাড়ের গুঁড়া ১

বৎসরেই মাটীর সহিত মিশ খায়। মোটা গুড়া ২।৩ বৎসরে আস্তে আস্তে মিশ খায়! গোবর প্রভৃতি দেওয়া জমিতেও ইহা দেওয়া যায়। হাঁড়ের গুঁড়ায়—ফলন বাড়ে তন্তু দৃঢ় হয়।

কাপাসের খৈলই কার্পাসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিঘা প্রতি ৫ মন এই খৈল ও ॥০ মন সরু বা ১৲ মন (মোটা) হাড়ের গুড়া দিলেই যথেষ্ট। গুল্মজাতীয় কার্পাসে হাড়ের গুড়া খুবই ভাল। সমস্ত জমীতে না দিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিলে অল্প সারেই কাজ হয়।

জমির ধাত বুঝিয়া উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সার প্রয়োগে লাভ হইবার সম্ভাবনা। ঠিক কোন জমিতে কতটুকু সার, কোন সময়ে দিতে হয় তাহা লেখা যায় না—ইহা অভিজ্ঞতার ফল। স্থানীয় চাষীরাই জমির "ধাত" বোঝে সুতরাং তাহাদের পরামর্শেই সাফল্য সম্ভাবনা বেশী।

চাষ—জমি খুব ভাল করিয়া চাষ করা চাই—

"ষোল চাষে মূলা তার অর্দ্ধেক তুলা
তার অর্দ্ধেক ধান বিনা চাষে পান—

একদিন চাষ দিয়া ৪।৫ দিন অপেক্ষা করিয়া পরে আবার ১ দিন চাষ করিতে হয়। জিরেন না দিয়া চাষ করিলে জমিতে নোনা ধরিয়া জমি খারাপ হইয়া যায়।

"১ দিনে ৪ চাষ তাতে ধরে নোনা
৪ দিনে ১ চাষ তাতে ফলে সোনা"

বীজ ভাল হইলে ৭।৮ দিবসের মধ্যেই চারা বাহির হইবে। চারা আধ হাত উচু হইলেই অন্যত্র উঠাইয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। খুব মেঘলা বাদলার সময়ে উঠাইয়া বসানই ভাল।

গাছের গোড়ায় বা জমীতে জঙ্গল জন্মিলে নিড়াইয়া দিবে—যতদিন না ফুল ফল আরম্ভ হয় ততদিন মাসে একবার করিয়া মাটী খুঁড়িয়া আলগা রাখিবে ও গোড়ায় গোড়ায় নূতন মাটী দিবে ও উপযুক্ত জল সেচন করিবে।—ফল সবুজ বর্ণ ও উত্তমরূপ পুষ্ট হইলেই অর্থাৎ পরিপক্ক হইবার প্রায় ১-১॥০ মাস পূর্ব্ব হইতেই জল সেচন বন্ধ করিবে—নচেৎ তুলার আঁশে জোর থাকিবে না, জলসেচনের ২।৩ দিন পুর্ব্বেই জমি উত্তমরূপ নিড়াইয়া দিবে।

বীজ—বপন কাল—বার্ষিক কার্পাস বৎসরে দু' বার। এক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আর একবার আশ্বিন কার্ত্তিকে।

গুল্ম শ্রেণীর কার্পাসের বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই বপন শেষ করিতে পারিলে ভাল, কারণ বর্ষার জলে গাছ বাড়িয়া উঠিয়া সেই বৎসর হইতেই ফলন দেয়। গুল্ম শ্রেণীর কার্পাসের দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই ফলন অধিক।

প্রনালী—তিন প্রকার; ছিটাইয়া বপন, সারি বপন, চারা রোপন। কার্পাস বীজ মাটির ১ ইঞ্চির বেশী নীচে পড়িলে চারা ভাল হয় না।

ছিটাইয়া বপন প্রথাও ভাল নয়—ইহাতে অনেক বীজই লোকসান হয় তবে পরিশ্রম কম বলিয়া চাষীরা এই প্রথাই পছন্দ করে। যাহা হউক চারাগুলি যাহাতে ৩ হাতের অধিক ঘন না হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিবে। ঘন থাকিলে তুলিয়া ফেলিবে—যে কোন কার্পাসই ঘন হইলে (গাছে গাছ ঠেকিলে) ফলন ভাল হয় না।

গুল্ম জাতীয় কার্পাসের বীজ অন্য জায়গায় চারাইয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসাইয়া দিবে। গাছের মূল শিকড়ের অন্ততঃ তিন ভাগ (সবটা হইলেই ভাল) কাটিয়া দিবে—ইহাতে গাছের ডাল পালা

বেশী হইবে এবং গাছ খুব বেশী লম্বা হইয়া উঠিবে না। গাছের পরস্পর ব্যবধান অন্ততঃ ৫।৬ হাত থাকিলেই ভাল।

পরিমান—বীজ উৎকৃষ্ট হইলে বিঘা প্রতি বার্ষিক জাতীয় তিন পোয়া, গুল্ম জাতীয়ের দেড় পোয়া ও বৃক্ষ জাতীয়ের তিন ছটাক হইলেই যথেষ্ট—তবে ছিটাইয়া বপন করিলে ইহার দ্বিগুনেরও অধিক আবশ্যক হয়। সে ক্ষেত্রে (বার্ষিক জাতীয়ের) ২ সের বীজ চাই অন্য প্রকার ছিটাইয়া বপন করিবেই না।

ছাঁটা—গুল্ম বা বৃক্ষ জাতীয় কার্পাসই ছাঁটিতে হয়—প্রথম বা দ্বিতীয় গাছ ছাটিবার বড় প্রয়োজন হয় না। তবে গাছ নিস্তেজ বুঝিলে ২য় বৎসরেই ছাটিতে হয়। ফল উঠাইয়া লইবার পর চৈত্র বৈশাখেই ছাঁটিবার সময়। খুব ধারাল ছুরি বা দা দিয়া কলম কাটার মত কাটিতে হয়। অনেক দিনের পুরাতন গাছ হইলে গোড়া হইতে ১॥ বা ২ হাত রাখিয়া কাটিয়া দিলে তাহা হইতেই আবার প্রচুর ডাল পালা বাহির হয় এবং ফলনও ভাল হয়।

কীট—অনেক সময় ভয়ানক কীটের উপদ্রব হয়। বন্যসিদ্ধির বেড়া দিলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা দেওয়া চলিবে না কারণ সিদ্ধির গাছ লাগান আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

যে কোন বড় মুখ ওয়ালা পাত্রে আগুন করিয়া তামাক, গন্ধক, বিড়ঙ্গ মিশাইয়া প্রবহমান বাতাসের দিকে বসাইয়া দিলেও কীটের উপদ্রব কমে। অন্ধকার রাত্রে ক্ষেত্রে ২।৫টা মশাল জ্বালিয়া রাখিলেও, কীট নষ্ট হয়।

কার্পাসের জমীতে ঢেড়শ গাছ সারি দিয়া লাগাইলে কীট সকল কার্পাস গাছ ছাড়িয়া ঢেড়শ ফলের মধ্যে ঢোকে। ঢেড়শগুলি প্রায়ই

তুলিয়া লইবে, কারণ যদি কোন কীটওয়ালা ফল রহিয়া যায়—ভবিষ্যতে আবার কার্পাস গাছ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভব থাকিবে। (ঢেড়শ গাছ পচাইয়া একরকম পাটও পাওয়া যায়)।

তুলা সংগ্রহ—কার্পাসের ফল একেবারে পাকে না এজন্য ২।৩ দিন অন্তর বৈকালেই তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। ফাটা ফলগুলিই তুলিতে হয়। প্রাতে হিমজল প্রভৃতি থাকায় পুনরায় শুকাইবার প্রয়োজন হয়, হয়ত দাগও ধরিয়া যাইতে পারে এজন্য বৈকালই ফলগুল তুলিবার প্রশস্ত সময়; অগ্রহায়ন হইতে চৈত্র পর্য্যন্তই তুলা পরিপক্ক হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে পূর্ব্বেই ফলগুলি সংগ্রহ করিবে নচেৎ বৃষ্টির জলে তুলা কম জোরী ও দাগী হইবার সম্ভব। উত্তম পরিপক্ক এবং বড় ফলের বীজগুলি আগামী বৎসরের জন্য সঞ্চিত করিবে। বোতলে বা হাঁড়িতে মুখবন্ধ করিয়া রাখিলেই ভাল থাকিবে।

কার্পাসের বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়—কার্পাস তৈল অতি পরিস্কার, অনেকটা জলপাই তৈলের (Olive Oil) মত। জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। সাবান প্রস্তুত করিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ৫৬ সের বীজ হইতে ১০ সের তৈল ও প্রায় ৪৩ সের তৈল পাওয়া যায়। দেশী ঘানিতেই তৈল নিষ্কাষিত করিতে পারা যাইবে। কার্পাসের বীজও ফেলা যাইবে না—ফরাসী, আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ মণ বীজ আনাইয়া থাকে, সুতরাং কালে আমাদেরও তথায় রপ্তানী করিয়া দু'পয়সা আয় বাড়াইয়া লওয়া সম্ভব।

বীজ পাইবার ঠিকানা—গভর্ণমেণ্ট প্রতি সবডিবিসনে কৃষি প্রদর্শক (Agricutural Demonstrator) নিযুক্ত করিয়াছেন উপযুক্ত মূল্য দিয়া (বাজার দরে) তাঁহাদের নিকট অথবা স্থানীয় জেলার

কৃষি অফিসে অথবা ১১ নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্ কংগ্রেস অফিসে অথবা গভর্ণমেণ্ট বীজ ভাণ্ডারের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট 63 Upper Circular Road, Calcutta অথবা Superintendent Seed Stores রায়না ঢাকা—ঠিকানায়, উচিত বাজার দরে পাইতে পারিবেন। বার্ষিকী অপেক্ষা গুল্মের দর বেশী। বর্ত্তমানে বার্ষিকী কাপাসের সের ।৹ আনা, গুল্ম কাপাসের ৩৲ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। যাঁহার যেখানে সুবিধা আনাইয়া লইতে পারেন। আমাদিগকে লিখিলে আমরাও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

সার

হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতির কথা পরে বলিতেছি প্রথমে গোময় হইতেই আরম্ভ করা যাক,—

গোময়—সকল রকম সারের মধ্যে গোময়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহার ব্যবহারে দ্রব্যের স্বাদের উৎকর্ষ জন্মে।

ছয় হইতে নয় মাসের মধ্যে গোময় পচিয়া জমিতে দিবার উপযুক্ত হয়।

ভাদ্র মাসে যখন গাছ জোর করিয়া উঠে সেই সময় কাঁচা গোবর দিয়া ঘাঁটিয়া দিতে পারিলে ধান্যের অসম্ভব ফলন বৃদ্ধি হয়। গোলাপ জুঁই প্রভৃতি ফুলের গাছে কাঁচা গোবর সার দিলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প জন্মে।

মহিষ বিষ্ঠা—প্রায় গোময়েরই তুল্য—ইহার বিশেষত্ব, ফলাদির আকার বৃহত্তর করে।

অশ্ব বিষ্ঠা—ইহা অত্যন্ত তেজী বলিয়া ভাল করিয়া পচান না হইলে গাছ ঝান্ খাইয়া যায়—পচিতে ১ বৎসর সময় লাগে। ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি চাষে ইহা বিশেষ উপকারী—তবে পচান সার চাই—নচেৎ গাছ খারাপ হইয়া যায়। সে সময় গাছে পুনঃপুনঃ জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কপোত, কুক্কুটাদি ও ছাগ মেষ—প্রভৃতির বিষ্ঠা খুব উত্তম সার। খুব সরু করিয়া কুটিয়া দিতে হয়।—নতুবা মাটির সহিত মিশ খাইতে বিলম্ব ঘটে। বীজের জমি অপেক্ষা শব্জী আবাদেই ব্যবহার বেশী।

গো-মেষ-মহিষাদির মূত্র—পচাইয়া দিতে হয়। তিন মাসের মধ্যে পচিয়া ব্যবহারের উপযোগী হয়।

নীলের সিটী, পচা পানা, এরাও খুব ভাল সার। পুষ্করিণীর পাঁকও খুব ভাল সার কিন্তু এক বৎসরের বেশী স্থায়ী নয়। জলজ পানা ও শৈবাল শুকাইয়া অল্প চুণ ছিটাইয়া পচাইয়া লইতে হয়—শব্জী ক্ষেতের পক্ষে—বিশেষ বালুকাময় জমীর পক্ষে খুব ভাল।

শণ বা ধঞ্চে—খুব ভাল সার। ইহাদের গাছ হাতখানেক উঁচু হইলেই জমির জল বন্ধ করিয়া গোড়াসমেত উপড়াইয়া জমিতেই পুতিয়া দিতে হয়। জমিতে লাঙ্গল দিয়া মই দিলেই উপড়ান ও মাটীর সহিত মেশান দুই-ই হয়। বৈশাখ মাসে লাগাইলে ২।৩ মাসের মধ্যেই মাটীতে মিশাইবার উপযোগী হইয়া উঠে। বীজ বিঘায় দু' সের লাগে। চার আনা সের।

খইল—সর্ষপ, তিল, নারিকেল, কার্পাস, রেড়ী তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ হইতে খৈল পাওয়া যায়। সদ্য খৈল কিছু উগ্র, এ জন্য খৈল গুঁড়া করিয়া জল ও মাটী মিশাইয়া ৫।৭ দিন পরে জমিতে দিলে তেজ কমে ও সদ্য সদ্য ফল দেয়।—সকল রকম খৈলই এই প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়।

বৃক্ষ রোপণ করিবার একমাস পূর্ব্বে খৈল মাটীতে মিশাইয়া দিলে বিশেষ ফল করে—ইক্ষু, ধনে, আলু, মুলা, কপি, কার্পাস, প্রভৃতি সব

রকম ফসলেই খৈল বিশেষ উপযোগী। কীটাদির উপদ্রবে ঝুল বিশেষ উপকারী। শশা গাছে ঝুল বিশেষ কাজ করে।

সোরা—গাছ তেজ করায়। এজন্য খৈল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়, জলহীন জমীতে সোরা দেওয়া চলে না। জমির জল বন্ধ করিয়া সোরা দিতে হয় অথবা সোরা দেবার পর জমিতে জল দিতে হয়—গমে সোরা বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি জমির অবস্থা অনুসারে (৷৹ মন) অর্দ্ধ মনই যথেষ্ট।

ছাই—এটেল জমিতে ভাল, জমি শিথিল করে। তামাকের চাষে প্রচুর আবশ্যক।

চূণ—নূতন চূণ দিতে নাই, জমি জ্বলিয়া যায়। ২ মাস কাল জলে একদম ডুবাইয়া রাখিলে প্রয়োগের উপযুক্ত হয়। ভাঙ্গা পুরান দালানের খেঁস্—এই জন্যই ফুলগাছ ও শশা কুমড়া প্রভৃতি গাছে দেয়। মৃত্তিকার অবস্থানুযায়ী জমিতে কম বেশী দিতে হয়।

লবন—বাজারে থারি লবন বলিয়া এক রকম লবন পাওয়া যায় লবন নিজে সার নয় তবে অন্যান্যের যোগে জমির উর্ব্বরতা বাড়ায়। যে সব জমীর ফসল বা গাছ কটাশে হইয়া যায় তাহাতে ইহা উপকার করে। লবন অধিক দিতে নাই এবং জমির ধাত্ বুঝিয়া দিতে হয়। নারিকেল প্রভৃতিতে লবন খুব উপযোগী। বিঘায় পাঁচ সেরই যথেষ্ট !

Nitrate of Soda, Sulphate of Ammonia, Gas refuse Green Manure, Guano প্রভৃতির দরও বেশী আর সর্ব্বদা পাওয়াও যায় না বলিয়া ইহাদের প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

হাড়ের গুঁড়া—ইহাতে চুণ ও ফস্‌ফরাস (Calcium ও Phosphorus) থাকায় সকল রকম শস্যে এবং উদ্ভিদে মহা উপকারী।

গোটা হাড় বিগলিত হইয়া মাটীর সহিত মিশিতে দেরী হয় বলিয়া এক রকম অ্যাসিড (Sulphuric acid) সহযোগে ইঁহাকে গুঁড়া করিয়া সভ্য ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। ঐ গুঁড়া দুই প্রকার—সরু গুঁড়া (Bone dust) মোটা গুঁড়া (Bone meal) ইহা আবার বাষ্প সংযোগে আরও শীঘ্র দ্রবীভূত করিবার উপযুক্ত করা হয়, তাহাকে বলে Steamed. যে গুলিতে বাষ্প দেওয়া হয় সেগুলি আরও শীঘ্র মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়। মৎস্য পচিয়াও সার হয়—তবে ইহার গুণ অল্পকাল স্থায়ী।

কোন শস্যের বীজ বপনের বা বৃক্ষাদি রোপণের তিন মাস পূর্ব্বে নীর্ণিত ভূমিতে 'সরু গুঁড়া' প্রয়োগ করিয়া মাটীর সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ (Agr. Dept. 1915) বলেন যেথানে বিনা সারে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ফসল হয়, হাড়ের ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি ১৴০ মণ ব্যবহার করিতে হয় ইহার দাম সাধারণতঃ তিন টাকা (মণ) হাড়ের গুঁড়ার গুণ জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর থাকে হাড়ের গুঁড়া কলিকাতায় Messrs Graham & Co, D. Waldie & Co নিকট পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুরকে অথবা সবডিবিসনে যে সব কৃষি কর্ম্মচারী আছেন (Agri. Demons.) তাঁহাদিগকে লিখিলে তাঁহারাও যোগাড় করিয়া দেন। খুচরা পাওয়া যায় না, একমণি বস্তা লইতে হয় দাম—৩৲ টাকা।

কলিকাতার নিকট বালী গ্রামে ইহার কল আছে। তথায় চূর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ মণ গুঁড়া সারের জন্যই বিদেশে রপ্তানী হয়! আমাদের

গ্রামের ভাগাড় হইতেই হাড় সংগৃহীত হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে যাইতেছে—আর আমরা হাঁ করিয়া দেখিতেছি, আহাম্মুক আর কাকে বলে !

গ্রামেই হাড়ের গুঁড়া

আমরা গ্রামে বসিয়া বিনা কলেও মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী হাড়ের গুঁড়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। সামান্য একটু পরিশ্রম ও মনোযোগ করিলেই হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা করিবেন না বটে, কিন্তু হাড়ি মুচি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ও মুসলমানেরা ত করিতে পারেন।

প্রথম প্রকার—

প্রথমে বালী মিশ্রিত মাটী ৪ ইঞ্চি উঁচু করিয়া তাহার উপর ৬ ইঞ্চি উঁচু করিয়া হাড়গুলি ছোট ছোট করিয়া সাজাইয়া দাও, ইহার উপর ৩ ইঞ্চি উঁচু করিয়া চূণ দাও (জল দেওয়া চূণ নয়) এই রকম ভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া যাও। সমস্ত সাজান হইবার পর চারিদিকে বেশ পুরু করিয়া ৩ ইঞ্চি মাটী ধরাইয়া লেপিয়া দাও (ইটের পাজা লেপার মত) যেন জল বাহির হইতে না পারে। এইবার উপর হইতে আস্তে আস্তে বেশ করিয়া জল ঢাল। পাঁজাটী খুব গরম হইয়া উঠিবে ২।৩ মাস গরম থাকিবে, গরম গেলে সমস্তটা বেশ করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার কর। হাড়ের গুঁড়ার সহিত সোরা (১ মণে দশ সের) হিসাবে মিশাইয়া লইলে ফল বেশী হয়।

চৌবাচ্চার মত খাদ কাটিয়াও করিতে পার, কিন্তু তাহাতে কিছু রস মাটীর ভিতর চলিয়া যায় বলিয়া সার কিছু কম তেজী হয়।

আরও সহজে করা যায়—

যে রকম হাড় আছে তাহার অৰ্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ওজনের মাটী প্রথমে গো মেষাদির মূত্রে বেশ ডবডবে করিয়া ভিজাইয়া লও এইবার হাড় গুলি ছোট ছোট করিয়া এই মাটীর সঙ্গে একত্র মিশাইয়া একটা চৌবাচ্চা বা খাদে রাখ উপরে আবার ২।৩ ইঞ্চি মাটী চাপা দাও—মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি করিয়া গোমুত্র ঢালিতে থাক। মাস খানেকের মধ্যেই হাড় গুঁড়া হইয়া আসিবে। সেই সময় তুলিয়া মুগুরের ঘা দিয়া গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া জমিতে দাও—এই মূত্র মিশ্রিত হাড়ের গুড়া, সাধারণ গুঁড়া অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী ও অল্প সময়েই জমির মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যায়।

ইহার বেশী প্রকৃত প্রস্তাবে চাষীদের করিবার সুবিধা হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বেশী বলিতে যাওয়া নিরর্থক।

———

যাঁহারা এ সম্বন্ধে আরও বেশী জানিতে চান তাঁহারা শিবপুর কলেজের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের Hand Book of Agriculture বা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসের ব্যবহারিক কৃষি দর্পন প্রভৃতি পাঠ করিবেন।

৮ম—পরিশিষ্ট *

আবেদন পত্রের নমুনা।

আবেদন পত্রে যেখানে যেখানে লোকালবোর্ডকে লিখিবার কথা আছে—যদি গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড (Village Union Board) প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে প্রথমেই লোকালবোর্ডকে না লিখিয়া ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্টকে লিখিতে হয়।

'আবেদন পত্র' সব জায়গায় একই প্রকার হইতে পারে না। কারণের তফাৎ হইলে তাহাই লিখিতে হইবে, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু হিসাব করিয়া লেখার দরকার। মোটামুটি একটা ধারণা হইবে বলিয়া কতকগুলি দরখাস্তের নমুনা দিলাম—এই মাত্র।*

[পোষ্ট অফিসে পাশ বই খুলিবার দরখাস্ত]

পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল,
বেঙ্গল, কলিকাতা

নবগ্রাম,
কৃষ্ণনগর পোঃ (নদীয়া)
তারিখ—২২শে এপ্রিল ১৯২২

মহাশয়,

১৬ই এপ্রিল ১৯২২ তারিখের নবগ্রাম হিতসাধন মণ্ডলী সভার গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী, আপনাকে সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে, নবগ্রাম

---

* ইউনিয়ন হইতে ফল না হইলে সবডিবিসন্যাল অফিসারকে লিখিতে হয়। লোকালবোর্ডের উপর আপীল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর আপীল কমিশনার সাহেবের নিকট করিতে হয়।]

হিতসাধন মণ্ডলীর হিতার্থে বঙ্গীয় পোষ্ট আফিসের সাধারণ হিসাবে সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রামপদ বসু মহাশয়ের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খুলিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এমতে প্রার্থনা নদীয়া জেলাস্থ কৃষ্ণনগর পোষ্ট অফিসে উক্ত হিসাব খুলিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অবিলম্বে বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

আয়ের উপায়............সাধারণ প্রদত্ত চাঁদা।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেণ্ট।

[রাস্তা অবরোধের বিরুদ্ধে]

কালনা সব-ডিবিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বাহাদুর
বরাবরেষু—কালনা।

বাঘমারী
তারিখ—২রা মে ১৯২০

হুজুর, আপনার এলেকাধীন নিম্নলিখিত অধীন প্রজাগণের নিবেদন এই যে রাইতুর থানার অন্তর্গত বাঘমারী গ্রামস্থ কুলদানন্দ হাজরা নামক এক ব্যক্তি তাহার বাটীর পার্শ্বের সরকারী সাধারণ রাস্তা—অন্যায় পূর্ব্বক কু-অভিপ্রায়ে স্থায়ীভাবে চাপাইয়া লইয়া সাধারণের যাতায়াতের আংশিক অবরোধ ঘটাইতেছে, এমতে প্রার্থনা অবিলম্বে ১৩৩ ধারা মতে রাস্তার বাধা অপসারিত করিয়া দিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীঅচ্যুতানন্দ গোস্বামী
শ্রীডোমনচন্দ্র দাস ইত্যাদি
সর্ব্বসাকিম বাঘমারী

[বোর্ডের নিকট রাস্তা মেরামত করাইবার আবেদন পত্র]

বাঁকুড়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর

বরাবরেষু——বাঁকুড়া।

সম্মান পুরঃসর—

অধীনগণের নিবেদন এই যে মাথরুণ হইতে একটী (বে-তালিকাভুক্ত) কাঁচা রাস্তা মানদপুর পর্য্যন্ত আছে কিন্তু ঐ রাস্তার একাংশ (যাহা গোমাই গ্রামের উত্তর সীমায় অবস্থিত) এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে বর্ষাকালে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল এবং বৎসরের সব সময়েই যাতায়াতের প্রায় অযোগ্য—হইয়া পড়িয়াছে। এমতে প্রার্থনা বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত রাস্তা মেরামতের জন্য উপযুক্ত টাকা মঞ্জুর করিয়া রাস্তাটীর সংস্কার করাইয়া দিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

রাস্তাটী মেরামত হইলে মাথরুণ, সোমাই, মাজি গ্রাম, বাঁধ মুড়া, প্রভৃতি ৮খানি গ্রামের অধিবাসীবর্গের বিশেষ উপকার সাধন করা হইবে, নিবেদন ইতি—

আজ্ঞাধীন—

শ্রী—

শ্রী—বিভিন্ন গ্রামবাসীর নাম

শ্রী—

ইত্যাদি ইত্যাদি

[রাস্তা তালিকাভুক্ত করিয়া লইবার দরখাস্ত]

সবই পূর্ব্ব দরখাস্তের মত। কেবল "পর্য্যন্ত আছে" র...পর হইতে লিখিতে হইবে—"অনুগ্রহপূর্ব্বক রাস্তটীকে $\frac{\text{লোকাল বোর্ডের}}{\text{ডিঃ বোর্ডের}}$ তালিকা ভুক্ত করিয়া লইবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়।

[কতগুলি গ্রামের উপকার হইবে, এবং বিশেষ অসুবিধা যাহা হইতেছে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিতে হয়।]

[তালিকাভুক্ত রাস্তার ক্ষতির সংবাদ প্রদান]

আমরা সসম্মানে নিবেদন করিতেছি যে কাঁন্দরা গ্রামের মধ্যস্থিত যে রাস্তা বরাহনগর ধুলবুলিয়া রোডের সামীল তাহার একটি পুল (Culvert) গত বৃষ্টির জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অবিলম্বে প্রতিবিধানের বিহিত হুকুম দিতে আজ্ঞা হয়।

[লোকাল বোর্ড ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কাহাকে সংবাদ দিব বুঝিতে না পারিলে যেখানে হ'ক এক জায়গায় সংবাদ দিলেই কাজ চলে।]

আজ্ঞাধীন—
শ্রীদেবিদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিধুভূষণ চট্টরাজ

[নূতন ডাকঘরের জন্য দরখাস্ত]

পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল,
বেঙ্গল, কলিকাতা।

রাজীবপুর
চিন্নুপুর পোঃ বৰ্দ্ধমান,
তারিখ—২৭শে জুলাই, ১৯২১

সসম্মান নিবেদন—

বৰ্দ্ধমান জিলাস্থ রাজীবপুর গ্রাম চিন্নুপুর পোষ্ট অফিসের এলেকাধীন। উক্ত রাজীবপুর গ্রামে একটী ডাকঘর হইলে আমাদের চিঠি পত্র পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। এই গ্রামে পোঃ আঃ স্থাপিত হইলে নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী (অমুক অমুক এতগুলি) গ্রামের প্রায় (২ হাজার অধিবাসীর) ডাক পাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইবে। বৰ্ত্তমান ব্যবস্থায় আমরা ৪ দিনের কমে চিঠিপত্র পাইনা, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমরা কম সময়েই ডাক পাইবার আশা করি, এ কারণ আমাদের প্রার্থনা —রাজীবপুরে একটী Experimental Post Office খুলিয়া দিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। আমরা আদেশানুযায়ী খরচা দিতেও প্রস্তুত আছি। গ্রামে একটী সরকারী পাঠশালা আছে, তাহার সহিত ডাকঘর সংযুক্ত করিয়া দিলে কম খরচাতেও হইবার সম্ভব। জ্ঞাত কারন নিবেদন ইতি—

আজ্ঞাধীন—
শ্রীরমেশচন্দ্র বোস,
শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

[পুষ্করিণী পরিস্কার করান]

লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর—

বরাবরেষু—কাঁথি।

সাকুলি পুর থানায় অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামের অধীন অধিবাসীবর্গের নিবেদন এই যে, এই গ্রামের পুষ্করিণীগুলিতে কাঁটা শেওলা, কচুরী পানা, ঘাস প্রভৃতি হওয়ায় পুষ্করিণী গুলির জল অব্যবহার্য্য হইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতিকারক হইয়াছে এমতে প্রার্থনা, অবিলম্বে উক্ত পুষ্করিণী গুলির পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাধারণের প্রাণ রক্ষা করুন। তাং ২৫শে নভেম্বর ২১

পুষ্করিনীর মালিকগণের নাম—
"তালবোনা"—শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
"জরুলী"—শ্রীনুটবিহারী গড়াই

আজ্ঞাধীন—
শ্রীযদুনন্দন রক্ষিত
শ্রীকৃপানাথ দে. প্রভৃতি

[নূতন কূপ ইন্দারা প্রভৃতি সম্বন্ধে]

খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর—

বরাবরেষু—খুলনা।

শ্রীপুর থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামের হিন্দু অধিবাসী বর্গের নিবেদন এই যে বর্ত্তমান পুরাতন পুষ্করিণী সকল মজিয়া যাওয়ায় আমাদের পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এমন কোন খাল বিলও নাই

যাহার জল উপযুক্ত পানীয় রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এমতে প্রার্থনা হুজুর দয়া করিয়া ঘোষপাড়ার হিন্দু অধিবাসীবর্গের ব্যবহার জন্ম একটা পাকা ইন্দারা বা 'টিউব ওয়েল' মঞ্জুর করিয়া আমাদের জলকষ্ট নিবারণ করুন। আমরা ইন্দারার জন্য যথোপযুক্ত স্থান ডিঃ বিঃ কে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইতি তাং ৪ঠা আশ্বিন ১৩২৮।

আজ্ঞাধীন—

মুসলমান অধিবাসীরাও পৃথক ইন্দারা পাইবেন।	শ্রীরমেন্দ্র সুন্দর মল্লিক— শ্রীহরিহর পাঁড়ে, প্রভৃতি

[ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত]

ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর—

বরাবরেষু—ঢাকা।

সম্মান নিবেদন,

মুন্সীগঞ্জ থানার এনেকাধীন নওয়া পুর গ্রামে ডিষ্টিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক যে পাকা ইন্দারা নির্ম্মিত হইতেছে তাহার ঠিকাদার মহাশয় ইট চুণ প্রভৃতি এরূপ দিতেছেন যে তাহা অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এমতে প্রার্থনা অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্তের আদেশ দিয়া ঠিকাদারকে নিয়ম মত মাল মসলা দিতে বাধ্য করা হউক। আমরা পঞ্চজন গ্রামবাসী ঠিকাদারের সমক্ষেই তদীয় প্রস্তুত মসলার নমুনা সহিযুক্ত করিয়া পৃথক ভাবে সাবধানে রক্ষা করিয়াছি, তদন্তকারী কর্ম্মচারীকে ইহার প্রমান

দিতে প্রস্তুত আছি। ঠিকাদার যেরূপ সত্বর ভাবে কাজ করিতেছেন তাহাতে বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এ সম্বন্ধে অবিলম্বে বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়—ইতি ২৪শে চৈত্র ১৩২৭।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীপঞ্চানন বোস—
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি—

[পুষ্করিণী রিজার্ভ করাইবার দরখাস্ত]

লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর—
বরাবরেষু—বর্দ্ধমান।

থানা মঙ্গল কোটের সামীল মৌজে চৈতন্যপুরের অধিবাসীগণের সসম্মান নিবেদন এই যে উক্ত গ্রামের পুষ্করিণী সকল মজিয়া যাওয়াতে সাধারণের স্নান পানের একান্ত জলাভাব। বর্ত্তমানে শিবসাগর নামক পুষ্করিণীর জলই গ্রামের লোকের একমাত্র উপায়, কিন্তু অজ্ঞলোকে গরু মহিষ প্রভৃতি নামাইয়া এবং জলে নানারূপ ময়লা কাপড় চোপড় কাচিয়া জল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এমতে প্রার্থনা হুজুর ঐ পুষ্করিণীটীকে "রিজার্ভ" রূপে রক্ষা করিবার বিহিত আদেশ দিয়া গ্রামবাসীগণের জল কষ্ট নিবারণ করুন। ইতি—তারিখ ৫ই আগষ্ট ১৯২১।

পুষ্করিণীর মালিকগণের নাম—
শ্রীরামহরি হাজরা,
শ্রীখোদাবাক খাঁ—
শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য—

আজ্ঞাধীন—
শ্রীরেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়—
শ্রীশক্তিপদ মিত্র—
শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ—
প্রভৃতি—

[সংক্রামক রোগের সময় সাময়িক রিজার্ভ]

শ্রীযুক্ত সবডিবিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর

বরাবরেষু—ফরিদপুর।

থানা কেতুগ্রামের অন্তর্গত সামিল মৌজে কুলটীর অধীন প্রজাগণের নিবেদন এই যে বর্ত্তমানে ১২ই মার্চ্চ হইতে গ্রামে ব্যাপক ভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে এবং কোন "রিজার্ভ"—জলাশয় নাই। অজ্ঞ লোকে সাধারণের ব্যবহৃত পুষ্করিণীতেই কাপড় ময়লা প্রভৃতি ধৌত করায় জন সাধারণের সমূহ বিপদ সম্ভাবনা হইয়াছে, আমরা গ্রামের মধ্যস্থিত "কদ্ পুকুর" টীকে অদ্য হইতে পনের দিনের জন্য গ্রামে ঢোল সোহরত সহকারে (Emergency Reserve) করিয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনা হুজুর তাহার রিজার্ভ মঞ্জুরী দিয়া এবং স্থানীয় পুলিশকে তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে আদেশ দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন নিবেদন ইতি—
তারিখ ১৪ই জুন—১৯১৬।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীযশোদানন্দ গুহ—
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রানা—
শ্রীরহিমবক্স মোল্লা—
প্রভৃতি—

পুষ্করিণীর মালিক, কুলটী নিবাসী—
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী নাগ।

['টেলিগ্রাফ' করিতে হইলে]

Chairman District Board
Howrah
Cholera raging send Medical aid Kadamtola.
Amar Das

[বসন্ত রোগের টীকা সম্বন্ধীয়]

রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর
বরাবরেষু—রংপুর।

সসম্মানে নিবেদন—

ঘোড়ামারা থানার এলেকাধীন বনপুর গ্রামে ব্যাপকভাবে বসন্ত পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, গতবৎসর হইতে কোন টিকাদারও এখানে আসেন নাই—এমতে প্রার্থনা অবিলম্বে উপযুক্ত সরঞ্জামাদি সহ একজন টিকাদারকে এখানে পাঠাইয়া দেওয়ার বিহিত হুকুম দিতে আজ্ঞা হয়, ইতি—তারিখ—১৪ই পৌষ ১৩০৯ সাল। *

আজ্ঞাধীন—
শ্রীরামরঞ্জন শেঠ
শ্রীহরিশচন্দ্র সোম প্রভৃতি।

[কলেরা বা অন্য কোন মারাত্মক পীড়া সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হইলেও এইভাবে লিখিতে হয়]।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বা হিতসাধন মণ্ডলীকে ও উক্ত প্রকারে লিখিতে হয়। ঠিকানাটি আরও একটু বিশদ দিতে হয় যেমন কদমতলা—হাওড়া।

[টুরিং ডাক্তার]

দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর

বরাবরেষু——দিনাজপুর।

থানা মঙ্গল পাহাড় সামীল মৌজা বাজিতপুরের গ্রামের অধিবাসী-বর্গের নিবেদন এই যে এই গ্রাম ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুই ক্রোশ মধ্যে কোনরূপ চিকিৎসালয় না থাকায় আমাদের ম্যালেরিয়ার সময় কোন চিকিৎসারই উপায় থাকে না, এমতে প্রার্থনা উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়া সময়ের জন্য একজন টুরিং ডাক্তার পাঠাইয়া…………অমুক অমুক গ্রামের—প্রায় (পাঁচ হাজার অধিবাসী) প্রাণ রক্ষা করুন। নিবেদন ইতি—তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৯২১।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীবিজয়রাম রায়
শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আবদার রহমান বিশ্বাস প্রভৃতি।

———

[ঔষধ বিতরণ]

মাননীয় ডিঃ বিঃ চেয়ারম্যান বাহাদুর

সমীপেষু——পাবনা

সসম্মানে নিবেদন—

থানা মতিহারীর সামীল মৌজা সেন পাড়া গ্রামের অধীন প্রজা বর্গের নিবেদন এই যে, স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব, অর্থব্যয়ে

যথোচিত পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধাদি ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে একান্ত অসাধ্য এমতে প্রার্থনা অত্র গ্রামের স্থানীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপযুক্ত কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধ পত্র অত্র গ্রামের দরিদ্র প্রজাগণের মধ্যে বিতরণের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করুন। নিবেদন ইতি—তারিখ ১৫ই মে ১৩২৮ সাল।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য
শ্রীগঙ্গানারায়ণ মিসির প্রভৃতি,

[আলোক লণ্ঠন]

মাননীয় ডিঃ বিঃ চেয়ারম্যান বাহাদুর
বরাবরেষু——ফরিদপুর

সসম্মানে নিবেদন—

অত্র জেলার রামপুর থানার এলেকাধীন মৌজে পালং গ্রামের অধিবাসীবর্গের প্রার্থনা এই যে আমাদের এখানকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং সাধারণ অধিবাসী নিতান্ত অজ্ঞ এমতে প্রার্থনা তাহাদিগের কুসংস্কার দূর করিয়া স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগী করিবার জন্য এখানে আলোক লণ্ঠন দ্বারা একবার উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিবার বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—১৫ই অক্টোবর, ১৯২০।

আজ্ঞাধীন—
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়

[কৃষি বিভাগীয়]

মাননীয় কৃষি বিভাগীয় ডিমন্সট্রেটার মহাশয়
সমিপেষু——বারাসাত।

সসম্মানে নিবেদন—

মহাশয়, আমার একমণ হাড়ের গুঁড়া আবশ্যক হওয়ায় মহাশয়কে জানাইতেছি যে উক্ত গুঁড়ার মণকরা—যে দাম পড়িবে তাহা অবিলম্বে জানাইবেন এবং আমার জমীর মাটী পরীক্ষার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বিহিত উপদেশ দিবেন। যদি সুবিধা হয়ত একবার আসিয়া আমার জমিটা পরীক্ষা করিয়া যাইবেন। আমাদের গ্রাম সদর হইতে পাঁচ মাইলের বেশী দূর নয়। নিবেদন ইতি—

আজ্ঞাধীন—
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ঘটক।

Printed by J. C. Ghosh at the Cotton Press
57, Harrison Road, Calcutta.